Contents

পঞ্চম বর্ষ

১০—১১ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ১৲

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷৹

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

পঞ্চম বর্ষ—দশম ও একাদশ সংখ্যা

১৩৭৪ হিঃ। বাং ১৩৬১—৬২ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আলফাতিহার তফছীর ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	... ৩৮৭
২। কাঁটার আসন (কবিতা) ...	আতাউল হক	... ৪০৩
৩। ডাক দিয়ে যাই (কবিতা) ...	খন্দকার আবদুর রহিম সাহিত্যরত্ন ...	.. ৪০৪
৪। জঙ্গে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ ...	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, এম, এ, ...	... ৪০৬
৫। সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচনা)...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	... ৪০৯
৬। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্ম ও ধর্মীয় নীতি...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি ...	... ৪২১
৭। জিজ্ঞাসা ও উত্তর :		
(৫৫) পীরের ধ্যান ...	আল্লামা ও মুহাদ্দিছ মওলানা মোহাঃ আবদুল্লাহেল বাকী ...	৪৩২
(৫৬) ধান্যের ফিত্‌রা ...	সঙ্কলন	... ৪৪০
৮। বিশ্ব পরিক্রমা ...	সহকারী সম্পাদক	.. ৪৪৩
৯। ইছলাম ও মুছলিম রাজ্য ...	মূল : আবদুল কাদের আওদা শহীদ (রহঃ) ...	...
সমূহের প্রচলিত আইন ...	অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ...	৪৪৮
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়) ...	সম্পাদক	... ৪৫২
১১। রামাযান সমাগমে পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের আবেদন ...	... ...	... ৪৫৭

আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের নিবেদন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

ছাহেবের অমর অবদান :

১। কলেমায় তৈয়েবা— মূল্য ১৷৷০

২। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান „ ২।০

৩। ছিয়ামে রামাযান— „ ।৵০

৪। ঈদে কোরবান— „ ⁄০

৫। যউউল লামে' (উর্দু)— মূল্য ১৲

৬। তারাবীহর নমায ও জামাআত— মূল্য ১৷৷০

৭। মুছাফাহা-এক হস্তে না দুই হস্তে মূল্য ।৵০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

পঞ্চম বর্ষ—দশম ও একাদশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আলফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৩০)

ইবাদতের ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা

ছুরত-আল্‌ফাতিহার পঞ্চম আয়তটির যথাযথ তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্তম রূপে হৃদয়ংগম করা আবশ্যক।

(ক) ইবাদত শব্দের তাৎপর্যের ব্যাপকতা।

(খ) ইবাদতের মৌলিক নীতি ও উহার ব্যবহারিক বিশ্লেষণ।

(গ) দ্বীনের অন্তরভুক্ত সমস্ত বিষয়ই ইবাদতের অন্তরভুক্ত কিনা? অর্থাৎ দ্বীন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় অংশই ইবাদত—না দ্বীনের কতিপয় আচার ও অনুষ্ঠান ইবাদতের সীমানা-বহির্ভূত!

(ঘ) ইবাদতের বাস্তব স্বরূপ কি?

(ঙ) ইবাদতই কি সৃষ্ট জীবের সর্বাপেক্ষা মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর গৌরব—না তদপেক্ষাও উচ্চতর অন্য কোন গৌরবজনক কার্য আছে?

আমরা ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সকলের পক্ষে ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, ইবাদত সুদূরপ্রসারী বহুবিধ-অর্থবোধক একটি—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যাপক শব্দ। যেসকল কার্য ও উক্তি আল্লাহর নিকট প্রেয়স এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ স্বরূপ, যথা,—নমায, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ সত্যপরায়ণতা, সততা, পরোপকার, বিশ্বস্ততা, পিতামাতার আনুগত্য, প্রতিশ্রুতি পালন, সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ, আল্লাহর পথে সংগ্রাম, প্রতিবেশী, অনাথ, দীন দরিদ্র এবং অনুগতদের প্রতি সদ্ব্যবহার—এই অনুগত দল মনুষ্য সমাজের অন্তরভুক্ত হউক অথবা পশুপক্ষীর দল হইতেই হউক। দুআ, প্রার্থনা, আল্লাহর যিক্‌র, কোরআনের তিলাওয়াত এবং অনুরূপ যাবতীয় সৎকার্য ইবাদত রূপী বস্তুর সাংগঠনিক উপাদান। এই ভাবে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) অনুরাগ, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের প্রত্যাশা, তাঁহার শাস্তি ও দণ্ডের ত্রাস। তাঁহার কাছে বিনয়-নম্রতা ও আত্মসমর্পণ, ঐকান্তিকতা, পরম-নির্ভরশীলতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং সন্তোষ প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজী ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত।

সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য

আবার এই ইবাদতই আল্লাহর এরূপ পরম প্রিয় বস্তু যে, ইহার জন্যই এই বিশাল মহাজগত তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি দানব ও মানব সমাজকে শুধু এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তাহারা আমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে—আয্‌যারিয়াত, ৫৬ আয়ত।

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون –

পৃথিবীতে যত রছুলই প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই একই এবং অভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা জগতবাসীর সম্মুখে প্রচার করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যের পথে আহ্বান জানাইবার জন্যই আগমন করিয়াছিলেন। হযরত নূহ এবং হযরত হূদ স্বস্ব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—তোমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই—আল্ আ'রাফ: ৫৯ ও ৬৫ আয়ত। আবার এই বাণী এই ভাষাতেই হযরত ছালেহ, হযরত শোআইব এবং আল্লাহর প্রেরিত সংবাদবাহী দল স্বস্ব জাতিকে প্রদান করিয়াছিলেন—আল আ'রাফ, ৭৩ ও ৮৫ আয়ত।

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره –

হযরত ঈছা মছীহ ইছরাঈলের বংশধরদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ আমার এবং তোমাদের রব্ব, তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর—আল্‌মায়েদা, ৭২ আয়ত।

اعبدوا الله ربي و ربكم

কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাবেই ঘোষণা করিয়াছে যে, প্রত্যেক আল্লাহ সকল সম্প্রদায়ের—কাছেই এই বাণী সহকারে রছুল প্রেরণ করিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং 'তাগুত'কে বর্জন করিয়া চল—আন্‌নহল, ৩৬ আয়ত।

ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت –

জগতস্বামী, পরম প্রভু স্বীয় 'আব্‌দুরছুলকে' সম্বোধন করিয়া আদেশ করিতেছেন যে, আমি আপনার পূর্ববর্তী যত রছুল প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে আমি—ইহাই প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, সুতরাং তোমরা সকলে শুধু আমারই ইবাদত কর—আস্‌আম্বিয়া, ২৫।

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون –

ছুরত আল্‌আম্বিয়ায় অপরাপর জাতি এবং তাঁহাদের রছুলগণের পয়গামের ইতিবৃত্ত আলোচিত হওয়ার পর মুছলিম জাতিকে আহ্বান করিয়া বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ তোমাদের এই দলগুলি একই অভিন্ন উম্মত এবং আমি তোমাদের সকলেরই প্রভু, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর—৯২ আয়ত।

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون –

এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ থাকা উচিত নয় যে, "তোমরা আমারই ইবাদত কর"—আল্লাহর এই আদেশটি নির্দিষ্ট কোন দলের উপর প্রযোজ্য নয় অথবা এরূপ ধারণা করাও সমীচীন হইবেনা যে, রছুলদিগকে এই আদেশের পর্যায়ভুক্ত করা হয়নাই। ছুরত আয্‌-

www.ahlehadeethbd.org

মুমরে আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমি এই গ্রন্থ সত্য-সহকারে আপনার নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি, অতএব আপনি ঐকান্তিকতার সহিত শুধু আল্লাহরই ইবাদত করুন —২ আয়ত। এই ছুরতেই রছুলুল্লাহকে (দঃ) আরো আদেশ করা হইয়াছি, আপনি ঘোষণা করুন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে— ঐকান্তিকতার সহিত শুধু তাঁহারই ইবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং আরো আদিষ্ট হইয়াছি সর্বপ্রথম মুছলিমরূপে প্রতিপন্ন হইতে— ১২ আয়ত। আরো বলা হইয়াছি, আপনি ঘোষণা করুন যে, আমি আমার দ্বীনকে শুধু আল্লাহর জন্য— একান্ত করিয়া—কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাকি—১৪ আয়ত।

ছুরত আল্হিজ্রে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ)কে নির্ধারিত ভাবে আদেশ করিয়াছেন যে, মৃত্যুর— আগমন পর্য্যন্ত— আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করিতে থাকুন—৯৯ আয়ত।

পৃথিবীর সমুদয় অতিক্রান্ত নবীগণকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, হে রছুলগণ— আপনারা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎ-কার্যসমূহ সম্পাদন— করিতে থাকুন। আপনারা যাহা করিয়া থাকেন আমি তাহা অবগত রহিয়াছি— আল্ মু'মেনুন, ৫১ আয়ত।

এই ইবাদতকেই আল্লাহ তদীয় নবী ও— ফেরেশতাগণের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্টরূপে সপ্রশংস ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উর্ধগগণ সমূহের এবং ধরণী পৃষ্ঠের সমস্তই তাঁহার অধিকার ভুক্ত যাঁহারা তাঁহারা সান্নিধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহারা কখনও আল্লাহর ইবাদতে ঔদ্ধত্য বা অবহেলা প্রকাশ করেননা। দিবস যামিনী তাঁহারই বন্দনায় তাঁহারা রত থাকেন এবং কখনও অনুমাত্র ক্লান্তিবোধ করেননা— আল্ আম্বিয়া ১৯ —২০ আয়ত।

এই দলেরই প্রতিপক্ষ আরেকটি দল, যাহারা সৃষ্টির চরম ও পরম উদ্দেশ্যকে সার্থক করিতে চায়না এবং বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহর সম্মুখে মিনতি ও প্রণতি জ্ঞাপন করার পরিবর্তে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন, এবং তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন,— তোমরা শুধু আমাকেই আহ্বান কর আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিব। যাহারা আমার ইবাদত করিতে ঔদ্ধত্য দেখায়, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, অতি লাঞ্ছনা সহকারে তাহারা নরকাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে—আল্ মু'মেন, ৬০ আয়ত।

উন্নত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন হইতেছে "আব্দ" হওয়া

ধরণীর সৃষ্টির মুখ্যতম লক্ষই যখন ইবাদত, তখন এই লক্ষের সার্থকতা বিধানই যে ধরণীর স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মহত্তম উপায় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারেনা। সংগে সংগে ইহাও প্রমাণিত হইল যে কোন প্রাণীর উন্নততম জীবনের অধিকারী হইবার তাৎপর্যই হইতেছে "আবাদীইয়তে"র চরম ও পরম স্থান অধিকার করা। আমরা দেখিতে পাই যে, আল্লাহ যখন স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব ও ঘনিষ্ঠতম বান্দাদের কথা স্নেহ, সম্ভ্রম ও অনুরাগভরে আলোচনা করিতে চান, তখন তাঁহাদিগকে 'আব্দ' নামেই আখ্যাত এবং তাঁহাদিগকে "আবাদীইয়তে"র গুণেই বিশেষিত করিয়া থাকেন। বেহেশ্তের বর্ণনা প্রসংগে ছুরত আদ্দহরে বলা

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে, বেহেশতে عينا يشرب بها عباد الله — এমন একটি নির্দিষ্ট স্রোতস্বিনী রহিয়াছে, যাহা হইতে 'ইবাদুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লহর 'দাসগণ' পান করিবেন—৬ আয়ত।

কোরআনী পরিভাষায় বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের 'ইবাদুর্রহ্মান' বলা হইয়াছে। ছুরত-আল্ ফুর্কানে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা রহমানের 'আব্দ'— তাঁহারা বিনয়নম্র ভাবে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া থাকেন—৬৩ আয়ত।

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا —

শয়তান অভিশপ্ত হইবার পর উদ্ধত কণ্ঠে যখন আল্লাহকে বলিয়াছিল, আমি এই দণ্ডের প্রতিশোধকল্পে আদমের বংশধরদিগকে বিপথগামী—করিয়া ছাড়িবই। তখন আল্লাহ তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রত্যুত যাহারা আমার— 'ইবাদ', তাঁহাদের উপর তোমার কোন প্রভুত্বই খাটিবেনা। অবশ্য যেসকল ভ্রান্ত মানব তোমার অনুসরণ করিবে, তুমি শুধু তাহাদিগকেই বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হইবে—আল্-হিজর, ৪২।

ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین —

ফেরেশতাদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কাফিররা বলিয়া থাকে, — ফেরেশতারা আল্লহর সন্তান! ছুবহানাল্লাহ! তিনি মহা পবিত্র। ফেরেশতারা আল্লাহর সম্মানিত 'ইবাদ' ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন—আল্ আম্বিয়া, ২৬।

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون !

ঈছা মছীহ সম্বন্ধে বিভ্রান্তের দল আল্লাহর—পুত্রত্বের দাবী সমুপস্থিত করায় ইহার প্রতিবাদকল্পে কোরআনে বিঘোষিত হইয়াছে যে, ঈছা মছীহ—আল্লাহর 'আব্দ' ছাড়া আর কিছুই নহেন। অবশ্য আমরা তাঁহাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম—আযযুখরুফ, ৫৯ আয়ত।

ان هو الا عبد انعمنا عليه

নবুওতের সমাপ্তকারী এবং নবীগণের অধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) এই আশংকা করিয়া যে যীশুখ্রীষ্টের অণুকরণে তাঁহাকেও তাঁহার উম্মতীগণ শেষে 'উলুহীয়তে'র আসন দান করিয়া না বসেন, তিনি মুছলিম জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে,—— খ্রীস্টানরা হযরত ঈছার প্রশংসায় যেরূপ সীমা-লংঘন করিয়াছিল,— আমার প্রশংসাতেও তোমরা তদ্রূপ সীমা লংঘন করিও না। আমি আল্লাহর 'আব্দ' মাত্র। সুতরাং তোমরা আমার সম্বন্ধে এই কথাই বলিও, আমি 'আবদুল্লাহ' ও রছুলুল্লাহ, আল্লাহর দাস এবং আল্লাহর রছুল— —বুখারী।

لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم' انما انا عبد' فقولوا عبد الله و رسوله —

মি'রাজের গৌরবান্বিত অভিযানে রছুলুল্লাহকে (দঃ) 'আব্দ' বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে: মহিমান্বিত সেই প্রভু, যিনি এক নিশীথে তাঁহার 'আব্দ'কে নৈশ ভ্রমণে লইয়া গিয়াছিলেন— মক্কার পবিত্র মছ্জিদ হইতে বয়তুল মকদ্দছের—মছজিদ পর্যন্ত—আল্ আছ্রা, ১ আয়ত।

سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى —

এই গৌরবান্বিত অভিযানে আল্লাহ তদীয় রছুলের (দঃ) সহিত যে বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণীতেও রছুলুল্লাহ (দঃ) কে 'আব্দ' নামেই অভিহিত করা হইয়াছে: ছুরত আন্নজ্মে বলা হইয়াছে, আল্লাহ অতঃপর তদীয় 'আব্দ'কে প্রত্যাদিষ্ট করিলেন—১০ আয়ত।

فاوحى الى عبده ما اوحى

রছুলুল্লাহর (দঃ) ইবাদত এবং আল্লাহর একনিষ্ঠ স্মরণ কার্যের বিবরণেও তাঁহাকে 'আব্দুল্লাহ' —আল্লাহর দাসরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ছুরত-আল্‌জিন্নে উক্ত হইয়াছে, যখন "আব্দুল্লাহ" প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাহারা দলবদ্ধভাবে তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল——১৯ আয়ত।

وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا —

সন্দেহবাদীদিগকে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) পক্ষ হইতে যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে, তাহাতেও কোরআনের ধারক ও বাহক (দঃ) কে "আব্দ" বলিয়াই আখ্যাত করা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, আমি যাহা আমার 'আব্দ'— বান্দার কাছে অবতীর্ণ করিয়াছি, সে সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর যে বাস্তবিকই এই কোরআন আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ হয় নাই, ইহা আমার বান্দার স্বরচিত, তাহা-হইলে ইহা অনুরূপ অন্ততঃ একটি ছুরতই তোমরা প্রণয়ন করিয়া লইয়া আইস, —আল্‌বাকারা, ২৩ আয়ত।

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله -

উল্লিখিত আয়ত সমূহের তাৎপর্য অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করিলে যুগপৎ ভাবে দুইটি বিষয়— প্রতীয়মান হয়ঃ একদিকে বুঝিতে পারা যায় যে, আল্লাহর দাসত্ব অর্থাৎ 'আবাদীইয়তে'র আসনের গৌরব ও ঋদ্ধি উন্নত জীবনের চরম ও পরম লক্ষবস্তু এবং ইহার উর্ধে আর কোন গৌরবান্বিত আসন নাই। অন্য দিকে ইহাও প্রতিভাত হয় যে, ধর্ম বা দ্বীন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত উপাদানই "ইবাদতে"র ভিতর একত্রিভূত হইয়াছে। আল্লাহর নবীগণ সকলেই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ও দ্বীনের তাৎপর্য শিক্ষা দিতে এই ধরণীর ধুলায় শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন অথচ তাঁহাদের সকলেই এবং প্রত্যেকেই মানব জাতিকে এই পয়গামই শুনাইয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত' কর। অতএব একথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দ্বীন এবং "ইবাদত" এক ও অভিন্ন বাস্তবতার দুইটি ব্যাখ্যা মাত্র। বুখারীর সুপ্রসিদ্ধ জিব্‌রীলের হাদীছ দ্বারাও একথা দৃঢ়তর ভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত জিব্‌রীল বেদুইনের বেশে রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র দরবারে আগমন করিয়া হুযুরের (দঃ) সহচরবৃন্দের সম্মুখেই ইছলাম, ঈমান ও ইহ্‌ছান সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইছ্‌লাম কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর দেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ আরাধ্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার রছুল—একথার সাক্ষ দান করা এবং নমায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেওয়া, রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং ক্ষমতা থাকিলে হজ্জ— সমাধা করা—এইগুলির নাম ইছলাম। আর ঈমানের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করায় রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব, তদীয় ফেরেশতাগণ, তাঁহার অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী, তাঁহার প্রেরিত রছুলগণ এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনলাভ এবং ভাল ও মন্দ সকল প্রকার কার্য আল্লাহর অনুমতি সূত্রে সাধিত হওয়া প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার কার্যকে ঈমান বলা হয়। হযরত— জিব্‌রীলের ইহছান সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তরে রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করেন যে, আল্লাহর এরূপ ভাবে ইবাদত করা— যেন তুমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ, অন্ততঃ এই বিশ্বাস ও অবস্থার ভিতর দিয়া যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই লক্ষ করিতেছেন— ইহার নাম ইহছান। জিজ্ঞাসাকারী নিষ্ক্রান্ত হইবার পর রছুলুল্লাহ (দঃ) সমাগত সহচরবৃন্দকে জ্ঞাপিত করিলেন যে, ইনি জিব্‌রীল ছিলেন এবং ইনি— তোমাদিগকে তোমাদের দ্বীন শিখাইবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন—বুখারী, কিতাবুল্ ঈমান (১), ১৫ পৃঃ।

ইমাম বুখারী এই হাদীছের জন্য যে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হযরত জিব্‌রীল তোমাদিগকে— তোমাদের দ্বীন শিখাইবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। হযরতের (দঃ) উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হাদীছে বর্ণিত সমুদয় কার্য, মতবাদ ও ঐকান্তিকতাকে তিনি দ্বীনের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

আমি বলিতে চাই, যেগুলি বিষয়কে রছুলুল্লাহ (দঃ) দ্বীন নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন সেগুলির অধিকাংশই ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত।

আভিধানিক সামঞ্জস্য

ইবাদতের আভিধানিক তাৎপর্য আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আর দ্বীনের আভিধানিক অর্থও চতুর্থ আয়তের ব্যাখ্যা প্রসংগে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। ফলকথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উভয় শব্দের আভিধানিক তাৎপর্যের মধ্যেও নিবিড় সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। 'নু-দ্বীনুল্লাহ' ও 'নু-দ্বীনোলিল্লাহ' বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করিতেছি এবং নিজেকে তাঁহার সম্মুখে সমর্পণ করিয়াছি। অতএব আল্লাহর দ্বীনের তাৎপর্য হইল তাঁহার আনুগত্য ও দাসত্ব এবং—তাঁহার সম্মুখে নীচতা স্বীকার ও মস্তক অবনমিত করা। ইবাদতের তাৎপর্যও ইহাই, কিন্তু শয়খুল ইছলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ এ প্রসংগে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, শরীঅতের পরিভাষায় ইবাদতের তাৎপর্য শুধু প্রণতি ও আনুগত্য স্বীকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রেম ও আত্মসমর্পণও উহার তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত। সুতরাং শরীঅতের ভাষায়—ইবাদত হইল আল্লাহর সান্নিধ্যে চরম মিনতি এবং পূর্ণ অনুরাগ—এতদুভয়ের মিলিত বস্তুর নাম। তিনি আরো লিখিয়াছেন, যে, প্রেম নামক বস্তুটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রেমের চরম এবং পরম অবস্থাকে 'তয়ম' (تَيْم) বলা হয় এবং অনুরাগের সূচনাকে ইলাকা (عَلَاقَة) নামে অভিহিত করা হয়, কারণ প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমিকের হৃদয়ের যোগসূত্র প্রাথমিক অবস্থাতে স্থাপিত হয় মাত্র। পরবর্তী অবস্থা আরাবী সাহিত্যে ছাবাবা (صَبَابَة) নামে কথিত হয়, কারণ প্রেমাস্পদের দিকে হৃদয় এই পর্যায়ে অহরহ আকর্ষিত হইতে থাকে এবং প্রেমিকের হৃদয় তাহার দিকে ঢলিয়া পড়ে। পরবর্তী অবস্থাকে আরাবী সাহিত্যে গারাম (غَرَام) বলা হইয়া থাকে। কারণ প্রেমাস্পদের মিলনাকাংখা এই পর্যায়ে এরূপ তীব্র আকার ধারণ করে যে,—প্রেমিক মৃতকল্প হইয়া পড়ে এবং প্রেম কঠোর দণ্ডের আকারে পরিলক্ষিত হয়। ইহার পরবর্তী অবস্থাকে ইশ্‌ক (عِشْق) এবং চরম ও পরম—অবস্থাকে 'তয়ম' বলা হয়। "তয়মুল্লাহ"র অর্থই হইতেছে 'আবদুল্লাহ'। যে প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের এইরূপ উপাসক, তাহাকে 'মুতয়ম' বলা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুতয়ম সে তদীয় প্রেমাস্পদের জন্য নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার দাস ও উপাসক হইয়া গিয়াছে।—"তয়ম" ও "আব্দ" সমঅর্থবোধক হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে যে, ইবাদতের তাৎপর্যে কামিল ইশ্‌ক—অর্থাৎ পূর্ণ অনুরাগের ভাব অনিবার্যভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য কাহারও সম্মুখে বাধ্য হইয়া প্রণত হয় কিন্তু প্রণয়, অনুরাগ ও প্রেমের পরিবর্তে স্বীয় হৃদয়ে তাহাকে অবজ্ঞাত অনুভব করিয়া থাকে, সে কখনও তাহার ইবাদতকারী নয়। অথবা কোন ব্যক্তি কাহারও অনুরক্ত হইলেও যদি তাহার সম্মুখে নিজেকে সর্বতোভাবে নিক্ষেপ না করে এবং তাহার কাছে অবনমিত না হয়, তাহা হইলেও এই অনুরাগ ও প্রেমকে ইবাদত বলা হইবেনা—ফতাওয়া (২), ৩০৬ পৃঃ।

ইবাদতের উপরিউক্ত বিশ্লেষণ অবগত হওয়ার পর দুইটি বিষয় প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছে: প্রথমতঃ পুত্রের প্রতি পিতার সুগভীর প্রেম, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর নিবিড় প্রণয় ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ ছুরত আল্ ফাতিহায় মানুষ স্বীয় প্রভুকে যে ইবাদতের প্রতিশ্রুতি দিতেছে এবং যাহা মানব জাতির চরম ও পরম লক্ষ এবং যে ইবাদতে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে সকল প্রকার গায়রুল্লাহর ইবাদত সর্বতোভাবে বর্জন করিতে হইবে, সেই ইবাদত আনুগত্য ও প্রেমের গভীর সংমিশ্রণ ব্যতীত কোন ক্রমেই সার্থক হইবেনা। অর্থাৎ আনুগত্য ও ন্যূনতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও যদি মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ-রব্বুল আলামীন ইবাদতকারীর নিকট নিখিল ভুবনের প্রত্যেকটি এবং সমুদয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় এবং সম্মানিত বিবেচিত না হন তাহা হইলেও ইবাদতের সার্থকতা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। বরং সত্যিকারের কথা এই যে, পূর্ণ অনুরাগ ও পূর্ণ সম্মানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই নহেন। আর যে প্রেম ও অনুরাগ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নয় অথবা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষও নয় সে প্রেম অবৈধ প্রণয় বলিয়া গণ্য হইবে। এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান আল্লাহর জন্য প্রদর্শিত—হইবেনা অথবা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষও রহিবেনা, সে শ্রদ্ধা ও সম্মানও মূলতঃ বাতিল ও অসংগত। আল্লাহ স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন, হে রছুল (দঃ) আপনি মুছলমানদিগকে বলুন,—যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের পুত্র-কন্যা, তোমাদের—ভ্রাতা-ভগ্নি, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী, তোমাদের জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং—

قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله و رسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين -

তোমাদের ধনসম্পদ যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ এবং তোমাদের ব্যবসা যাহা মন্দা পড়ার—আশংকা করিতেছ এবং যে বাসভবনগুলি তোমাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেছে—এ সমস্ত যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম অপেক্ষা অধিকতর প্রেয়স হয়, তাহা হইলে আল্লাহর চরম নির্দেশের সমাগমকাল পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। প্রত্যুত আল্লাহ ব্যভিচারী জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেন না—আত্‌তওবা, ২৪ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথম, বিশ্ববাসীর প্রেমলাভ করার অধিকার জগতস্বামী ব্যতীত আর কাহারো নাই। দ্বিতীয়ঃ তাঁহার প্রাপ্য অনুরাগ ও প্রণয় অপর কাহাকেও দান করা ব্যভিচারেরই নামান্তর। —তৃতীয় রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি অনুরক্তি আল্লাহর অনুরাগেরই আনুসংগিক বস্তু।

মোটকথা, শরীঅতের দিক দিয়া আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) উভয়েরই প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে, উভয়েরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হইবে। কোরআনে স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে, আল্লাহ এবং তদীয় রছুল দঃ) কে

والله و رسوله احق ان يرضوه -

পরিতুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হওয়াই মানুষের—সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্য, (কারণ) আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) দাবী সর্বাধিক অগ্রগণ্য—আত্‌তওবা, ৬২।

আবার আদেশ দিবার ও নিষেধ করার অধিকারও আল্লাহ এবং তদীয় রছুলেরই (দঃ) রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) তাহাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা তাহাদের পক্ষে মংগলজনক ছিল—ঐ ৫৯ আয়ত।

ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله -

কিন্তু সর্বক্ষণ সাবধানতার সহিত একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইবাদত এবং উহার আনুসংগিক আশা, ভয় এবং তাওয়াক্কুল—নির্ভরশীলতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এই সকল বিষয়ে—কোন দিক দিয়াই রছুল (দঃ) তাঁহার সংগী নহেন। কোরআন স্পষ্ট কণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছে—হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, হে গ্রন্থধারী দল, আইস, আমরা এমন একটি বিষয়ে সকলেই সম্মিলিত হই, যাহা তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের কাছেই সর্ববাদীসম্মত। আইস, আমরা স্বীকার করিয়া লই, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো ইবাদত করিবনা। আমরা কোন বস্তুকেই তাঁহার শরীক করিব না এবং আমাদের কোন ব্যক্তিই আল্লাহকে ছাড়িয়া অপর কোন ব্যক্তিকে রব্ব ধরিবেনা। হে রছুল (দঃ), যদি এই গ্রন্থধারী দল আপনার আহ্বান প্রত্যাখান করে, তাহা হইলে—আপনি তাহাদের বলুন, তোমরা সাক্ষী থাকিও যে, আমরা মুছলিম, সত্যের সম্মুখে মস্তক অবনতকারী—আলে-ইম্‌রান, ৬৪ আয়ত।

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ! فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

ছুরত-আত্‌তওবার ৫৯ নম্বর আয়তটি আর এক বার তিলাওয়াত করা হউকঃ আল্লাহ এবং তদীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রছুল (দঃ) তাহাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা তাহাদের পক্ষে মংগল-জনক হইত, আর— যদি তাহারা বলিত : আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট! আল্লাহ অচিরাৎ আমাদিগকে তাঁহার ফযল হইতে দান করিবেন এবং তাঁহার রছুলও (দঃ)। প্রত্যুত আমরা আল্লাহর দিকেই অনুগমনকারী।

ولو انهم رضوا ما أتاهم الله و رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله انا الى الله راغبون -

ইহা লক্ষ করা আবশ্যক যে, এই আয়ত দ্বারা যুগপৎ ভাবে দুইটি বিষয়ই প্রমাণিত হইতেছে :

প্রথমতঃ আদেশ এবং নিষেধের অধিকার আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) উভয়েরই। রছুলের (দঃ) এই অধিকারের কথা ছুরত আল্-হাশরে স্পষ্টতর ভাবে কথিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, রছুল (দঃ) তোমাদিগকে যে (আদেশ) দান করেন তাহার অনুসরণ কর এবং যাহা নিষেধ করেন সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাক—৭ আয়ত।

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا -

কিন্তু ব্যাকুলতার ক্ষেত্রে বিপত্তারণ রূপে আল্লাহই যে যথেষ্ট এবং এই যথেষ্টতায় রছুলুল্লাহর (দঃ) যে কোন অংশ নাই, আয়তটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ যিনি ইষ্ট সিদ্ধির অধিকারী এবং যাঁহার আশ্রয় সকল প্রয়োজন ও মংগলামংগলের পক্ষে যথেষ্ট এবং যিনি একমাত্র নির্ভরযোগ্য তিনি শুধু মহিমান্বিত বিশ্বপতি আল্লাহ। কোরআনের একাধিক স্থানে এই পরম সত্যকে প্রকট করা হইয়াছে। ছুরত-আলে-ইমরানে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা মুছলমান-দিগকে বলিল, মক্কা-বাসীরা তোমাদের সহিত সংগ্রামের— উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্য-বাহিনীর সমাবেশ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের ভয় কর। তাহাদের এই কথা শুনিয়া মুছলমানদের ঈমান আরো বর্ধিত হইয়া গেল, আর তাহারা বলিল আল্লাহই আমা-দের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি আমাদের পরম গতি ও উত্তম উপলক্ষ—১৭৩ আয়ত।

الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل -

ছুরত আল্ আন্‌ফালে বলা হইয়াছে, হে নবী (দঃ), আল্লাহ আপ-নার জন্য যথেষ্ট এবং মুমিনগণের মধ্যে— যাহারা আপনার অনুসরণকারী তাহাদের জন্যও— ৬৪ আয়ত।

يا ايها النبى حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين -

কোরআনের ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ আয়তের অন্তরভুক্ত 'মন্' পদটিকে "আল্লাহ" পদের সহিত সংযোজিত (عطف) করিয়াছেন এবং এই ভাবে আয়তের মতলব দাঁড়াইতেছে— হে নবী, (দঃ) আপনার জন্য আল্লাহ এবং আপনার মুমিন অনু-সরণকারীগণ যথেষ্ট। কিন্তু এই ব্যাখ্যার ভ্রান্তি এরূপ সুস্পষ্ট যে, তাহা প্রতিপন্ন করার জন্য কষ্ট স্বীকার করার আদৌ প্রয়োজন হয় না। কারণ এই ব্যাখ্যা কোরআনের সর্বসম্মত তওহীদের আকীদার প্রতি-কূল। কোরআনে বজ্র নির্ঘোষে বিঘোষিত হইয়াছে, আল্লাহ কি তাঁহার 'আব্দে'র জন্য যথেষ্ট নহেন? —আয্‌যুমর ৩৬, আয়ত।

الليس الله بكاف عبده -

আবাদীইয়তের তাৎপর্য

'আব্দ' হইবার তাৎপর্য দ্বিবিধ— প্রথম, মুআব্বদ। দ্বিতীয়, আবিদ। মুআব্বদ আল্লাহর সমুদয় অভিপ্রায় ও ব্যবস্থার অনুসরণকারী। এরূপ একান্ত বাধ্য উপায়হীন ক্রীতদাস যে আল্লাহর— ব্যবস্থা ও নির্দেশের সম্মুখে প্রকৃতিগত ভাবে সে অব-নত মস্তক হইয়া রহিয়াছে। তাহার সমুদয় অবস্থা-কে আল্লাহর যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে সেই ভাবে তিনি ভাংগিতেছেন ও গড়িতেছেন এবং যদৃচ্ছ ভাবে তাহা পরিবর্তিত করিতেছেন।

প্রাকৃতিক আনুগত্যের তাৎপর্য

উল্লিখিত তাৎপর্যের দিক দিয়া নিখিল ভুবনের প্রত্যেকটি, অণু ও পরমাণু সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম-বিহীন ভাবে আল্লাহর 'আব্দ'। সাধু, অসাধু, মুমিন, কাফির,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরহেযগার, পাপী, বেহেশ্‌তী ও দুযখী সকলেই—তুল্যভাবে আল্লাহর 'আব্দ'। কারণ আল্লাহ তাহাদের সকলেরই প্রভু, সকলেরই অধিপতি এবং স্রষ্টা। তাঁহার অভিপ্রায় এবং বিধানের চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা কাহারো নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সাধিত হইয়া থাকে। ত্রিভুবনের সকল অধিবাসী যতই প্রতিবাদ করুক, যতই বাধাদানের চেষ্টা করুক তাহার ইচ্ছা ও বিধান পূর্ণ হইবেই। কিন্তু যে বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা হইবেনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অধিবাসী একক ও সম্মিলিত ভাবে যতই গভীর ও ঐকান্তিক আকাংখা প্রকাশ করুক না কেন তাহা সংঘটিত হইবার নয়। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক আনুগত্যের বিধান। এই প্রাকৃতিক বিধান অথবা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কেই ছুরত আ'লে-ইমরানে উক্ত হইয়াছে যে, ইহারা কি—আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনের—কামনা করিতেছে?

افغير دين الله يبغون ؟ وله اسلم من في السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون —

অথচ উর্ধগগণ সমূহ আর ভূপৃষ্ঠের সমস্তই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় বিশ্বাধিপতির কাছে ইছলাম আনিতে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সমস্তই তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে—৮৩ আয়ত।

বর্ণিত আয়তে আল্লাহর দ্বীন এবং ইছলামের বিধান বলিতে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান ও নিয়ম বুঝাইবে। সুতরাং বিশ্বের অধিপতি আল্লাহ সকলেরই প্রতিপালক, সকলেরই স্রষ্টা, সকলেরই অন্নদাতা,—সকলেরই প্রাণদানকারী এবং মৃত্যুর অধিকারী; সকলেরই অন্তর তিনি আকর্ষণ করেন এবং সকলেরই অবস্থা ও পরিণতির মধ্যে যদৃচ্ছ ভাবে রদবদল—ঘটাইয়া থাকেন। দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই রব্ব এবং স্রষ্টা এবং অধিপতি নাই। একথা কেহ স্বীকার করুক অথবা না করুক আর এই অবিসম্বাদিত সত্য কাহারো কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া থাকুক অথবা না হইয়া থাকুক, আল্লাহর প্রভুত্বে এবং সৃষ্ট জীবের দাসত্বে ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন উপায় নাই।

আবাদীইয়তের এই পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানদার ও বেঈমান সকলেই সমান। কিন্তু অতঃপর দুই দলের পথ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং উভয়ের মধ্যভাগে একটি সীমারেখা অংকিত হইয়া পড়ে। যে পরম সত্য বিধানের কথা উল্লিখিত হইল ঈমানদারের দল তাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে অনুভূতিশীল। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর কন্দরে এ অনুভূতির প্রতি সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল অন্ধ ঈমানের জ্যোতি হইতে বঞ্চিত, তাহারা উল্লিখিত সত্যতা সম্পর্কে যথোপযোগী জ্ঞানসম্পন্ন নহেন। পক্ষান্তরে অজ্ঞতা সত্ত্বেও উল্লিখিত বিধানের বাস্তবতা ও সত্যতাকে অহংকার ভরে অস্বীকার করিয়া—থাকেন। যিনি প্রকৃত প্রভু তাঁহার বিরুদ্ধে তাহাদের নিজস্ব প্রভুত্বের পতাকা তাহারা সদম্ভে—উত্তোলিত করিয়া থাকেন। বিশ্ব অধিপতির সম্মুখে প্রণতি ও ন্যূনতা প্রকাশ করার পরিবর্তে দম্ভভরে রুখিয়া দাঁড়ান। কিন্তু ইহাদেরও বৃহত্তম অংশের অন্তকরণ চুপি চুপি একথার সাক্ষ দিতে বিরত হয় না যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তাহাদের স্রষ্টা এবং অন্নদাতা। সত্যের অস্বীকারকারী উভয় দলই ঈমান ও কুফরের দিক দিয়া সমপর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তরভুক্ত সত্যদ্রোহীদলের গোপন অনুভূতি ও—বোবা স্বীকৃতি তাহাদের বে-ঈমানী অবস্থার কোন পরিবর্তনই ঘটাইতে পারেনা। কারণ অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহের সংগে সংগে 'সত্য পরিচয়' ঈমানের লক্ষণ এবং মুক্তির কারণ নয়। পক্ষান্তরে এই অবস্থা—আল্লাহর ক্রোধ এবং দণ্ডের অধিকতর নিমিত্ত হইয়া থাকে। ফির্‌আওন ও ফির্‌আওনী গোষ্ঠি সম্পর্কে কোরআনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদিও তাহাদের অন্তঃকরণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সত্যতা সম্পর্কে আস্থাশীল—ছিল, কিন্তু তাহা

وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين —

সত্ত্বেও স্বৈরাচার ও দম্ভভরে তাহারা সেকথা অস্বীকার করিয়াছিল। এখন দেখ এই শান্তিভংগকারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দলের কিরূপ পরিণতি ঘটিল—আন্‌নমল, ১৪ আয়ত।

যাহারা মনে মনে সত্যের পরিচয় লাভ করা সত্ত্বেও দম্ভ অথবা স্বার্থের আকর্ষণে সত্যকে প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হয়না, এই পীড়ায় পীড়িত আহ্‌লে-কিতাবদের সম্বন্ধে ছুরত আল্‌বাকারায় আল্লাহ বলিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে—

যাহাদিগকে আমরা	الذين آتيناهم الكتاب
গ্রন্থ দান করিয়াছি-	يعرفونه كما يعرفون
লাম, তাহারা তাহা-	ابناءهم وان فريقا منهم
দের ঔরসজাত পুত্র-	ليكتمون الحق وهم
দিগকে যেরূপ সহজে	يعلمون -

চিনিতে পারে, তাহারা কোরআনের ধারক ও বাহক হযরত মোহম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) দাবী ও আহ্বানের সত্যতাকেও সেইরূপ সংশয়াতীতভাবে চিনিয়া—থাকে। কিন্তু এই গ্রন্থধারীগণের মধ্যে এমন একটি দল রহিয়াছে, যাহারা জ্ঞাতসারেই সত্যকে গোপন করিতে অভ্যস্ত—১৪৬ আয়ত।

রছুলুল্লাহ (দঃ) অমান্যকারীদের হঠকারিতা দর্শন করিয়া যখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন তখন আল্লাহ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াই সান্ত্বনা দিয়াছি-

লেন যে, দেখুন,—	فانهم لايكذبونك ولكن
ইহারা আপনাকে	الظالمين بايات الله
মনে মনে মিথ্যাবাদী	يجحدون -

জানেনা, কিন্তু সীমালংঘনকারীর দল আল্লাহর—নিদর্শন সমূহের সহিত হঠকারিতা করিতেছে—আল-আনআম, ৩৩ আয়ত।

ফলকথা মানুষের স্বীয় স্রষ্টা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু স্বীকৃতি যে, তিনি তাহার প্রতিপালক এবং সকল অবস্থায় সে তাঁহার মুখাপেক্ষী—আদৌ যথেষ্ট নয়, কারণ ইহা আল্লাহর রবুবীয়ত বা 'প্রতিপালন' গুণের সহিত সম্পর্কিত ইবাদতের স্বীকৃতিমাত্র। এই শ্রেণীর বান্দারা তাহাদের প্রকৃত প্রভুর সম্মুখে আবশ্যক মত ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করিয়া থাকে। আপদ বিপদে তাঁহার কাছে কাঁদাকাটিও করে। তাঁহার উপর কতকটা নির্ভরশীলও হইয়া থাকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশ নিষেধের অনুসরণ—ব্যাপারে সে সব সময় দৃঢ় থাকিতে পারেনা। কখন কতক আদেশ সে মানিয়া চলে আবার কখনও কতক নিষেধ সে অগ্রাহ্য করিয়া বসে। কখনও বা আল্লাহর আছে প্রণত হয় আর কখনও বা ঠাকুর প্রতিমা, দরগাহ ও কবরের সম্মুখে তাহাকে দণ্ডবৎ করিতে দেখা যায়। সুতরাং এই ধরণের ইবাদত অর্থাৎ যে ইবাদত শুধু আল্লাহর রবুবীয়তের অনুভূতি ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ইবাদত দ্বারা কোন ব্যক্তির বিশ্বাসপরায়ণ হওয়ায়—মীমাংসা করা যাইতে পারেনা। অধিকন্তু এবম্বিধ বিশ্বাসকে বেহেশ্‌তী ও দুযখীর সীমারেখারূপেও গণ্য করা চলিতে পারেনা। কোরআনে স্পষ্টতঃ কথিত-

হইয়াছে যে, তাহা-	وما يؤمن اكثرهم بالله
দের অধিকাংশই	الا وهم مشركون -

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে অপরাপরকেও তাহারা আল্লাহর প্রভুত্বে অংশী করিয়াছে—ইউছুফ ১০৬ আয়ত।

বহু ঈশ্বরবাদীর দল অতীতে ও বর্তমানে কোন দিন আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও অন্নদাতা বলিয়া অস্বীকার করে নাই আর কোরআনেও কোনদিন তাহাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উপস্থিত করা হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহকে স্রষ্টা ও প্রতিপালকরূপে স্বীকার করেনা কেন? দ্বৈতবাদী, ত্রিত্ববাদী ও বহু ঈশ্বর-বাদীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ যে অভিযোগ কোরআনে সমুপস্থিত করিয়াছেন, তাহা এই যে, আল্লাহকে সৃষ্টি ও স্থিতির কর্তা জানিয়া এবং স্বীকার করিয়াও তাঁহার আরাধনা ও প্রভুত্বে তাহারা অপরকেও অংশীদার করে কেন? আল্লাহ বলেন, হে রছুল,

(দঃ) আপনি যদি	ولئن سالتهم من خلق
এই বহু ঈশ্বরবাদী-	السموات والارض وسخر
দিগকে জিজ্ঞাসা	الشمس والقمر؟ ليقولن
করেন যে, ঊর্ধজগত	الله !

সমূহের এবং ধরিত্রীর স্রষ্টা কে? আর সূর্যচন্দ্রকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে কে? তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে—আল্লাহ! আল-আন্‌কাবুত, ৬১ আয়ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছুরত আল মু'মেনুনে আরো বিশদরূপে কথিত হইয়াছে, হে রছুল আপনি উহাদের জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বল দেখি, এই ধরণী এবং উহার পৃষ্ঠে যে সমস্ত বস্তু রহিয়াছে এগুলি কাহার অধিকার-ভুক্ত? তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, আল্লাহর! আপনি, বলুন, তবুও কি তোমাদের চৈতন্য হয়না? আপনি জিজ্ঞাসা করুন, ঊর্ধগগন-সপ্তক এবং মহিমান্বিত আরশের অধিপতি কে? তাহারা অচিরাৎ উত্তর করিবে, আল্লাহ! আপনি বলুন, তথাপি কি তোমরা সমীহ করিবেনা? আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কাহার হস্তে সমুদয় বস্তুর সার্বভৌমত্ব রহিয়াছে? কে সকলকেই আশ্রয় দান করিয়া থাকেন? কাহার বিরুদ্ধে ত্রিভুবনে কোনো আশ্রয় নাই? বল, যদি তোমরা অবগত থাক। তাহারা অবিলম্বে উত্তর করিবে আল্লাহর জন্যই সকল সার্বভৌমত্ব। আপনি বলুন, তবে কেমন—করিয়া তোমরা দিশাহারা হইতেছ? —৮৪—৮৯ আয়ত।

قل لمن الارض و من فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ! قل افلا تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ! قل افلا تتقون ؟ قل من بيده ملكوت كل شئ و هو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ! قل فانى تسحرون ؟

বিশ্বপতি আল্লাহর রবুবীয়তের গুণ এরূপ একটি স্বতঃসিদ্ধ পরমসত্য যে, অল্পস্বল্প বিবেচনা বুদ্ধিও যাহার ঘটে রহিয়াছে, সে ইহা অস্বীকার করিতে পারেনা। এই স্বভাবসিদ্ধ সত্যতাকে উপলব্ধি করার জন্য সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন হয়না। আল্লাহর অনুগত সত্যকার মুছলিমরাই কেবল এই পরম সত্যের সন্ধান লাভ করে নাই। ইহা প্রকৃতির বর্মস্থলের নিঃশব্দ গুঞ্জন। সর্বাপেক্ষা অভিশপ্ত এবং বিদ্রোহীও তাহার অন্তরবীণায় এই উদাত্ত ঝংকারকে রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। বিতাড়িত—শয়তান তাহার অভিশাপের দণ্ড শ্রবণ করার সংগে সংগে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল,

رب فانظرنى الى يوم يبعثون !

হে আমার রব্ব, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আপনি আমাকে অবসর দান করুন—আল হিজর, ৩৬ আয়ত।

আল্লাহর রবুবীয়তের স্বীকৃতির সংগে সংগে শয়তান ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, সকল গৌরবের অধিকারী এবং যাঁহার গৌরবের শপথ করা চলিতে পারে এবং যিনি সকল আশিস ও অভিশাপের অধিকারী, তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই নহেন। ছুরত আল হিজরের উক্ত আয়ত দ্রষ্টব্য।

আবার দুষখীরা দুষখে গমন করার পরও আল্লাহর এই রবুবীয়তকে অস্বীকার করিতে পারিবেনা। ছুরত আল আনআমে দুষখীদের বিলাপ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের ঘাড়ে আমাদের বদ্-বখ্তী চাপিয়া বসিয়াছিল, তাই আমরা পৃথিবীতে পথহারা জাতিতে পরিণত হইয়াছিলাম। তাহাদিগকে যখন তাহাদের স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে দাঁড় করান হইবে, হে রছুল (দঃ), তাহাদের তৎকালীন অবস্থা যদি আপনি দেখিতে পাইতেন! আল্লাহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের এই দুর্ভোগ কি সত্যবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তাহারা বলিবে, নিশ্চয় হে আমাদের প্রভু?—৩০ আয়ত।

ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين — ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ! قال اليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى و ربنا !

টমাস পেইনের মত কিম্বা আরো বড় বড় দার্শনিক ও কবিদের মত যাহারা আল্লাহর এই প্রাকৃতিক রবুবীয়তের সীমা অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং প্রাকৃতিক আবাদীইয়তের মনযীল পার হইয়া রছুলগণের নির্দেশিত শরয়ী আবাদীইয়তের পথে আগুয়ান হননাই অর্থাৎ 'ইলাহী—'রবুবীইয়তে'র সংগে সংগে 'ইলাহী—মাবুদীইয়তে'র পন্থা অবলম্বন করেন নাই,

www.ahlehadeethbd.org

ইব্‌লীছ এবং নরকবাসীগণের ঈমান ও বিশ্বাসের তুলনায়, তাহাদের ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকতর মূল্য দেওয়া যাইতে পারেনা। এই এইয়্যাকা না'বুদো (اياك نعبد) আয়তে কথিত ইবাদতের স্বীকৃতি ও রূপায়ণ ব্যতীত— যাহারা এরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া থাকে যে, তাহারা আল্লাহর 'খাছবান্দা' 'ওলীউল্লাহ'— এবং সিদ্ধপুরুষ বনিয়া গিয়াছে এবং শরীঅতের আদেশ ও নিষেধের বিধান তাহাদের উপর প্রযোজ্য নয়, তাহাদের অবস্থা কাফির ও নাস্তিকদের অবস্থা অপেক্ষাও জঘন্য এবং তাহারা উপরিউক্ত অমান্যকারী দল অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট। এইভাবে যদি কেহ মনে করে যে, হযরত খিযির অথবা অন্য কোন ব্যক্তি শরীঅতের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা আল্লাহর অভিপ্রায় এবং সৃষ্টির গুপ্তরহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার এই ধারণা নিরীশ্বরবাদী ও বহু ঈশ্বরবাদীদের অলীক ও কাল্পনিক উক্তি অপেক্ষাও অধিকতর বাতিল এবং বাহুল্য বিবেচিত হইবে।

ফলকথা, এযাবৎ 'আব্দ' ওআবাদীইয়তের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তদনুসারে প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর 'আব্দ'। নবী, ওলী ও মুমিনের মত উল্লিখিত তাৎপর্য অনুযায়ী অভিশপ্ত শয়তানও আল্লাহর 'আব্দ'। কিন্তু যতক্ষণ না মানুষ এই মনযীলকে অতিক্রম করিয়া আবাদীইয়তের দ্বিতীয় তাৎপর্যের 'আব্দ' পরিগণিত না হইবে শুধু এই আবাদীইয়ত মুক্তি ও পারলৌকিক ঋদ্ধির পক্ষে তিলার্ধও উপকারী হইবে না।

আব্দের দ্বিতীয় তাৎপর্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'আব্দের' আর একটি তাৎপর্য হইতেছে 'আবিদ'। অর্থাৎ বান্দা শুধু— আল্লাহরই ইবাদত করিবে, অন্য কাহারও সম্মুখে মস্তক অবনত করিবেন', তাঁহার এবং তদীয় রছুলগণের আদেশ প্রতিপালন করিবে, আল্লাহর অনুগত সাধু-সজ্জনগণের সংগে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখিবে, তাঁহার অবাধ্য ও বিদ্রোহীগণের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। 'আব্দের' এই ব্যাখ্যাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা শুধু আল্লাহর 'রবুবীইয়ত' বা প্রতিপালন কর্তৃত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহার ইবাদত—আরাধনা এবং আনুগত্যে রত থাকেনা, অথবা আল্লাহর ইবাদত করিলেও অপরাপর 'ইলাহের'ও ইবাদতে রত থাকে— এরূপ ব্যক্তি 'আবাদীইয়তে'র অন্তরভুক্ত নয়। কারণ কাহাকেও— 'ইলাহ' মান্য করার অর্থ এই যে, অন্তঃকরণে গভীর অনুরাগ, আগ্রহ, পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম এবং আশা ও ভয়, ধৈর্য ও সন্তোষ, বিনয় ও নির্ভরতার ভাব লইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া, সুতরাং যখন আল্লাহকে ছাড়া কোন ব্যক্তির অন্য কাহাকেও 'ইলাহ' ধরিবার তাৎপর্য দাঁড়াইতেছে, সে ব্যক্তি স্বীয় 'উবুদীইয়তে'র অনুভূতি এবং আগ্রহ ও প্রেমের প্রেরণাকে বিভক্ত করিয়া ফেলিতেছে। বরং সুক্ষ্মভাবে লক্ষ— করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি সচারচর আল্লাহর পরিবর্তে 'গায়রুল্লাহ'র সম্মুখেই তাহ'র আরাধনা, আনুগত্য ও অনুরাগের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

'আবাদীইয়ত' ও 'ইবাদতে'র উল্লিখিত ভাব আল্লাহর অন্যতম গুণ 'ইলাহীয়তের' সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ যেহেতু একমাত্র তিনিই 'ইলাহ', সুতরাং ইবাদতের একমাত্র তিনিই অধিকারী। এই ইবাদতই আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং ইহার জন্যই মানুষ পুরস্কৃত হইবে। তিনি স্বীয় বান্দাগণের নিকট হইতে এই দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতই দাবী করিয়াছেন এবং ইহাকেই তিনি স্বীয় সাধু ও বিশিষ্ট বান্দাগণের বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহারই প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত তিনি স্বীয় 'সংবাদবাহীদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিতেন। ইহার সমকক্ষতায় 'আব্দ' ও 'আবাদীইয়'তের বর্ণিত প্রথম তাৎপর্যের সহিত আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন সম্পর্কই নাই। এই 'আবাদীইয়তে' সকলেই সমান। এঅর্থে একজন কাফিরও যেমন আল্লাহর আব্দ, একজন মুমিনও ঠিক তাহাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রাকৃতিক ও শরয়ী তাৎপর্যে পার্থক্য না করার ফলাফল

ইবাদতের উল্লিখিত দ্বিবিধ তাৎপর্যের বিরাট পার্থক্য হৃদয়ংগম করার পর 'শরয়ী-সত্যতা'—(Revealing Truth) ও 'প্রাকৃতিক-সত্যতা'র—(Natural Truth) মধ্যে এবং এতদুভয়ের জ্ঞান ও স্বীকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শরয়ী বা দ্বীনি সত্যতা আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত এবং শরীঅতের সহিত সম্পর্কিত। ইহাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপলক্ষ। ইহার মান্যকারীগণকে তিনি স্বীয় বন্ধুত্ব এবং বিলায়তের গৌরবমণ্ডিত ছনদ (Diploma) প্রদান করিয়া থাকেন আর প্রাকৃতিক বাস্তবতার সম্পর্ক শয়তানের ওলীদের সহিত যেরূপ, 'রহমানে'র ওলীদের সংগেও তদ্রূপ। কোন ব্যক্তি যদি শুধু প্রাকৃতিক সত্যতা (Natural Truth) গুলি স্বীকার করিয়া লইয়া থামিয়া যায় এবং অধিকতর অগ্রসর হইয়া 'শরয়ী-সত্যতা'র জ্ঞান ও অনুভূতিকে নিজের ভিতর দিয়া রূপায়িত না করে, তাহাহইলে এরূপ ব্যক্তি শয়তানের দলভুক্ত। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক-সত্যতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সংগে সংগে কোন ব্যক্তি যদি 'শরয়ী-সত্যতা'গুলির প্রভাবও মানিয়া লয় কিন্তু সেগুলিকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়া না চলে, তাহাহইলে এরূপ ব্যক্তি অসম্পূর্ণ মুমিন এবং আল্লাহর আংশিক পূজারী রূপে আখ্যাত হইবে। যে পরিমাণ দ্বীনী সত্যতাকে সে এড়াইয়া চলিবে অথবা অস্বীকার করিবে, তাহার ঈমানও সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত ও কীটদষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে। এই বিষয়টি অতিশয় সূক্ষ্ম অথচ অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে আসিয়া বহু বিদ্বান, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও সাধকের পা পিছলাইয়া গিয়াছে। এই গিরি-সংকটে পৌঁছিয়া তাঁহারা সত্যপথ হইতে বহু—দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। পাকিস্তানের আইন রচনার প্রাক্কালে যে যুগান্তকারী উদ্দেশ্য-প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহার অন্তরভুক্ত "আল্লাহর সার্বভৌমত্বে'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে একদল বিদ্বান স্বয়ং ভ্রান্তপথে চলিয়া পৃথিবীর অপরাপর ব্যক্তিকে—যেভাবে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছেন—'প্রাকৃতিক-বাস্তবতা' ও 'শরয়ী-বাস্তবতার' মধ্যে পার্থক্য না করিতে পারাই তাহার প্রধানতম কারণ। এই স্থানে পৌঁছিয়া তরীকতপন্থী অনেক বড় বড় ইমামও দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন। অথচ সত্যানুসন্ধিৎসা এবং তওহীদ ও মা'রিফতের রহস্য ভেদকারীরূপে তাঁহারা ভুবন বিখ্যাত। এই কথার দিকেই হযরত শয়খুল মশায়েখ ইমাম আবদুল কাদের জীলানী ইংগিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বহু-ব্যক্তি যখন তকদীরের নিকট উপনীত হন, অর্থাৎ আল্লাহর অভিপ্রায়ের সন্দর্শন লাভ করেন, তখন সেইখানেই থামিয়া যান। কিন্তু আমার অবস্থা সেরূপ নয়, পক্ষান্তরে আমি যখন ঐস্থানে পৌঁছিলাম তখন আমার সম্মুখে একটি জানালা উদ্ঘাটিত হইল। আমি সত্যের জন্য সত্য সহকারে সত্য অর্থাৎ আল্লাহর অদৃষ্টের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম যে ব্যক্তি অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করে, সেই ব্যক্তি সত্যকার পুরুষ আর যে অদৃষ্টের পদতলে অস্ত্র—সমর্পণ করে, সে পুরুষ নয়। ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ বলেন যে, শয়খ (রহঃ) যাহা বলিয়াছেন, আল্লাহ এবং তদীয় রছুলও তজ্জন্য আদেশ করিয়াছেন—কিন্তু বহুব্যক্তির এই স্থানে বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে এবং সত্যপথ হইতে তাঁহারা দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, ইবনে তয়মিয়াহ (২) ৩০৮ পৃঃ।

وان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا الا انا — فانى اقتحمت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر!

'ছুলুকের' সাধকগণ যখন তাঁহাদের সাধনার বিভিন্ন স্তরগুলি অতিক্রম করিতে করিতে "তকদীরে-ইলাহীর" কাছাকাছি গিয়া পৌঁছেন আর সে স্থানে এরূপ বিভিন্ন পাপতাপ ও অপরাধ, এমনকি শির্ক ও কুফরের ন্যায় (বহু ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বর বাদ) মহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাপ পর্যবেক্ষণ করেন, যেগুলি তাঁহার অথবা— অন্যের তক্দীরে অবধারিত হইয়াগিয়াছে, আর যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, উপরিউক্ত অপরাধ ও পাপগুলি আল্লাহর অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশক্রমেই সংঘটিত হইবে, অর্থাৎ আল্লাহর রবূবীয়তের নির্দেশ এবং অভিপ্রায়ের অধীনে সেগুলি সংঘটিত হইবে—তাঁহার সন্তুষ্টির অধীনে নয়, তখন উল্লিখিত শ্রেণীর—সাধকবর্গ এই ধারণায় ভ্রমান্ধ হইয়া যান যে, এখন আর আমাদের করণীয় কিছুই নাই বরং আল্লাহর নির্দ্ধারণে যাহা মীমাংসিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে নত মস্তক এবং সন্তুষ্ট হইয়া যাওয়াই দ্বীন, শরীঅত, ইবাদত ও তরীকতের তাৎপর্য।

ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, এরূপ ধারণা কতদূর মারাত্মক এবং ভয়াবহ! কারণ বহু ঈশ্বরবাদীগণ তাহাদের প্রতিপক্ষগণের সম্মুখে এই যুক্তি প্রদর্শন করিত যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমারা কদাচ শির্ক করিতামনা আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরাও করিতনা এবং আমরা কোন বস্তুকে হারাম বলিয়া নির্ধারিত করিয়া লইতামনা—আল-আন্আম, ১৪৯।

سيقول الذين اشركوا لوشاء الله ماأشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء —

তাহারা একথাও বলিত যে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহাহইলে আমরা কদাচ এই প্রতিমাগুলির ইবাদত করিতাম না— আয্যুখরুফ, ২০।

وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدنا هم —

তাহারা একথাও বলিতে ত্রুটি করিত না যে, যাহাদের আল্লাহ ইচ্ছা করিলে স্বয়ং ভোজন করাইতেন, সেই ক্ষুধার্ত দলকে আমরা ভোজন করাইব কেন? ইয়াছীন, ৪৭।

انطعم من لو يشاء الله اطعمه —

এই আয়তগুলির সাহায্যে সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, মুশরিকের দল তাহাদের পাপাচরণের জন্য আল্লাহর তক্দীরকেই দায়ী করিত এবং বিভ্রান্ত মা'রেফতপন্থী দলও তাহাদেরই অন্ধ অনুসরণে অদৃষ্টের মন্যিলে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শির্ক ও অন্যান্য সর্ববিধ পাপাচরণে সন্তুষ্ট থাকার কার্যকে ঈমান ও হিদায়ত বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অদৃষ্টের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর অভিপ্রায়ের সম্মুখে নতমস্তক হওয়ার সঠিক তাৎপর্য যাহা, তাহা এই মূর্খ নিরীশ্বরবাদী দলের ন্যায় বিভ্রান্ত মা'রেফতী দলও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তক্দীরকে বিশ্বাস করার তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, কোন বিপদ আমাদের—উপর আপতিত হইলে আমরা যেন দিশাহারা না হই আর সমস্তই যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটিয়া থাকে একথার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া সর্ববিধ কষ্ট ও বিপদকে সহ্য করিয়া লইতে অক্ষম না হই। ছুরত আত্তাগাবুনে কথিত হইয়াছে যে, যে কোন বিপদে যে কোন মানুষ আক্রান্ত হইয়াছে, আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি—আল্লাহর প্রতি ঈমান-সম্পন্ন, আল্লাহ— তাহার অন্তঃকরণকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়া থাকেন—১১।

ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ! ومن يؤمن بالله يهد قلبه —

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান সম্পন্ন"—বাক্যের ব্যাখ্যায় প্রাথমিক যুগের বিদ্যানগণ বলিয়াছেন, পার্থিব বিপদে আক্রান্ত হইলে যাহাদের—মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত হইয়া উঠে যে, যাবতীয় দুঃখ কষ্টই আল্লাহর দান, এই বিশ্বাস মানসপটে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিমল শান্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

ছুরত-আলহাদীদের আর একটি আয়তে উপরিউক্ত বিষয় অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আল্লাহ বলেন, ধরিত্রী বক্ষে এবং স্বয়ং তোমাদের উপর যেকোন বিপদ পতিত হউক না—কেন, দৃশ্যমান জগতকে আমরা সৃষ্টি—করার পূর্বেই সেগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাইযে, ইহা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজ। তোমরা—

ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير — لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উত্তমরূপে অবহিত হওযে, তোমাদের দুঃখ ও কষ্টের অন্তর্নিহিত কারণ, যাহা তোমরা হারাইয়াছ তজ্জন্য তোমরা যেন দুঃখে মুহ্যমান না হও এবং যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ, তজ্জন্য যেন তোমরা আনন্দে অধীর হইয়া না উঠ,—২৩।

বুখারী ও মুছ্‌লিম স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আদম ও হযরত মুছার মধ্যে বিতর্কের এক চমৎকার বিবরণ রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। হযরত মুছা হযরত আদমকে বলিলেন, আপনিই না সেই আদম, যাহাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছিলেন আর আপনার প্রতিমায় তাঁহার রূহ ফুঁকিয়াছিলেন? ফেরেশ্‌তাগণ কর্তৃক আপনাকে ছিজ্‌দা করাইয়াছিলেন এবং সমুদয় বস্তুর নাম ও তাৎপর্য আপনাকে শিখাইয়াছিলেন? এসব সত্ত্বেও আপনি আমাদিগকে আর স্বয়ং নিজেকে বেহেশ্‌তের বাগীচা হইতে বহিস্কৃত করিলেন কেন? হযরত আদম উত্তর দিলেন, তুমিই না সেই মুছা, যাঁহাকে আল্লাহ স্বীয় বাক্যালাপ দ্বারা গৌরবান্বিত করিলেন, যাহাকে স্বীয় পয়গামের ধারক এবং প্রচারক পদে নিয়োজিত করিলেন? যাহাকে আল্লাহ নবুওতের মহিমা মণ্ডিত আসনে সমাসীন করিলেন? অথচ তুমি কি ইহা অবগত নও যে, বেহেশ্‌ত হইতে বহির্গত হইবার মীমাংসা আমার সৃষ্টির পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল? মুছা বলিলেন, একথা সত্য! বিতর্কের বিবরণী প্রদান করার পর রছুলুল্লাহ (দঃ) তদীয় সহচর বৃন্দকে বলিলেন, এই বিতর্কে হযরত আদম মুছাকে পরাস্ত করিয়াছেন, বুখারী (৪) ১৫৮ পৃঃ।

ইহা লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, হযরত মুছার প্রশ্নের জওয়াবে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে হযরত আদম স্বীয় অদৃষ্টের কথা উচ্চারণ করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া মূর্খ ও পাপীদের কার্য। যদি অদৃষ্টকে পাপাচরণের কৈফিয়ত স্বরূপ উপস্থিত করা সংগত হইত, তাহা হইলে সমুদয় কাফির এবং আ'দ ও ছমুদ প্রভৃতির ন্যায় পথহারা ও অভিশপ্ত জাতিবর্গ এমন কি স্বয়ং ইবলীছকেও নিরপরাধ জ্ঞান করা উচিত হইত, কারণ তাহাদের আচরণগুলি আল্লাহর অভিপ্রায় সূত্রেই সংঘটিত হইয়াছিল।

এই স্থলে হযরত মুছার প্রশ্নের ভঙ্গিমার দিকেও মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। তিনি আদমকে তাঁহার অপরাধের জন্য ভর্ৎসনা করেন নাই, কারণ হযরত আদমের অপরাধ পূর্বেই ক্ষমা করা হইয়াছিল এবং তিনি ক্ষমা, হিদায়ত ও নবুওতের ত্রিবিধ গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। মুছা হযরত আদমকে শুধু এই বিপদের জন্যই তিরস্কার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পদস্খলনের ফলেই বিশ্বমানবকে পার্থিব দুঃখের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি শুধু বলিয়াছিলেন যে, আপনি আমাদিগকে স্বর্গোদ্যান হইতে বহিস্কৃত করিলেন কেন? একথার সমুচিত জওয়াব যাহা, হযরত আদম তাহাই প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার পদস্খলন ও তজ্জনিত শাস্তি উভয় ব্যাপারই আল্লাহর মীমাংসার দফ্‌তরে আমার সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং যে দুঃখ তক্‌দীরে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত তাহা সহিয়া যাওয়াই কর্তব্য। আল্লাহকে স্বীয় রব্ব মান্য করার ইহাই হইতেছে মূল্য ও মান। ইহারই নাম আত্মসমর্পণ ও সন্তোষ এবং ইহাই পূর্ণ ঈমানের নিদর্শন। কোরআনে পুনঃ পুনঃ মুছলমানগণের নিকট হইতে এই বস্তুই দাবী করা হইয়াছে। ছুরত আলমু'মেনে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ)'কে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে,— فاصبر ان وعد الله حق . واستغفر لذنبك – অতএব আপনি বিপদে ধৈর্য ধারণ করুন আর বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অলংঘনীয় এবং আপনি স্বীয় ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন—৫৫ আয়ত। ছুরত-আলেইম্‌রানে উক্ত হইয়াছে যে, যদি তোমরা হে মুছলিম সমাজ, ধৈর্যধারণ করিতে পার এবং আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল, তাহা- وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا – হইলে ইছলামের শত্রুদলের চালবাজী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে

www.ahlehadeethbd.org

পারিবেনা—১২০ আয়ত। হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে যে সকল হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি বিষয় ছিল, তোমার উপর যে দুঃখই আপতিত হউক না কেন, তুমি তজ্জন্য ধৈর্য অবলম্বন কর, কারণ ইহা মহত্তম কার্যের অন্তর্ভুক্ত—লোকমান, ১৭। واصبر على ما اصابك - ان ذلك من عزم الامور-

ফলকথা, বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য ও আত্মসমর্পণের রীতি অনুসরণ করাই সত্যকার মুছলিমের কর্তব্য। ইহাই তক্দীরের প্রতি ঈমান স্থাপন করার তাৎপর্য্য। ইহাকেই বলে আল্লাহর অভিপ্রায়ের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁহার পবিত্র অভিরুচিতে সন্তুষ্ট থাকা। কিন্তু ইহার বিপরীত কোন পাপে আক্রান্ত হইলে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে আন্তরিক ঘৃণার সহিত উক্ত পাপ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া এবং আত্মসমর্পণের পরিবর্তে উহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই মুছলিম জীবনের অবশ্য কর্তব্য। যদি দৈবাৎ পাপাচরণের পংকিল কালিমায় কাহারও পদস্খলন ঘটিয়াও যায়, তজ্জন্য প্রকৃত মুছলিম বান্দাকে তদীয় প্রভুর সম্মুখে অনুতপ্ত হৃদয়ে উক্ত পাপের নিমিত্ত অনুশোচনা করিতে হইবে এবং তওবা ও ইছ্‌তিগ্‌ফারের তপ্ত অশ্রু দ্বারা পাপের পুরীষকে বিধৌত করার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এই ভাবে যদি কোন মুছলিম অপর কাহাকেও আল্লাহর অবাধ্যতায় প্রবৃত্ত দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহাকে স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে উহার প্রতিরোধ কল্পে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কোন স্থানে কোন পাপ ও অত্যাচার পরিদৃষ্ট হইলে তাহা নিবারণ করার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে আর যাহারা পাপাচরণ ও অত্যাচারের পৃষ্ঠপোষক, তাহাদের সহিত শুধু আল্লাহর জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সদাচার ও সত্যপরায়ণতাকে শ্রদ্ধা করিতে এবং সেগুলির প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যাঁহারা আল্লাহর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহাদিগকে নিজেদের অকৃত্রিম মিত্র এবং আল্লাহর শত্রুদলকে নিজেদের মহাশত্রু বিবেচনা করিতে হইবে। "আল্লা'হর জন্ত মিত্রতা ও তাঁহার জন্য শত্রুতা" এই নীতির অনুসরণ কল্পে বংশ, রক্ত ও জাতীয়তার সম্পর্ক এবং ভৌগলিক সীমানার আত্মীয়তার (Territorial Nationalism) বন্ধন ছেদন করিতে হইবে।

শরয়ী-ইবাদতের যে বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল, তাহার পোষকতায় কোরআনের কয়েকটি আয়ত উধৃত করা হইতেছে :— ছুরত আলমুম্‌তাহিনায় বিশ্বপতি আল্লাহ্ বিশ্বাসপরায়ণ দলকে আদেশ করিতেছেন যে, يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اولياء ! تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ? يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم الاية তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তাহারা সাবধান হও, আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুর সহিত তোমরা কদাচ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইওনা। তোমরা তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বসূচক ব্যবহার করিতেছ, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্যবার্ত্তা (কোরআন) আগমন করিয়াছে, তাহাকে উহারা অস্বীকার করিয়াছে। রছুলুল্লাহ্ (দঃ) এবং তোমাদিগকেও তাহারা বিতাড়িত করিতেছে, শুধু এই অপরাধের দরুণ যে, তোমরা তোমাদের রব্ব — আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করিয়া থাক। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের জন্য বাহির হও এবং আমার সন্তুষ্টি যাচ্ঞা কর, (তাহা হইলে) তোমরা কি সংগোপনে তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ঠিক রাখিতে চাও? অথচ তোমরা যাহা গোপন কর আর যাহা প্রকাশ করিয়া থাক, আমি তাহা উত্তমরূপে অবগত আছি। তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ আচরণ করিবে, সে সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে—১ আয়ত। উক্ত ছুরতের চতুর্থ আয়তে স্পষ্টতর ভাবে মুছলিম জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হে মুছলিম সমাজ, তোমা- قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين

www.ahlehadeethbd.org

معه' اذ قالوا لقومهم انا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله ! كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده -

দের জন্য হযরত ইবরাহীম ও তাঁহার সহচরবৃন্দের জীবন-বৃত্তান্তের ভিতর একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তাঁহারা তাঁহাদের দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন—তোমাদের সঙ্গে আর তোমরা আল্লাহকে পরিহার করিয়া যাহাদের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছ, তাহাদের সঙ্গে আমরা আমাদের অসন্তুষ্টি ঘোষণা করিতেছি। আমরা তোমাদের সহিত কুফ্‌র করিতেছি—এবং অদ্যাবধি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শক্রতা ও ঘৃণা আরম্ভ হইয়া গেল, যতদিন না তোমরা একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর ঈমান আনিতেছ।

ছুরত আল-মুজাদালায় ঈমানদারদের নিদর্শন ও বৈশিষ্টের বিবরণ সম্পর্কে কথিত হইয়াছে যে,

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حادالله و رسوله ! ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم - اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه -

হে রছুল (দঃ), যে সমাজ আল্লাহকে এবং পারলৌকিক জীবনকে বিশ্বাস করিয়াছে, আপনি তাহাদিগকে কদাচ আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) সহিত সংগ্রামকারীর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ দেখিতে পাইবেননা—তাহারা তাহাদের পিতাই হউক অথবা পুত্রই হউক অথবা ভ্রাতাই হউক, অথবা তাহাদের আত্মীয় পরিজনই হউক। কারণ যাহারা মুছলিম, তাহাদের হৃদয়-ফলকে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার আপন শক্তি দ্বারা শক্তিমান করিতেছেন—২২ আয়ত।

যাহারা কাফির ও মুনাফিক, তাহাদের অস্বীকৃতি ও শঠতার জন্য যদি অদৃষ্টের আপত্তি গ্রহণ-যোগ্য হইত, তাহাহইলে তাহাদের সহিত এরূপ প্রচণ্ড ঘৃণা এবং কঠোর শক্রতার আদেশ কিছুতেই প্রদান করা হইতনা। তক্‌দীরের প্রতি ঈমান স্থাপনের এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা যে, সমুদয় পাপ ও অনাচার আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারেই ; যখন প্রকটিত হয়, তখন সেগুলির বিরোধ ও মুকাবিলা না করিয়া সেগুলিকে "স্বাগতম" জ্ঞাপন করাই মু'মিনদের কর্তব্য, তাহা হইলে, ঈমানদার ও কাফির, সদাচারশীল ও অনাচারী সকলকেই তুল্য ও সমশ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করা হইত। কিন্তু কোরআন এই জঘন্য মতবাদের প্রতিবাদ করিয়াছে।

কাঁটার আসন

—আতাউল হক

তুমি মোর একমাত্র সাথী।
উষর মরু-বক্ষে তুমি মোর ছায়া-ঘন বীথি!
আমি জানি, তুমি সাথে র'লে
ত্রাসে ত্রস্তে স'রে যা'বে বন্য মত্ত হাতী!
ভাবি মনে মনে
তবু ক্ষণে ক্ষণে
আমার নয়নে
নেমে আসে কেন অন্ধকার রাতি!
যা'রে ভেবেছিনু জীবন-সম্বল,
সেও হায় হইল চঞ্চল!
চেয়ে দেখি, ওহে চঞ্চল, তুমি অচঞ্চল;
নেপথ্যে জ্বালাইছ দীপ্ত-রাঙা বাতি—
মোর বিশ্বে তা'র স্নিগ্ধ ভাতি!
তুমি কহ, এত নহে লাথি;
তোমারে করিতে কুসুম
আমি কাঁটার আসন পাতি!
তোমার চোখের জলে বিশ্ব মোর হইছে রূপসী;
তোমারে কাঁদাই তাই, হে মোর ক্রন্দসী!

www.ahlehadeethbd.org

ডাক দিয়ে যাই :

খন্দকার আবদুর রহিম, সাহিত্য-রত্ন

(প্রথম)

কোন্ মনে যে স্বাদ জাগিল বিশ্ব-বিধাতার,
এক 'কুন্' এ সে জন্ম দিল মাটীর বসুধার।
কি তাঁর স্বপ্ন পসারী !
কোটি কোটি যুগ ধ'রে যে বন্দনাকারী
সে হয় মরদুদ শয়তান !
পথ-মরুতে মরীচিকা : কাফেলা ইনছান।
যুগে যুগে তাই তো পাঠায় কাণ্ডারী দ্বীনের ;
হাল চালায় সে নিখিল বিশ্বে হুকুমত ইলাহের।
ঝড় এলো আর সাইক্লোন এলো,
নও-শতকের বান-ডাক এলো,
নও-জিন্দেগী-আসর জমে ক্ষুব্ধ ধরিত্রীর ;
অভিষেক হয় মহোল্লাসে যন্ত্র-শতাব্দীর।
ডাক দিয়ে যাই : শোন্‌রে বে-দ্বীন ! দ্বীন-ভোলাদের দল !
যাঁহার দোকান ত্যাগ ক'রে যাও, সেই তো বেচে মৃত্যুরূপ-মাদল !

(দ্বিতীয়)

তোর তরে আজ ছুটছে জোরে অনল-নদীর ঢেউ !
আগের যাত্রী পার করেছি নেই কো বাকী কেউ।
ঐ দেখা যায় নতুন যুগের চাঁদ,
শিরনি বিলায় তোর পাতে আজ নও জামানার হাত।
'যাত্রীরা সব, হও হুশিয়ার' ডাক।
অন্ধকারের বন্ধকারায় ঢুকছে জোরে ঝঞ্ঝা-দুর্বিপাক।
নোঙর তোলো, নোঙর তোলো ভাই ;
সময় যে আর নাই।
এর পরে ফের জমবে এসে নতুন কারাভান ;
পথ ক'রে দাও রশ্মিমাখা সত্য অনুষ্ঠান।
'ঘুম-ভাঙানী' শোন্‌রে তোরা বিশ্ব হেঁকে যায় ;
এই পথে তোর সব হারালো, এখনো যে সময় ব'য়ে যায় !
নূহের দোয়া স্মরণ করো, ওরে চরণদার !
ডাক দিয়ে যাই আবার আমি : "হও হুশিয়ার, শক্ত হুশিয়ার।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(তৃতীয়)

বিশ্ব যখন চেয়ে দেখি, শোন্‌রে বন্ধু, একটু শোন্!
পাগলা-গারদ গ'ড়ে উঠার চলছে ব্যস্ত-আয়োজন!
গতার্ত্তধা নারীরা,
আর্ত্তি পুরুষ, রোগের ফানুস বিশ্বভরা কারীরা!
গতাক্ষ কেউ হতাস্থ!
জীবন্তরাই গতাস্থ!
কলে খাটে, কলে মরে, মানুষ-কলে কারখানা!
হিংসা-স্বার্থ একক হ'য়ে, লোহুর সূতায় জালটানা।
শয়তান এখন লাফায় উচ্চ-উল্লাসে;
আজরাইলের কর্ম্মহীনে পদচ্যুতির কল্ আসে (!)
এদের মত বোকা-শালিক মারতে শিকার আসবে রে;
বিশ্ব-পিতা সেদিন কেমন হাসবেরে!
ওগো বন্ধু, শোন্‌রে একটু, এদের কানে বলে দে,
আল-আমীনের স্বপ্ন-পিয়াস এদের ঘুমে ঢেলে দে!

(চতুর্থ)

সত্তর কোটি মুমিন এই নিখিল জাহানে,
তৌহিদেরি দৃপ্তবাণী ঘোষে গুণ-গানে।
তবু কেন আমার বুকে এত দুঃখ বাজে;
ঐক্যবিহীন বিভেদ দেখে নিখিল বিশ্ব মাঝে?
"মনীষী"দের ধর্ম-ব্যাখ্যা মুরিদ দীক্ষার ফলে,
মুসলমানের নিখিল জামাত ভাঙে দলে দলে।
হেথা-সেথা দলে দলে আকাশ জমিন ভেদ;
যুগে যুগে চলছে বেড়ে সাম্যবিহীন ক্লেদ।
ডাক দিয়ে যাই তাই সবারে: ভোলো অতীত, ভোলো,
বিশ্ব-মুমিন-সাম্য-নীতি গ'ড়ে এবার তোলো!
ইরাণ-ইরাক-সউদিআরব-মিশর-আন্দালুশ,
পাক-প্রতীচ্য-প্রাচ্য-কাবুল-তুরস্ক ও রুশ।
ডাক দিয়ে যাই: ভোলো এবার বিভেদ অভিমান;
আল-আমীনের রূপায়নে সাজাও নওজাহান।

www.ahlehadeethbd.org

জঙ্গে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোঃ আবদুল মান্নান এম·এ।

কোরেশদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যার্থতায় পর্য্যবসিত প্রায়। তদুপরি রসদসামগ্রীও প্রায় নিঃশেষিত। সুতরাং তাহারা যুদ্ধজয়ের জন্য অন্য পন্থা দেখিতে লাগিল। তাহারা এই-হুয়াই বিন আখতারকে নিজেদের গুপ্তচর নিযুক্ত করিল। উদ্দেশ্য মদীনার অভ্যন্তরস্থ ইহুদীদিগকে প্ররোচিত করিয়া যাহাতে তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহ করিয়া মুসলমানদিগকে পশ্চাদ্‌দিক হইতে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করে তারই ব্যবস্থা করা। তৎকালে বনি-কোরাইজা গোত্রের ইহুদিরাই ছিল মদীনার মধ্যে সংখ্যা ও সামর্থে প্রবল। তাহারা প্রথমে এই প্রস্তাবে খুব ইতস্ততঃ করিয়াছিল। অবশেষে তাহারা মত পরিবর্ত্তন করে। তাহার গোপনে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থকে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহাদের কয়েকজন বাহবাস্ফোট প্রকাশ করিতে থাকায় মুছলমানেরা উহাদের মনোভাব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠেন। যথাকালে উহা হজরতের কর্ণগোচর হইলে তিনি উহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য একজন বিশ্বস্ত লোকের উপর দায়িত্ব ভার দেন। তিনি অনুসন্ধানের পর আসি। জানান যে যেটুকু রাষ্ট্র হইয়াছে, প্রকৃত অবস্থা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিপজ্জনক। শামীর বর্ণনামতে বনি-কোরায়জা গোত্রের ইহুদীরা রাত্রের অন্ধকারে মুছলমানদিগকে আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সালিমা-বিন আসলাম-হুরায়েশকে ও জায়েদ-বিন হারিছাকে যথাক্রমে দুইশত ও তিনশত লোকের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহাদের প্রতিরোধের জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা বিভিন্ন দিক হইতে আগমন করিয়া সমগ্র রাত্রিব্যাপী "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে ইহুদীরা খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। এমন কি তাহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সাহসটুকুও হারাইয়া ফেলে।

অবরোধকালের শেষাংষে এই ভাবে ভিতর ও বাহির উভয়দিক হইতে আক্রমণের বিভীষিকায় মুছলমানেরা যে সদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সাল্‌আ পর্ব্বতের গাত্রে এই অবস্থার কথা যাহা লিখিত রহিয়াছে, তাহা হইতে মুছলমানদের তৎকালীন ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। হজরত ওমরের নিজস্ব হস্তাক্ষরে যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহার উপর ভাষ্য নিস্প্রয়োজন। উহাতে লিখিত রহিয়াছে, "দিবসে ও রজনীতে আবুবকর ও ওমর সব বিপদ আপদের জন্য আল্লাহ্‌তালার দরবারে কাতর প্রার্থনা করিতেছেন।" *

বাহিরের দিক হইতে কোরেশেরা মরিয়া হইয়া তাহাদের কার্য্যকারিতা বাড়াইয়া দিয়াছিল, এই সময়ের একদিনের অবস্থা হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হজরত ও অন্যান্য রক্ষী—সৈন্যদল যোহর, আসর, মগরেব ও এশার নামায একসঙ্গে পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (†) এ বর্ণনা হইতেই প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা তৎকালে কিরূপ বিপদের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলেন। কোরআন শরীফের সুরা আল্ আহযাবে এই সময়কার বিপদের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে।

পরিসমাপ্তি

বিপদের বেড়াজাল যেখানে ভিতর বাহির উভয় দিক হইতে মুছলমানদিগকে ঘেরাও করিয়া

* সালআ পর্ব্বতের উপর খোদিত লিপি সম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ ভারত হইতে প্রকাশিত ইসলামিক কালচার (Islamic Culture) নামক মাসিক পত্রিকার অক্টোবর (১৯৩৯), সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(†) কানজুল ওম্মাল ও এবনে সাআদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফেলিয়াছে, তখন অবিলম্বে উহা ছিন্ন করা প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, এই যুদ্ধে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সকলের উদ্দেশ্য এক নহে। কোরেশেরা আসিয়াছে তাহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি সাধন করিতে। সঙ্গতভাবেই হউক, আর অসঙ্গত ভাবেই হউক, তাহারা মদীনার মুছলমানদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করে। কোরেশদের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছে তাহারা কোরেশদের বেতনভোগী বা ভাড়াটীয়া লোক মাত্র। আর উত্তরের দিক হইতে গৎফানী ও ফজরীরা আসিয়াছে ইহুদিদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া। আসলে তাহাদের সহিত মুছলমানদের কোন শত্রুতা ছিল না। অশুভ উদ্দেশ্য যেখানে ভিন্ন সেখানে চেষ্টা করিলে এই Coalition বা জোট ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। হজরত এই দিকেই মনোনিবেশ করিলেন।

প্রথমতঃ যাহাতে এই গৎফানী ও ফজরীরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শস্য পাইয়া পৃথক সন্ধি করিয়া তাহাদের দেশে ফিরিয়া যায় তারই চেষ্টা করা হইল। কিন্তু ইহার জন্য তাহারা যে দাবী করিয়া বসিল তাহা সীমা ছাড়াইয়া গেল। তাই শেষ পর্য্যন্ত উহা কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হইল না।

সুতরাং স্থির করা হইল; সমস্ত বিপদের মূল কোরেশ ও ইহুদিদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানই বিপন্মুক্ত হওয়ার একমাত্র পন্থা। দীর্ঘদিনের অবরোধ অকার্য্যকরী হওয়ার ফলে তাহাদের মানসিক অবস্থা তখন যে পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছিল, তখন উভয়ের মনের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ উপ্ত করান খুব অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। সুকৌশলে এইটা সম্পন্ন করাই তখন ছিল প্রকৃত নেতৃত্বের কাজ। ইহার জন্য সূক্ষ্মভাবে প্রপাগাণ্ডা চালানর প্রয়োজন ছিল। এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই করা হইয়াছিল।

উত্তর আরবের অধিবাসী আশজা গোত্রভুক্ত অন্যতম প্রধান নুয়াএম বিন মসউদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা তখন পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। তিনি প্রথমত বনি কোরাইজা গোত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "দেখ, মক্কার কোরেশেরা যে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং আজ হউক, কাল হউক, তাহারা ব্যর্থতার কলঙ্ক কালিমা মাথায় লইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলে, তোমাদের অবস্থাটা কি হইবে? তোমরা কি তখন একাকী মোহাম্মদের সহিত আটিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে? সুতরাং আমার পরামর্শ শুন। কোরেশেরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে এইরূপ নিশ্চয়তা না পাইলে তোমরা নিজেদিগকে উহার মধ্যে জড়াইও না। আর দেখ, কোরেশদের প্রকৃত সদিচ্ছার পরিচয় স্বরূপ তাহাদের নিকট হইতে প্রতিভূ চাও।" বনু-কোরাইজার লোকেরা তাঁহার এই উপদেশকে খুবই মূল্যবান ও ন্যায় বলিয়া মনে করিল। তারপর নুয়াএম কোরেশদের শিবিরে গেলেন। তথায় গিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে তিনি শুনিলেন বনু-কোরাইজার লোকেরা মোহাম্মদের সহিত গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে; এবং তাহাদের বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকজন কোরেশ প্রধানকে হস্তগত করিয়া মোহাম্মদের হস্তে সমর্পণ করারও কথা দিয়াছে। তারপর তিনি বলিলেন,—"ইহুদিদের সম্বন্ধে, সাবধান! তাহাদের বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি চান যে, তাহারা বিশ্রামবারে আপনাদের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিবে। কারণ বিশ্রামবারে মুসলমানেরা ইহুদিদের সম্বন্ধে নির্ভয় হইয়া পাহারা উঠাইয়া লইবে।" এর পর তিনি গৎফানী ও অন্যান্য দলের শিবিরে গেলেন এবং ঐ সব কথা ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিবার পরে মুসলিম শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রচার করিয়া দিলেন প্রবল গুজব যে, ইহুদিরা কোরেশ পক্ষের নিকট হইতে প্রতিভূ চাহিয়াছে। কারণ তাহারা ঐ সমস্ত কোরেশকে হজরতের হস্তে সমর্পণ করিতে চায়। মাছউদ আলনাম্মাম এই কথা শুনিয়া বাহবা লাভের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ কোরেশ শিবিরে গিয়া এই কথা বলিল যে, হজরতের আদেশেই ইহুদিরা এই ভাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিভূ চাহিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আর ঠিক সেই সময় ইহুদিরা কোরেশ শিবিরে আসিয়া প্রতিভূর কথা উত্থাপন করিল। আর যাবে কোথায়? ইহুদি ও কোরেশদের মধ্যে ঘোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিল। সুতরাং তাহাদের একযোগে কার্য্য করার ব্যবস্থারও পরিসমাপ্তি ঘটিল। (ইবনে হিশাম)

এ দিকে শওওয়াল মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এর পর যে ৩টী মাস আসিতেছে তাহা আরবদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পবিত্র মাস। ঐ সময় যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানের লোক মক্কায় আগমন করিবে। সুতরাং মক্কায় ফিরিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। তার উপর রসদ পত্র নিঃশেষিত হইয়াগিয়াছে। আবহাওয়ার অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। একে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার উপর রাত্রে যে উত্তরে ঝঞ্ঝা বহিতেছে তাহা সহ্য করা মক্কাবাসীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়ে বহু তাম্বু উড়িয়া গেল। এই ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া কোরেশ দলপতি আবু-সুফ্‌য়ান অতি প্রত্যূষেই মক্কা ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে উটের উপর চাপিয়া বসিলেন। অন্যান্য সকলেও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিল না। কথিত আছে যে, আবু-সুফ্‌য়ানের মানসিক অবস্থা তখন এতই বিপর্য্যস্ত যে, উটের পদ যে রজ্জুতে বন্ধন করা আছে তাহা না দেখিয়াই তিনি উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উটকে চালনা করার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ যাহাতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের ক্ষতি করিতে না পারে তার জন্য এই কোরেশ প্রধান খালেদ বিন ওলিদ ও আম্‌র-বিন্‌ল-আসকে পশ্চাদভাগ রক্ষার ভার অর্পণ করিতে ভুলিয়া যাননাই।

এ দিকে হজরত (দঃ) এই তীব্র শীতের রাত্রে শত্রুপক্ষের শিবিরের সংবাদ জানিবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে হুজায়ফা বিন ইয়ামান বিবৃত করিতেছেন, "হজরত এই কার্য্যের জন্য একাধিকবার আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু আবহাওয়ার তীব্রতার জন্য কেহই আগাইয়া আসিল না। তখন তিনি আমার নাম ধরিয়া আহ্বান—জানাইলেন। সুতরাং স্বভাবতই আমি আর উহাতে 'না' বলিতে পারিলাম না। শত্রু শিবিরের নিকট যাওয়া ও তথা হইতে ফিরিয়া আসার ব্যাপারে আমাকে বহু মাইল অতিক্রম করিতে হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তীব্র শীতে আমার মনে হইতেছিল যে, আমি যেন গরম পানিযুক্ত হাম্মাম-খানার মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, আবু সুফিয়ান পাঁ বাঁধা উটের পৃষ্ঠে চড়িয়া কি ভাবে চলিয়া যাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাঁহার এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম যে, আমি শরনিক্ষেপে অনায়াসে তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিতাম। কিন্তু হজরতের উপদেশ ছিল যে, কোন ক্রমেই তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিবে না। তাই আমি আমাদের এই মহা দুশমনকে খতম করিতে বিরত রহিলাম। আমি যাহা কিছু দেখিলাম ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্তই হজরতের নিকট বিবৃত করিলাম। (বায়হকী ও ইবনে হিশাম)।

এই ভাবে "কোরেশ-ইহুদি" তথা দক্ষিণ ও উত্তর আরবের এই মিলিত অভিযান একেবারেই ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত হইল। আর সংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণের দিক দিয়া দুর্ব্বল, কিন্তু ঈমানে ও সংঘবদ্ধতায় অধিকতর শক্তিবান মুছলমানেরা হজরতের অপূর্ব্ব নেতৃত্বে এই দারুণ দুর্ব্বিপাক কাটাইয়া উঠিলেন। *

* ইসলামিক রিভিউ (Islamic Review), ডিসেম্বর, ১৯৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ এম, হামিদুল্লাহ পি, এইচ, ডি, লিট সাহেবের লিখিত "The Battle Fields Of Prophet Mahammad." The Battle Of the Ditch নামক প্রবন্ধের ভাব অবলম্বনে। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

(৩)

অনুবৃত্তি

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

গীতবাদ্য অবৈধ হইবার কোরআনী দলীল

গীতবাদ্য নাজায়েয হইবার দলীল স্বরূপ কোরআন হইতে যেসকল আয়ত উপস্থাপিত করা যাইতে পারে এবং গীতবাদ্যের সমর্থকগণ তদুত্তরে যেসকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, আমরা অতঃপর সেগুলির বিচারে প্রবৃত্ত হইব :—

والله ولي السداد وهو الهادي الى سبيل الرشاد

প্রথম আয়ত :—

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين -

এবং এরূপ একদল লোকও রহিয়াছে, যাহারা গীতবাদ্যাদি বিভ্রান্তকারী উক্তি সমূহ আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঠাট্টা তামাসা রূপে গ্রহণ করার জন্য বিনা জ্ঞানে ক্রয় করিয়া থাকে, এই সকল ব্যক্তির জন্য অপমানসূচক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে—ছুরত লোকমান, ৬ আয়ত।

আমরা "লহ্ওল-হাদীছ" শব্দের অর্থ করিলাম—গীতবাদ্যাদি বিভ্রান্তকারী উক্তি।

কারণ :—

(ক) আরাবী সাহিত্যে এবং অভিধানে সংগীত-চর্চা, বাদ্যভাণ্ড এবং বাহুল্য আমোদ প্রমোদকে "লহ্ও" বলা হইয়াছে। আরাবী ভাষার বৃহত্তম ও বিশ্বস্ততম শব্দকোষ "লিছানুল-আরবে" লিখিত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক করা হয়—স্ফূর্তি ও সংগীতচর্চার কার্য্যকলাপ। আরাবীতে বলা হয়, "তলহ্হয়তো-বিহী" অর্থাৎ আমি উহা লইয়া ক্রীড়া করিলাম। ঢোলককে 'লহ্ও' বলা হইয়া থাকে। সমুদয় বিভ্রান্তকারী বস্তুকেও 'লহ্ও' বলা হয়। বাদ্য-যন্ত্র "মলাহী" বলিয়া—কথিত হইয়া থাকে। আল্লাহর উক্তি——"যাহারা "লহ্ওল-হাদীছ" ক্রয় করে" এস্থলে—"লহ্ওলহাদীছের" অর্থ হইল সংগীত চর্চা।—কারণ ইহা দ্বারা আল্লাহর স্মরণ হইতে বিভ্রান্ত করা হয়। এই রূপ সমুদয় ক্রীড়াকেও 'লহ্ও' বলা হইয়া থাকে। (সংক্ষেপ) [২০] ১২৬ পৃঃ, বুলাক।

اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب - يقال لهوت بالشيء ألهو به لهوا وتلهيت به اذا لعبت به - قيل اللهو : الطبل وقيل اللهو : كل ما تلهي به، لها يلهو لهوا والتهى والتلهاه والملاهي : آلات اللهو، وقد تلاهى بذلك و قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث : لهو الحديث هنا الغناء لانه يلهي به عن ذكر الله عز وجل وكل لعب لهو، انتهى ملخصا -

Edward william Lane তাঁহার ভুবনবিখ্যাত আরাবী-ইংরাজী Laxicon এ "তাজুল অরূছ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

'লহ্ও', The hearing of musical Instruments or the like অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র শ্রবণ এবং অনুরূপ কার্য্যকলাপকে লহ্ও বলে। পুনশ্চ آلة لهو শব্দের তাৎপর্যে লিখি-য়াছেন, An instrument of diversion meaning of music বিভ্রান্তির যন্ত্র অর্থাৎ বাদ্যভাণ্ড— Supplement—খণ্ড ৩০১৫ পৃঃ।

"মজ্‌ম'উল বিহার" নামক হাদীছ-অভিধানে "লহ্ও" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে সংগীত চর্চা। "লহ্ওল হাদীছ" সম্পর্কে উ‌‌তে লিখিত হইয়াছে, অশ্লীল, বাহুল্য,

لهو الحديث : لان اللهو يكون من الحديث

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিদ্রূপ, সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষা প্রভৃতি —তৃতীয় খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ।

وغيره والمراد الحديث : المذكر والخرافات والمضاحيك والغنا وتعلم الموسيقى ونحوها' انتهى

(খ) ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ "লহ্ওল হাদীছের" অর্থ করিয়াছেন সংগীত চর্চা।

ইমাম কর্তবী বলিয়াছেন, "লহ্ওল হাদীছে"র— যতগুলি অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংগীত চর্চার অর্থই সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। ইহাই ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের উক্তি —শওকানীর ফত্হুল কদীর (৪) ২২৬ পৃঃ।

ইমাম বুখারী "আদবুল মুফ্রদ" গ্রন্থে ছঈদ বিনে জুবায়েরের প্রমুখাৎ 'লহ্ওল হাদীছ' সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ বিনে আব্বাছের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন— هوالغناء واشباهه — "লহ্ওল হাদীছে"র অর্থ সংগীত এবং উহার অনুরূপ কার্যকলাপ—১১৫ পৃঃ। হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে মছ্উদ বলেন, আল্লাহর শপথ, "লহ্ওল হাদীছে"র অর্থ সংগীত চর্চা। হযরত জাবির বিনে আবদুল্লাহও "লহ্ওল হাদীছে"র অর্থ 'সংগীত চর্চা' এবং 'সংগীত শ্রবণ' করিয়াছেন। হাছান বছরী, ইকরিমা, ছঈদ বিনে জুবায়ের, মুজাহিদ, মকহুল, আম্র বিনে শোআইব ও আলী বিনে বুযায়মা প্রভৃতি "লহ্ওল হাদীছের" অর্থ করিয়াছেন, সংগীত চর্চা—ফত্হুল বয়ান, (৭) ২০৭ পৃঃ ও ইব্নে কছীর (৬), ৪৫১ পৃঃ।

(গ) তফ্ছীর মদারিক, ফত্হুল কদীর, ফত্হুল-বয়ান, ইব্নে কছীর, তফছীর তবরী, খাযিন, জুমল, লোবাবুন্নকুল, মআলিম প্রভৃতি তফ্ছীর গ্রন্থসমূহে সংগীত চর্চাকে "লহ্ওল হাদীছের" অর্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। দেখুন উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ যথাক্রমে (২) ১৯১ পৃঃ, (৪) ২২৬ পৃঃ, (৭) ২০৭ পৃঃ, (৬) ৪৫১ পৃঃ, (২১) ৩৯—৪১ পৃঃ, (৩) ৪৬০ পৃঃ, (৩) ৪৮১ পৃঃ, (২) ৪২ পৃঃ, (৩) ১৫৩ পৃঃ।

গীতবাদ্য জায়েয কারীগণের বক্তব্য

১। হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে মছ্উদ ও হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে আব্বাছ ছাহাবীদ্বয় 'লহ্ও' শব্দের অর্থ সংগীত করিলেও তাহা যথার্থ নয়, কারণ :—

(ক) 'লহ্ও' শব্দের অর্থ সকল প্রকারের খেলা, তামাশা, অনর্থক কাজ বা আনন্দদায়ক ব্যাপার।

(খ) একমাত্র সংগীতকেই 'লহ্ও' বলা হইতেছেনা, তাহার অনুরূপ সমস্ত বিষয়ই ইহার— অন্তর্ভুক্ত।

(গ) ইবনেআব্বাছ ও ইবনে-মছ্উদকে বুযর্গ মান্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগকে নবী ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারেনা।

(ঘ) ইবনেআব্বাছের তফছীর প্রক্ষিপ্ত।

(ঙ) ইবনেআব্বাছ এরূপ কথা বলেন নাই, তিনি স্বয়ং গান শুনিতেন বলিয়া আগানী নামক গীতিকাব্যে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(চ) এই আয়তদ্বারা সংগীতকে হারাম করিলে তাহার জন্য এমন একটা ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করা হইতনা।

গীতবাদ্য জায়েযকারীদের বক্তব্যের সারাংশ, যাহা, তাহা উদ্ধৃত করা হইল, এক্ষণে তাঁহাদের— প্রত্যেকটি উক্তির যথার্থতা পরীক্ষা করা হউক :

(ক) 'লহ্ও' শব্দের অর্থ আরাবী ভাষায় একমাত্র সংগীত অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বয়ং— রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ 'লহ্ও' শব্দ শুধু সংগীত অর্থে কথিত হইয়াছে, জনৈক আনছারীর বিবাহ-বাসর উপলক্ষে রছুলুল্লাহ্ (দঃ) মা আয়েশাকে— বলিয়াছিলেন,

فان الانصار يعجبهم اللهو —

আনছারগণ সংগীত প্রিয়··· বুখারী, কিতাবুন্নিকাহ, (৭) ২২ পৃঃ।

আভিধানিক ভাবে সংগীত চর্চা এবং গীতবাদ্যের অর্থে 'লহ্ও' শব্দ ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ ইতিপূর্বে বিশ্বস্ত আরাবী অভিধান সমূহ হইতে— প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতএব শুধু সংগীত চর্চার অর্থে 'লহ্ও' শব্দ ব্যবহৃত না হইবার দাবী অসংগত ও বাতিল।

(খ) 'লহ্ও' শব্দের অর্থে যদি একমাত্র গীতবাদ্য না বুঝায় এবং আনুসঙ্গিক ভাবে আরও— কতকগুলি বিষয় উহার অর্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাতে গীতবাদ্য জায়েয হইবার কোন উপায় নাই, বরং উক্ত আয়তের সাহায্যে যেরূপ গীতবাদ্য নাজায়েয

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবে, তদ্রূপ যেসকল কার্য বা বস্তু উক্ত শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলিও তুল্য ভাবে নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইবে।

হাফিয ইব্নুল কাইয়েম লিখিয়াছেন যে, 'লহ্ওল-হাদীছ' সম্বন্ধে যে দুইটি অর্থ কথিত হইয়াছে, যথা ঃ সংগীত-চর্চা এবং পারস্য ও রোমকদের কিংবদন্তীসমূহ—যাহা নয্র বিনে হারিছ মক্কাবাসীগণকে কোরআন শ্রবণের কার্য হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আলোচনা করিত—এই উভয় বস্তুই 'লহ্ওল হাদীছ'। বরং সংগীত চর্চা রাজারাজওয়াড়াদের কীর্তি কাহিনী শ্রবণ করা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকারী এবং কঠোরতর 'লহ্ও'। গীতবাদ্য ব্যভিচারের মন্ত্র, অন্তরের ক্রূরতার কারণ, উহা শয়তানের শির্ক, জ্ঞানের নেশা এবং কোরআন হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক বিভ্রান্তকারী। এই আয়তে যে নিন্দা উল্লিখিত হইয়াছে, সংগীত চর্চাকারীরা উহার অধিকাংশের অধিকারী। কারণ তাহাদের মধ্যে কাহাকেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে না যাহারা জ্ঞান ও আচরণের দিক দিয়া হিদায়তের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় নাই। সংগীত চর্চাকারী দল কোরআন শ্রবণ পরিহার করিয়া সংগীত শ্রবণের দিকে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে, কোরআন শ্রবণ করা তাহাদের পক্ষে ভারী ও বিরক্তিকর বোধ হয়। অতএব 'লহ্ওল হাদীছ' ক্রয়কারী দলের অভিশাপের অধিকাংশ তাহাদেরই ভাগে পড়িবে—ইগাছাতুল লহ্ফান, ২৭৪ পৃঃ।

(গ) ছাহাবাগণকে কেহই নবী বা অভ্রান্ত বলেননা, তবে তাঁহাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যাহা পার্থক্য, সর্বক্ষণ তাহা স্মরণ রাখা উচিত। যাঁহারা তাঁহাদিগকে বুযর্গ বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ছাহাবাগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযর্গীর প্রকৃত কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক, শুধু মৌখিক ভাবে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির কোনই মূল্য নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বাণী কোরআন—আল্লাহর রছুলের (দঃ) সহচরবৃন্দের সম্মুখেই অবতীর্ণ হইত। আল্লাহর রছুল (দঃ) তদীয় ছাহাবাগণের নিকট তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তাঁহাদিগকে স্বীয় আচরণ ও উক্তি দ্বারা উহার ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেন। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم

আমি কোন রছুলকে (দঃ) তাঁহার স্বজাতীয়গণের ভাষা ব্যতীত (অন্য কোন ভাষায়) কখনও প্রেরণ করি নাই এবং ইহার তাৎপর্য এই যে, রছুল (দঃ) যাহাতে আল্লাহর বাণী তাঁহার স্বজাতীয়গণকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন—ইব্রাহীম, ৪ আয়ত।

আরও আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, হে রছুল (দঃ) আমি আপনার নিকট শুধু এই জন্যই আল-কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যে, উহার অর্থ সম্পর্কে তাহাদের মতভেদের নিরাকরণকল্পে তাহাদের কাছে কোরআনের বিশদ ব্যাখ্যা আপনি বুঝাইয়া দিবেন—আন্নহল, ৬৪ আয়ত।

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه -

সুতরাং রছুলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ কোরআনের ধারক ও প্রচারক ছিলেন, তদ্রূপ তিনি তাহার ব্যাখ্যাতাও ছিলেন, আর ছাহাবাগণ যেরূপ রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচর ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার ছাত্রও ছিলেন। এই ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) মাননীয় চাচা আব্বাছের পুত্র আবদুল্লাহ ও হুযয়ল বংশের খ্যাতনামা মছ্উদের পুত্র আবদুল্লাহর আসন খুব উচ্চে। কোরআন তাঁহাদেরই ভাষায় ও তাঁহাদেরই চক্ষুর সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদিগকে নবী ও অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা হইবেনা বটে, কিন্তু কোরআনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হযরতের (দঃ) বিশিষ্ট ছাত্র বৃন্দের প্রদত্ত অর্থ আরাবী ভাষার মূক ও অনভিজ্ঞ স্বয়ংসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক—ব্যাখ্যাতাদের স্বকপোল-কল্পিত উক্তি সমূহের বহু উর্ধে স্থানলাভ করিবে। ইহা আমাদেব ঘরোয়া অভিমত নয়, এই সিদ্ধান্ত তফছীরে-কোরআনের অছুল (Principles) সমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন :—

كلما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال تعالى - انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و قال صلى الله عليه و سلم : الا انى اوتيت القرآن و مثله معه يعنى السنة - فان لم تجده فى السنة رجع الى اقوال الصحابة

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والاحوال عند نزوله ولما اختصوا به فى الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح -

অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা আদেশ করিয়াছেন, কোরআন হইতেই বুঝিয়া আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, হে রছুল, (দঃ) আমি আপনার প্রতি সত্য সহকারে আলকিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে আল্লাহ আপনাকে যেরূপ বুঝান, তদনুসারে চলার জন্য আপনি জনগণকে আদেশ করিতে থাকেন আর রছুলুল্লাহ (দঃ)ও বলিয়াছেন, তোমরা— অবহিত হও যে, আমাকে কোরআন প্রদত্ত হইয়াছে এবং তৎসংগে উহার অনুরূপ বস্তুও দেওয়া হইয়াছে— ইমাম শাফেয়ী বলেন, উহা হইতেছে রছুলের (দঃ) ছুন্নত। যদি ছুন্নত বা হাদীছে কোন বিষয়ের সমাধান না পাওয়া যায় তাহাহইলে ছাহাবাগণের উক্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ কোরআনের তাৎপর্য তাঁহারাই সমধিক অবগত ছিলেন। যে পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে উহা অবতীর্ণ হইয়াছিল,— ছাহাবাগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু কোরআনকে বুঝিবার মত পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সঠিক বিদ্যা এবং সদাচরণে তাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন—ইত্কান (২) ১৮২ পৃঃ।

মুহাদ্দিছ ও ইমাম হাকিম বলিয়াছেন,

ان تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل له حكم المرفوع -

অর্থাৎ ছাহাবাগণ, যাঁহারা ওয়াহী ও উহার অবতরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত তফ্ছীর মরফু হাদীছের ন্যায় বিবেচিত হইবে—ঐ।

তিনি আরো বলিয়াছেন :—

فان الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل فاخبر آية من القرآن انها نزلت فى كذا و كذا فانه حديث مسند -

ছাহাবী, যিনি ওয়াহী ও অবতরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যদি সংবাদ দান করেন যে, কোরআনের অমুক আয়ত অমুক অমুক বিষয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাহইলে তাঁহার এই সংবাদ মুছ্নদ হাদীছরূপে গণ্য হইবে—উলুমুল হাদীছ, ২০ পৃঃ।

শয়খুল ইছলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ বলিয়াছেন :—

و يجب ان يعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معانى القرآن كما بين لهم الفاظه -

ইহা অবগত হওয়া ওয়াজিব যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তদীয় সহচরবৃন্দকে যেরূপ কোরআনের শব্দ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি তাঁহাদের সম্মুখে কোরআনের অর্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শয়খুল ইছলাম পুনশ্চ বলিয়াছেন :—

اعلم الناس بالتفسير اهل مكة.....لانهم اصحاب ابن عباس رضى الله عنهما وكذلك فى الكوفة اصحاب ابن مسعود -

অর্থাৎ তফ্ছীর বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী হইতেছেন মক্কাবাসীগণ..... কারণ তাঁহারা হযরত ইব্নেআব্বাছের ছাত্র। এইরূপ কূফাবাসীগণের— মধ্যে ইবনে মছ্উদের ছাত্রমণ্ডলী কোরআনের বিদ্যায় সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন—কাএদাতুল কোরআন।

আল্লামা জালালুদ্দীন ছৈয়ূতী বলিয়াছেন :—

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الاربعة و ابن مسعود و ابن عباس و ابى بن كعب و زيد بن ثابت و ابو موسى الاشعرى و عبدالله بن الزبير -

অর্থাৎ তফ্ছীর বিদ্যায় দশজন ছাহাবী সমধিক— প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন :—খলীফা চতুষ্টয়, ইব্নে মছ্উদ, ইব্নেআব্বাছ, উবাই বিনে কঅব, যয়েদ-বিনে ছাবিত, আবু মূছা আশআরী ও আবদুল্লাহ বিনে যুবায়র—ইৎকান (২) ১৯৩ পৃঃ।

হুজ্জাতুল ইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ— দেহলভী বলিয়াছেন :—

بهترين شرح غريب آنست كه ترجمان القرآن عبدالله بن عباس از طريق ابن ابى طلحه صحيح شده است و بخارى در صحيح خود

Contents

غالبا بر همین طریق اعتماد کرده است و بعد ازاں طریق ضحاک از ابن عباس و جواب ابن عباس از سوالات نافع بن الازرق وبعد ازاں شرح غریبے کہ بخاری ازائمۂ تفسیر نقل کردہ است' بعد ازاں شرح غریبے کہ سائر مفسرین از صحابہ و تابعین و تبع تابعین روایت کردہ اند –

অর্থাৎ তর্জুমানুল কোরআন হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের যে ব্যাখ্যা ইব্নে-আবি তাল্হার মধ্যস্থতায় পাওয়া গিয়াছে, কোরআনের তফছীরের—মধ্যে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট। ইমাম বুখারী তাঁহার ছহীহ্ গ্রন্থে অধিকাংশ স্থানে উক্ত ছনদের রেওয়ায়তের উপর নির্ভর করিয়াছেন। অতঃপর ইব্নে আব্বাছের যে ব্যাখ্যা যহ্হাকের বাচনিক পাওয়া গিয়াছে তাহা এবং ইবনুল আয্রকের জিজ্ঞাসা সমূহের উত্তরে—তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেগুলি নির্ভরযোগ্য। অতঃপর ইমাম বুখারী যে সকল ব্যাখ্যা তফ্ছীর শাস্ত্রের ইমামগণের বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি উত্তম। সর্বশেষে তফছীরকারগণ ছাহাবা, তাবেয়ী ও তাব্এ তাবেয়ীগণের প্রমুখাৎ যাহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেইগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে— ফওযুল কবীর ৩৮ পৃঃ।

শাহ ছাহেব আরো বলিয়াছেন :—

لغت قرآن را از استعمالات عرب اول اخذ بایدکرد واعتماد کلی بر آثار صحابہ وتابعین باید نمود –

অর্থাৎ কোরআনের শব্দার্থ প্রাথমিক যুগের আরবগণের ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করিতে হইবে—ঐ ১০৪ পৃঃ।

মোটকথা, ছাহাবা, বিশেষতঃ হযরত ইব্নে-আব্বাছ এবং হযরত ইব্নে মছউদের প্রদত্ত তফছীরের ছনদ সম্বন্ধে কথা চলিতে পারে কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ছনদ ও মতনের দিক দিয়া প্রমাণিত হইলে এবং কোরআন ও ছহীহ হাদীছের সহিত উক্ত ব্যাখ্যার সংঘর্ষ না ঘটিলে এবং প্রাথমিক আরাবী সাহিত্যের প্রয়োগের সহিত উহার বিরোধ না হইলে সে ব্যাখ্যা উড়াইয়া দিবার দুঃসাহস বিদ্-আতী দল ছাড়া বিশ্বস্ত হাদীছতত্ত্ব-বিশারদগণের মধ্যে কেহই করেননাই।

ইব্নে আব্বাছ ও ইব্নে মছউদ কর্তৃক প্রদত্ত তফছীরের ছনদ

হযরত ইব্নেআব্বাছ ও ইব্নেমছউদ 'লহওল-হাদীছে'র সংগীত চর্চা ও গীতবাদ্য রূপে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা যে, আরাবী অভিধানের সহিত সুসমঞ্জস, সে কথা ইতিপূর্বে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে 'লহওল-হাদীছ' সম্পর্কে—ইব্নেআব্বাছ ও ইব্নে-মছউদের প্রদত্ত তফছীরের ছনদ সম্বন্ধে বিদ্বানগণের সাক্ষ গ্রহণ করা হইবে :

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ কর্তৃক প্রদত্ত 'লহওল-হাদীছে'র গীতবাদ্যের তফছীর ইমাম বুখারী হফ্ছ বিনে উমরের বাচনিক এবং তিনি খালিদ বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ এবং তিনি আতা বিনে ছায়েবের বাচনিক ছঈদ বিনে জুবায়েরের মধ্যস্থতায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন। এই ছনদের ভিতর কোনরূপ গোলযোগ বা দুর্বলতা নাই। হাফিয ছৈয়ূতী লিখিয়াছেন :

و من جید الطریق عن ابن عباس طریق قیس عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عنہ' و ھذہ الطریق صحیحۃ علی شرط الشیخین –

অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের তফছীর যেসকল ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট ছনদ হইতেছে আতা বিনুছ্ছায়েবের প্রমুখাৎ ছঈদ বিনে জুবায়রের রেওয়ায়ত। ছনদের এই তরিকা বিশুদ্ধ এবং বুখারী ও মুছলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ্—ইত্কান (২) ১৯৫ পৃঃ।

ইমাম বুখারী ব্যতীত ইমাম ইব্নেজরীর তবরী যে তিন প্রকার ছনদে ছঈদ বিনে জুবায়রের প্রমুখাৎ আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের উপরিউক্ত তফছীর রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে মোহাম্মদ বিনে ফুযয়লের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রমুখাৎ এবং তিনি আতার বাচনিক ছঈদ বিনে জুবায়রের মধ্যস্থতায় ইব্‌নে আব্বা'ছ কর্তৃক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন সেই ছনদ অন্যতম। তবরী হাকামের প্রমুখাৎ—মুকাছ্‌ছামের বাচনিকও ইব্‌নে আব্বাছের উক্ত তফছীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম লয়েছও উক্ত রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাছের তফছীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনেছঅদও তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষগণের মধ্যস্থতায় এবং ইমাম শো'বা হাকামের প্রমুখাৎ মুজাহিদের বাচনিক ইব্‌নে আব্বাছের উল্লিখিত—তফছীর রেওয়ায়ত করিয়াছেন—জামেউল বয়ান (২১) ৩৯—৪১ পৃঃ।

আবদুল্লাহ বিনে মছউদের রেওয়ায়ত ছঈদ বিনে জুবায়র, আবুছ্‌ছাহবা প্রভৃতি তাবেয়ী বিদ্বানগণের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার তফছীর অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ব্যতীত ইবনো আবি শয়বা, হাকিম, তবরী ও বয়হকী প্রভৃতি রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হাকিম ও বয়হকী স্বস্ব গ্রন্থে এই রেওয়ায়তকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন,—নয়লুল আওতার (৭) ৩১৪ পৃঃ।

ফলকথা, হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ ও আবদুল্লাহ বিনে মছউদ কর্তৃক 'লহওল হাদীছে'র সংগীত চর্চারূপে ব্যাখ্যা ছনদ ও মতনের উভদিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এই রেওয়ায়তকে প্রক্ষিপ্ত বা জাল বলিয়া অভিহিত করা অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক।

কয়েকটি আনুসংগিক কথা

বিদ্বানগণের অবগতির জন্য এই প্রসংগে কয়েকটি কথা নিবেদন করিয়া রাখা আবশ্যক।

(১) রছুলুল্লাহর (দঃ) চাচা হযরত আব্বাছের পুত্র আবদুল্লাহ অজ্ঞাতনামা অথবা সাধারণ ছাহাবী নহেন। প্রাথমিক যুগ হইতে একমাত্র তিনি এই উম্মতের হিব্‌র—মহাপণ্ডিত (Pope) বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিয়াছেন। হিবরুল উম্মত, তর্জুমানুল কোরআন আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা এবং কোরআনশাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মাত্র দুইটি ছহীহ হাদীছ নিম্নে উধৃত করা হইতেছে।

বুখারী স্বয়ং ইবনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,—

ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم علمه الكتاب –

ইবনে আব্বাছ বলিতেছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে আলিংগন দান করিলেন এবং দোআ করিলেন, হে আল্লাহ, ইহাকে কোরআনের বিদ্যা শিক্ষা—দাও—কিতাবুল ইল্‌ম। এই হাদীছটী বুখারী ছাহাবাগণের ফযীলত অধ্যায়েও রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং তাহাতে এইটুকু বর্ধিত হইয়াছে যে, ইবনে আব্বাছ বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার বক্ষস্থলে আমাকে ধারণ করিয়া উপরিউক্ত দোআ করিলেন।

(২) কোন রেওয়ায়তের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এবং মূল রেওয়ায়তকে অস্বীকার করা এক কথা নয়। ইবনে আব্বাছের নামে যে প্রকাণ্ড তফছীরগ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার অনেকাংশ যে নির্ভরযোগ্য নয়, বিদ্বানগণ তাহা অবগত আছেন কিন্তু আসলকে জাল হইতে আর ছহীহ্‌কে দুর্বল হইতে বাছিয়া বাহির করার উপায়ও তাঁহাদের অবিদিত নাই। ইবনে আব্বাছ ও ইবনে মছ্‌উদ "লহ্‌ওল হাদীছে"র যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, রেওয়ায়তের দিক দিয়া সেগুলির মধ্যে কোন ত্রুটী বাহির করিতে পারিলে সেইখানেই কথা শেষ হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের নবুওত ও ইছ্‌মতের কোন প্রশ্নই এক্ষেত্রে উঠিতে পারেনা। আলোচনার এরূপ অবাঞ্ছিত পদ্ধতি মূর্খদের পক্ষে রুচিকর হইতে পারে কিন্তু বিদ্বানগণের কাছে কখনও প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হইবেনা।

(৩) একজন ছাহাবীর কোন কথা অন্য ছাহাবী ব ছাহাবীগণ বিভিন্ন কারণে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। যথাঃ—সেই ছাহাবী রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীছ প্রাপ্ত না হইয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, অন্য কোন ছাহাবী সে সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অবগত হইয়া উল্লিখিত ছাহাবীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিধবার ইদ্দত অতিবাহিত করার স্থান, ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গোশ্‌ত ভক্ষণ করা, কোন জীবকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যাকরা ইত্যাদি বিষয়ে খলীফা চতুষ্টয়ের ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। এই ভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে মছ্‌উদ সম্পর্কেও কথিত হইয়াছে যে, তিনি কোরআনের দুইটি প্রসিদ্ধ ছুরত যথা— আল্‌ফলক ও আন্‌নাছকে তাঁহার লিখিত কোরআনের মছ্‌হফে স্থানদান করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগটি সর্বপ্রথম মু'তাযিলাগণের অন্যতম গুরু নয্‌যাম ইব্‌রাহীম বিনে ছইয়ার হাদীছশাস্ত্রের বিরোধিতায় উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বিদ্বানগণের মধ্যে শয়খুল ইছলাম প্রভৃতি এই অভিযোগের সত্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু মুহাদ্দিছ ইব্‌নেকুতায়বা (—২৭৬ হিঃ) তাঁহার 'তাবীল—মুখ্‌তালিফুল হাদীছ' গ্রন্থে উক্ত অভিযোগের অবতারণা করিয়া তাহার জওয়াব প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভুলচুক সংঘটিত হওয়া যদি নবী ও রছুলগণের পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহাহইলে যাঁহারা নবী নহেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ভুলচুক ঘটায় বিস্ময় বোধ করার কিছুই নাই। তাঁহার মছ্‌হফে ছুরত আল্‌ফলক ও ছুরত আন্‌নাছ লিপিবদ্ধ না হইবার কারণ এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রায়শঃ উক্ত ছুরত দুইটির সাহায্যে ইমাম হাছান, হুছাইন ও অন্যান্য শিশুদের দেহে দম্ করিতেন। ইবনে মছ্‌উদ ইহা পুনঃ পুনঃ লক্ষ করায় ভাবিয়াছিলেন যে, উক্ত ছুরত দুইটি রছুলুল্লাহর (দঃ) দোআয়ে-মাছুরা, তিলাওয়াতের ওয়াহী নয়। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) আরো বহুবিধ দোআয়ে মাছুরা যথা, আউযো বি-কালেমা-তিল্লাহিত্তাম্মাহ ইত্যাদি পাঠ করিয়া লোকের শরীরে ফুঁ দিতেন—৩২ পৃঃ। কিন্তু কোরআন ইবনে-মছ্‌উদ ব্যতীত আরো বহু ছাহাবী যথা, খলীফা চতুষ্টয়, যয়েদ বিনে ছাবিত, উবাই বিনে কঅব প্রভৃতি ছাহাবীর নিকট মছ্‌হফ আকারে লিপিবদ্ধ ছিল এবং শত সহস্র ছাহাবী হযরতের (দঃ) জীবদ্দশায় উহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, উল্লিখিত ছুরত দুইটি কোরআনের অপরিহার্য অংশ। এক্ষণে মু'তাযিলাদের অন্ধ অনুসরণে হযরত আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদের সেই ভ্রান্তির দিকে কটাক্ষপাত—করার উদ্দেশ্য কি? ছাহাবাগণ যেরূপ সম্মিলিত ভাবে ইব্‌নে মছ্‌উদের কোরআনের আয়ত সম্পর্কিত ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়াছিলেন, 'লহওল হাদীছে'র গীতবাদ্যরূপে ইব্‌নে মছ্‌উদ যে তফছীর করিয়াছেন, দুই চারিজন ছাহাবীও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কি?

(৪) ইবনে আব্বাছ স্বয়ং গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়াছেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ কিতাবুল আগানী নামক গীতি কাব্যের সংকলয়িতা আবুল ফর্জ ইছফিহানী কখনও এরূপ ব্যক্তি নহেন যে, শুধু তাঁহার উক্তির সাহায্যে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের গান শোনার কথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইছফিহানী সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে, কারণ এই অমূল্য পুস্তকখানাই পাকিস্তানে নাচ গান ভক্তদের কাছে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অপেক্ষাও অধিকতর প্রামাণ্য ও বরেণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর কথার কথা যদি ইব্‌নে-আব্বাছ—স্বয়ং, আল্লাহ নাকরুন, গান শুনিয়াও থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এই ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা সংগীতচর্চার বৈধতা কিছুতেই প্রমাণিত হইবেনা। কারণ ছাহাবাগণের কাহারও ব্যক্তিগত আচরণ শরয়ী—দলীলসমূহের অন্তরভুক্ত নয়। কোন বিদ্বানের, বিশেষতঃ ছাহাবীর ব্যক্তিগত আচরণ যদি তাঁহার রেওয়ায়তের খিলাফ হয়, তাহাহইলে অছুলে হাদীছ অনুসারে রেওয়ায়তকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে। হাফিয আবুবকর হাযেমী (—৫১৪) তাঁহার কিতাবুল ই'তিবার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

ان يكون احد الحديثين قولا والاخر فعلا، فالقول ابلغ فى البيان، ولان الناس لم يختلفوا فى كون قوله حجة واختلفوا فى اتباع فعله، ولان العمل لايدل بنفسه على شئ بخلاف القول فيكون اقوى –

অর্থাৎ যদি দুইটি হাদীছের মধ্যে একটি উক্তি আর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অন্যটি আচরণ সম্পর্কিত হয় তাহা হইলে উক্তির হাদীছটি অধিকতর সুস্পষ্ট বিবেচিত হইবে। বিদ্বানগণ উক্তির হাদীছের (কওলী) প্রামাণিকতা হুজ্জত) সম্বন্ধে দ্বিমত করেন নাই কিন্তু আচরণের হাদীছ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। কারণ আচরণ দ্বারা কোন কিছু নির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়না কিন্তু উক্তি দ্বারা তাহা হইয়া থাকে। সুতরাং কওলী— হাদীছ অধিকতর বলিষ্ঠ—১৯ পৃঃ।

শয়খুলইছলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—

عمل الراوى بخلاف روايته' هل يقدح فيها ؟ والمشهور عن احمد واكثر العلماء انه لايقدح فيها' لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث -

অর্থাৎ হাদীছের রেওয়ায়তকারী আপন রেওয়ায়তের বিপরীত কার্য করিলে তাহাতে রেওয়ায়তের কোন দোষ প্রমাণিত হইবে কিনা—এ সম্পর্কে ইমাম— আহমদ বিনে হাম্বল ও অধিকাংশ বিদ্বানের প্রসিদ্ধ অভিমত এইযে, তাহাতে রেওয়ায়তের কোন দোষ ঘটিবেনা। কারণ হাদীছ ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও বিবিধ কারণে রেওয়ায়তকারী কর্তৃক স্বীয় রেওয়ায়তের বিপরীত কার্য সংঘটিত হইতে পারে,—ইকৃতিযাউছ্-ছিরাতুল মুছ্‌তাকীম, ২৬ পৃঃ।

(৫) ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, প্রত্যেক কার্য বা বস্তুর সিদ্ধতা ও অসিদ্ধতা সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে ও স্পষ্ট আকারে কোরআনে আয়ত নাযিল হয়নাই। সুতরাং গীতবাদ্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কেহ যদি কোরআনে স্পষ্টাকারে কোন— স্বতন্ত্র আয়ত দেখিতে নাপায়, তাহাতে উহার সিদ্ধতা কখনও প্রমাণিত হইবেনা। শরাবের— নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোরআনে সর্বশেষে অবতীর্ণ হইয়াছিল যে,—

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوة فهل انتم منتهون -

শয়তান শুধু ইহাই ইচ্ছা করিয়া থাকে, যাহাতে হে মুছলিম সমাজ, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শরাব ও জুয়া দ্বারা শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ এবং নমায হইতে বাধা দেয়। তবে কি তোমরা শরাব ও জুয়া হইতে বিরত হইলে? —আল-মায়েদা, ৯০ আয়ত।

আয়তে উল্লিখিত খম্‌রের অর্থ আমরা শরাব করিয়াছি। অভিধানে প্রধানতঃ আঙুর চিপিয়া যে রস বাহির করা হয়, তাহাকেই খম্‌র বলে— কামুছ (২) ২৩ পৃঃ। অথচ বিদ্বানগণ অবগত রহিয়াছেন যে, এই আয়ত অবলম্বন করিয়াই সমুদয় মাদক দ্রব্য শুষ্ক ও সরস (Intoxicating drugs) শরীয়তে হারাম করা হইয়াছে এবং খম্‌রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে - ما خامر العقل অর্থাৎ যাহা বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া ফেলে। প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বস্তুর অসিদ্ধতার প্রমাণ পৃথক পৃথক ভাবে কোরআন হইতে প্রদর্শন করার আব্দার ধরিলে, আঙুরী শরাব ব্যতীত রম, পঞ্চ, ভটকা, হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, গাঁজা, আফিম, চরস, চণ্ডিকা প্রভৃতিকে হালাল বলিতে হইবে। ঠিকা ব্যভিচারকে নাজায়েয করা চলিবেনা, স্ত্রীর সংগে তাহার ফুফু, খালা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে একত্রিত ভাবে বিবাহ করার— অনুমতি দিতে হইবে। কারণ এসমস্তের অবৈধতা সম্পর্কে কোরআনে পৃথক পৃথক আয়ত স্পষ্টভাবে অবতীর্ণ হয় নাই। কোরআনে এরূপ বহু আয়ত রহিয়াছে, যাহা একাধিক অর্থবোধক অথবা অস্পষ্ট। সুতরাং উহাদের একটি মনোমত অর্থ গ্রহণ করা এবং অপরাপর অর্থ বর্জন করিয়া কঠোর আলোচনা ও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মডার্ণ মোল্লাইজমের পরিচায়ক। ভারতগুরু ওলীউল্লাহ সত্য কথাই বলিয়াছেন ঃ—

در احکام مستنبطه نزع کردن واحکام مذهب خود نمودن و وضع دیگر را برانداختن نزدیک من صحیح نیست' می ترسم که از قبیل تدارء بالقرآن باشد -

www.ahlehadeethbd.org

প্রতিপাদিত আদেশ নিষেধ লইয়া কলহ করা আর শুধু নিজের অভিমতকে প্রবল করা এবং অন্য যেসকল মছআলা প্রতিপাদিত হইতে পারে, সেগুলি পরিহার করা আমার বিবেচনায় সংগত কার্য নয়। আমার আশংকা হয়, এরূপ আচরণ কোরআন লইয়া ঠেলাঠেলির কার্য বলিয়া গণ্য হইবে—ফওযুল-কবীর ১০৪ পৃঃ।

দ্বিতীয় আয়ত

গীতবাদ্যের অবৈধতা সম্পর্কে কোরআনের—নিম্নলিখিত আয়তটিও উত্থাপন করা যাইতে পারে :

افمن هذا الحديث تعجبون و تضحكون
ولا تبكون وانتم سامدون -

তবে কি তোমরা এই কথায় আমোদ বোধ করিতেছ আর হাসিতেছ—কাঁদিতেছনা? আর গান গাহিতেছ? —আন্নজম ৬১ আয়ত।

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ তদীয় অদ্বিতীয় অনুবাদে—'ছামিদ' শব্দের অর্থ করিয়া- بازی کنندہ ছেন,—তামাশাকারী—ফতহুররহমান।

লিছানুল আরবে কথিত হইয়াছে :

السمود : اللهو و سمد سمودا لها و سمده الهاه و سمد سمودا غنی و قوله عزوجل و انتم سامدون فسر بالـلهو وفسر بالغناء - يقال اسمدی لنا ای غنی لنا و يقال للقينة اسمدينا ای الهينا بالغناء -

অর্থাৎ 'ছমুদ' 'লহও'কে বলা হয়। 'ছামাদা' অর্থাৎ ক্রীড়া কৌতুক করিল এবং 'ছামাদা' অর্থাৎ গান—গাহিল। আল্লাহর উক্তি 'ছামিদুন' শব্দের তফছীর করা হইয়াছে 'লহও' ও সংগীত (গানা)। বলা হইয়া থাকে 'আছমুদী লনা' অর্থাৎ আমার জন্য গান গাও। গায়িকাদাসীকে বলা হয় 'আছমুদীনা' অর্থাৎ আমাকে গান গাহিয়া তুষ্ট কর—(৪) ২০৩ পৃঃ।

যমখশরী বলেন, হিময়রী কথ্যে গীতকে 'ছমদ' বলা হয়—ইবনে আছীরের নিহায়া (২) ১৯৫ পৃঃ।

জওহরী তাঁহার ছিহাহ নামক অভিধানে লিখিয়াছেন, গায়ককে 'ছামিদ' বলা হয়, দণ্ডায়মানিতকে 'ছামিদ' বলা হয়। নিঃশব্দ ব্যক্তিকে 'ছামিদ' বলা হয়। গায়িকা দাসীকে বলা হইয়া থাকে 'আছমুদীনা'—অর্থাৎ আমাদিগকে গানের সাহায্যে স্ফূর্তি দাও এবং আমাদের জন্য গান গাও —(১) ২৩৫ পৃঃ।

এডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন তাঁহার অভিধানে 'ছামাদা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, He sang সে গান গাহিয়াছে। 'ছামিদ' ও 'ছামিদা' শব্দের তাৎপর্যে লিখিয়াছেন,

A singer or singing; a man or animal raising his head, a man standing, raising his head & with his breast erect. একজন গায়ক–গাহিতেছ; একজন মানুষ বা পশু তাহার মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। একজন মানুষ দাঁড়াইয়া, মস্তক উন্নত করিয়া এবং বুক টান করিয়া রহিয়াছে। যমখশরীর 'আছাছ' নামক অভিধান গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত বিভিন্ন অর্থের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে যে,—Because the Singer raises his head and erects his breasts যেহেতু গায়ক গান গাহিবার সময় মস্তক উন্নত আর বুক টান করিয়া থাকে এইজন্য গায়ককে 'ছামিদ' বলা হয়—১৪২৪ পৃঃ।

মজমউল বিহার নামক অভিধান গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, كانوا اذا سمعوا القرآن يتغنون - যেহেতু কাফিররা কোরআন শ্রবণ করার সময় গান গাহিত, তজ্জন্য তাহাদিগকে 'ছামিদুন' বলা হইয়াছে, —(২) ১৩৮ পৃঃ।

ইমাম বাগাভী মআলিমে লিখিয়াছেন, কোন বিষয়ে বিভ্রান্তি ঘটাকে 'ছমদ' বলা হয়। 'লহও'কেও 'ছমদ' বলা হয়। আরাবীতে বলা دع عنا سمودك - হয়—তোমার 'ছমুদ' রাখ অর্থাৎ এখন তোমার তামাশা রাখ। ইকরিমা হযরত আব্বাছের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, ইয়ামানীগণের কথ্যে সংগীতকে 'ছমদ' বলা হয়—(৪) ১১১ পৃঃ।

ইমাম ইবনেজরীর তবরীও কাতাদার প্রমুখাৎ ইকরিমার বাচনিক ইবনে-আব্বাছের উক্তি স্বীয় তফছীরে উধৃত করিয়াছেন। 'ছামিদুন' অর্থাৎ মুশরিকরা যখন কোরআন শ্রবণ করিত هوالغنا' كانوا اذا سمعوا তখন ক্রীড়া কৌতুক القرآن تغنوا ولعبوا -

www.ahlehadeethbd.org

করিত ও গান গাহিত।

ছুফ্‌য়ান ছওরী তাঁহার পিতার বাচনিক এবং তিনি ইকরিমার মধ্যস্থতায় ইবনে আব্বাছের উপরি উক্ত তফছীর রেওয়ায়ত করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইবনে নুজায়হ ও মিহ্‌রান প্রভৃতিও ইকরিমার বাচনিক ইব্‌নে আব্বাছের উল্লিখিত তফছীর রেওয়ায়ত করিয়াছেন—জামেউল বয়ান (২৭) ৪৮—৪৯ পৃঃ।

জালালায়নের টীকা জুমলে লিখিত হইয়াছে যে, বিখ্যাত আরাবী ভাষাতত্ত্ববিদ্ আবু উবায়দা 'ছমদের' অর্থ সংগীত করিয়াছেন। আরবের হিময়রীগণ বলিয়া থাকেন, ওগো বালিকা 'আছমুদী লনা'—অর্থাৎ আমাদের জন্য গান গাও—(৪) ২৮০ পৃঃ।

ইবনুল আরাবীও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন— ফত্‌হুল বয়ান (৯) ১৪৮ পৃঃ।

বয়যাভীও তাঁহার তফছীরে 'ছামিদুনে'র অর্থ করিয়াছেন ঃ—

لاهون او مستكبرون او مغنون لتشغلوا الناس عن استماعه من السمود وهوالغنا ـ

অর্থাৎ তামাশাকারী অথবা অহংকারী অথবা সংগীত গায়ক—মানুষকে 'ছমুদে'র সাহায্যে কোরআন হইতে বিভ্রান্ত করার জন্য,—'ছমদ' অর্থাৎ সংগীত (৪) ১৭৫ পৃঃ।

খাযিন তাঁহার তফ্‌ছীরে লিখিয়াছেন, তাহারা যখন কোরআন শ্রবণ করিত, তখন তাহারা গান গাহিত আর ক্রীড়া কৌতুকে মগ্ন হইত। বাদ্য যন্ত্র এবং গায়ককে—'ছামিদ' বলা হয়। অভিধানে মূলতঃ মস্তক উন্নত করার কার্যকে 'ছমদ' বলা হয়। 'ছামাদাল বাঈরো' অর্থাৎ উষ্ট্র মস্তক উন্নত করিয়াছে—(৪) ২১২ পৃঃ।

মদারিক ও ইবনে কছীরেও অনুরূপভাবে কথিত হইয়াছে—(২) ৩৮৬ ও (৯) ৩৩৯ পৃঃ।

হাফিয ইবনে কাইয়েম লিখিয়াছেন, 'ছমদে'র বিভিন্ন অর্থ যথা ঃ— বিভ্রান্তি, ভ্রান্তি, বিস্মৃতি, অহংকার ও ক্রোধ এবং গীতবাদ্যের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ গীতবাদ্যে এ সমস্তেরই সমাবেশ ঘটিয়াছে— ইগাছা ২৯৪ পৃঃ।

গীতবাদ্যের সমর্থকদলের কথা,

গীতবাদ্য জায়েযকারী মুফতীগণের আপত্তি এই যে ঃ

(ক) ইবনে আব্বাছ 'ছমদে'র অর্থ সংগীত করেন-নাই, করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবেনা।

(খ) হযরত আলী তাঁহার জন্য চুপচাপ ভাবে অপেক্ষাকারী মুছল্লীদিগকে 'ছামিদীন' বলিয়াছিলেন। হিময়রী ভাষায় 'ছামিদুনে'র অর্থ সংগীতকারী। কিন্তু কোরআনে বিদেশী ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হওয়া অধিকাংশ ইমাম ও আলেম স্বীকার করেননা।

(গ) ইকরিমার মত অবিশ্বস্ত রাবী খুব কমই খুজিয়া পাওয়া যায়। তিনি ইবনে আব্বাছের নামে বহু মিথ্যা হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইবনে আব্বাছের পুত্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এই খবীছটা আমার পিতার নামে মিথ্যা রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়া থাকে। সুতরাং ইবনে-আব্বাছ যে, "ছামিদুন" শব্দের অর্থ সংগীতকারী বলিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গীতবাদ্য জায়েযকারীগণের আপত্তির সারাংশ উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে তাঁহাদের প্রত্যেকটি উক্তির অসারতা নিম্নে প্রতিপন্ন করা হইবে—

والله ولى التوفيق و بيده ازمة التحقيق ـ

(ক ও খ) হযরত ইবনে আব্বাছ 'ছামিদ' শব্দের অর্থ সংগীতকারী বলেননাই, এরূপ উক্তি হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অনুসন্ধিৎসা ও সত্যপরায়ণতা বিদ্বানগণের প্রধানতম গৌরব। বিশেষতঃ শর্‌য়ী মছ্‌আলার তহ্‌কীক ক্ষেত্রে গা-য়ুরী ও হঠকারিতার কোনই মূল্য নাই। আমরা সাহিত্যিক এবং আভিধানিকগণের সাক্ষ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, দাঁড়াইয়া থাকা, চুপচাপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা, বুক উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা এবং গানগাওয়া সমস্তকেই 'ছমূদ' (سمود) বলা হয় এবং যমখ্‌শরীর মত অনন্যসাধারণ—সাহিত্যিক এবং ইব্‌নুল আরাবীর মত সুদক্ষ শব্দ-তত্ত্ববিশারদ 'ছমদে'র বিভিন্ন অর্থকে এই ভাবে সমন্বিত করিয়াছেন যে, সংগীতকারী সংগীত গাহিবার সময় তাহার মাথা উঁচু ও বুক টান করিয়া রাখে বলিয়াই তাহাকে 'ছামিদ' বলা হইয়া থাকে। সুতরাং হযরত আলী যদি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষমাণ দণ্ডায়মানিত মুছল্লীদলকে 'ছামিদীন' বলিয়া থাকেন, তাহাতে হযরত ইবনেআব্বাছ কর্তৃক 'ছামিদ'

www.ahlehadeethbd.org

শব্দের সংগীতকারী অর্থকরা অসম্ভব অথবা ভ্রান্তি-মূলক হইবে কেন? আমরা বহু প্রামান্য অভিধান হইতে প্রমাণিত করিয়াছি যে, ইবনে আব্বা'ছ কর্তৃক প্রদত্ত 'ছমদে'র অর্থ আরাবী সাহিত্যের স'হত সম্পূর্ণ-ভাবে সুসমঞ্জস এবং হযরত আলীর উক্তির তাহা কোন ক্রমেই প্রতিকুল নয়।

নির্দিষ্ট কোন আয়ত বা হাদীছ হইতে একাধিক মছ্আলা প্রতিপাদন করিতে আধুনিক তথাকথিত প্রগতিশীল মুফ্তীরদল যেরূপ অসম্মত, প্রত্যেক বস্তুর হিল্লত ও হুরমতের' জন্য তাহারা যেরূপ পৃথক পৃথক আয়ত দেখিতে ইচ্ছুক, সেইরূপ এই আধুনিক সাহিত্যাভিমানীরদল আরাবী ভাষায় একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য শুনিতেও নারায। এই কুসংস্কার ও রুচিবিকারের কারণ অসার অভিমান ও হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুখের বিষয়, এই দলের আব্দারসূত্রে আরাবী সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

হিম্য়রী কথ্যকে বিদেশীভাষা বলিয়া অভি-হিত করা চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক। কোরআন আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইয়ামানীগণ খাঁটি আরব। খাঁটি আরবগণের পরিচয় সম্বন্ধে—ঐতিহাসিক আবুল ফিদা লিখিয়াছেন :—

اول من نزل اليمن قحطان بن عابر بن شالح المقدم وقحطان اول من ملك ارض اليمن ولبس التاج ثم مات قحطان وملك بعده ابنه يعرب بن قحطان وهو اول من نطق بالعربية' ثم ملك بعده ابنه يشجب بن يعرب ثم ملك بعده ابنه عبد شمس بن يشجب وهو سبا وخلف سبا المذكور عدة اولاد منهم حمير –

সর্বপ্রথম যিনি ইয়ামানে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কহ্তান-বিনে আমির-বিনে শালিখ। ইনি ইয়ামানের প্রথম সম্রাট এবং তিনি সর্বপ্রথম মুকুটধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইয়া'রব সিংহাসনারূঢ় হন। **ইনিই সর্বপ্রথম আরাবীভাষায় কথা বলেন।** তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয়পুত্র ইয়াশহাব ও তাঁহার মৃত্যুর পর আব্দেশমূছ সম্রাট হন। এই আব্দে-শমূছেরই অপর নাম ছাবা (ইহারই নামে কোরআনে একটি ছূরত বিদ্যমান রহিয়াছে)। ছাবার জনৈক পুত্রের নাম **হিময়র**—(১) ৬ পৃঃ।

যরক্লী তাঁহার চরিতাভিধানে লিখিয়াছেন, কহ্তান বিনে আমির বিনে শালিখ বিনে আরফখশদ বিনে ছাম বিনে নূহ। কহ্তানই আরবগণের আদি-পুরুষ। হিময়র, কহ্লান্ তবাবেআ (ইয়ামানের রাজবংশ), লখমী (হিরার রাজবংশ), গছাছিনা (শামের রাজবংশ) প্রভৃতির প্রথম পিতা। আরব-গণের তিনটি শাখার অন্যতম একটি শাখার আদি পুরুষ। অসূরীয়দের সংগে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সম্রাট বা'লুছকে নিহত করিয়াছিলেন—(২) ৭৯ পৃঃ।

আবুলফিদা আরো লিখিয়াছেন যে, কহ্তানের বংশধরগণ খাঁটি আরব। কহ্তানের পুত্রগণের মধ্যে বনি জরহম্গণ অন্যতম। ইঁহারা হিজাযের—অধিবাসী। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (দঃ) তদীয় পুত্র হযরত ইছমাঈলকে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করার পর জরহমীগণ মক্কার নিকটবর্তী স্থান হইতে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—(১) ৯৯ পৃঃ।

ফলকথা, হিময়রী ও জরহমীগণ একই বংশো-দ্ভূত। ইঁহারা সকলেই খাঁটি আরব, ইহাদের ভাষাতেই পাক কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। হিময়রীভাষা বিদেশীদের ভাষা নয়। এরূপ অলীক উক্তিদ্বারা জনগণের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া তোলা প্রচলিত রাজনীতিক্ষেত্রে অথবা নিজের মতকে অন্যায়ভাবে বলবৎ করার পক্ষে সুন্দর হইতে পারে বটে, কিন্তু গবেষণা ও তহকীক ক্ষেত্রে অতিশয় নিন্দনীয় ও বিচিত্র!

তারপর কোরআনে হিজাযের বহির্ভূত কথা ব্যবহৃত হওয়ার সিদ্ধান্ত হযরত ইবনে—আব্বাছ, ইকরিমা, হাছান—বছরী, যহ্হাক, কতাদা, ইবনে-মযছরা, নাফে বিন্মুল আযরাক, ছঈদ বিনে জুবায়র,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ওয়াহাব বিনে মুনব্বাহ, ইবনুল আম্বারী, মোহাম্মদ বিনে আলী, আবুছালিহ ফর্‌রা, আম্‌র বিনে শুরহ্‌বিল, ইবনুল জওযী প্রভৃতি শতাধিক বিদ্বান গ্রহণ—করিয়াছেন—তফছীর ইবনে জরীর, ইত্‌কান (১) ১৪০—১৪৮ পৃঃ।

(ঘ) ইকরিমা সম্বন্ধে গীতবাদ্যের সমর্থকগণ যে সকল কটুক্তি করিয়াছেন তাহা সত্য কিনা, অতঃপর আমি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। রিজাল শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহ যথা, বুখারীর তারীখে কবীর, ছফীউদ্দীনের খুলাছা, যহবীর তযকিরাতুল হুফ্‌ফায, যহবীর মীযানুল ই'তিদাল, ইবনেহজরের হাদ্‌য়ুছ্‌ছারী ও ইবনেহজরের তহযীবুত্‌তহযীব প্রভৃতি ৬খানা গ্রন্থ হইতে ইকরিমা সম্বন্ধে বিদ্বানগণের সাক্ষ উধৃত করিব।

বুখারী বলেন, ইবনে আব্বাছের ক্রীতদাস ইকরিমা। ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাছ, আবু ছঈদ খুদরী ও জননী আয়েশার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করেন। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে জাবির বিনে যয়েদ ও আম্‌র বিনে দীনার প্রসিদ্ধ। জাবির বিনে যয়েদ ইকরিমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইকরিমা সর্বাপেক্ষা বড় বিদ্বান। ইমাম শা'বী, আইয়ুব ছখ্‌তীয়ানী তাঁহার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম মালিক তদীয় গ্রন্থ মুওয়াত্তার হজ্জ অধ্যায়ে ইকরিমার হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলেন, আমাদের দলভুক্ত বিদ্বানগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ইকরিমাকে গ্রহণ করেন নাই—(৪) ৪৯ পৃঃ।

আল্লামা ছফী উদ্দীন বলেন, ইকরিমা বিদ্যার অফুরন্ত সাগর, শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের অন্যতম। ইমাম শা'বী ও ইবরাহীম নখ্‌য়ীর উছতায। তাঁহার প্রতি কতিপয় বিদ্‌আতের অসত্য অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে। ইমাম শা'বী সাক্ষ দিয়াছেন, ইকরিমা অপেক্ষা আল্লাহর গ্রন্থের বড় আলেম আর কেহ বাঁচিয়া নাই। ইমাম ইজ্‌লী বলেন, ইকরিমা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। কতিপয় লোক তাঁহার প্রতি যে সকল দোষ আরোপ করিয়াছেন, সে সমস্ত হইতে তিনি মুক্ত। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, ইকরিমা বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তাঁহার হাদীছ গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে মুঈন বলেন, ইকরিমা বিশ্বস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাঁহার নিন্দাবাদ করে, তাহাকে ধর্মহীন বলিয়া জানিও। ইমাম আবু হাতিম বলেন, ইকরিমা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ইমাম নাছায়ী বলেন, ইকরিমা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আইয়ুব ছখতিয়ানী বলেন, ইকরিমা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আল্লামা ছফীউদ্দীন বলেন, ইকরিমা ছাহাবাগণের মধ্যে ইবনে আব্বাছ, আয়েশা, আবুহোরায়রা, আবু কতাদা ও মুআবিয়া এবং আরো বহু লোকের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে শা'বী, ইবরাহীম নখ্‌য়ী ও জাবির বিনে যয়েদ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—খুলাছা ২৭০ পৃঃ।

হাফিয যহবী বলেন, ইমাম ইকারিমা বিদ্যার অফুরন্ত সাগর। ইমাম বুখারী তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইকরিমা বছরা নগরীতে পদার্পণ—করিলে তাঁহার সম্মানার্থে হাছান বছরী তফছীরের শিক্ষাদান ও ফত্‌ওয়া প্রদান করার কার্য্য স্থগিত রাখিতেন। ইবনে ছঅদ বলেন, বিদ্যা ও হাদীছশাস্ত্রে ইকরিমা অগ্রগণ্য, জ্ঞানসমুদ্র সমূহের অন্যতম সমুদ্র। কতাদা বলেন, ইকরিমা তফছীর বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ। ছঈদ বিনে জুবায়র জিজ্ঞাসিত হন, তফছীরশাস্ত্রে আপনার চাইতে অধিকতর পারদর্শী কে? তিনি বলিলেন ইকরিমা। ইবনো আবিহাতিম বলেন, আমার পিতা আবুহাতিম বলিয়াছেন, ইকরিমা বিশ্বস্ত ব্যক্তি, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রমুখাৎ হাদীছ রেওয়ায়ত করিলে তাহা গ্রহণ কর। উছমান বিনে হাকিম বলেন, আমি একদা বিখ্যাত ছাহাবী আবু-উমামার নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় ইকরিমা আসিয়া আবু উমামাকে বলিলেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কছম সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইবনে-আব্বাছ আমার সম্বন্ধে কি একথা বলেন নাই যে, ইকরিমা আমার নামে যাহা রেওয়ায়ত করিবে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিও, ইকরিমা আমার নামে কদাচ মিথ্যা বলিবেনা? আবু উমামা জওয়াব দিলেন: হঁ! হাফিয ইব্‌নে হজর বলেন, এই রেওয়ায়তের ছনদ ছহীহ্‌। ইমাম মরওয়াযী বলেন, বিদ্বানগণের মধ্যে অধিকাংশ এবিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, ইকরিমার হাদীছ গ্রহণযোগ্য, আমাদের যুগের হাদীছশাস্ত্র বিশারদগণও এবিষয়ে একমত হইয়াজেন। ইমাম

(অবশিষ্টাংশ ৫৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্ম ও ধর্মীয় নীতি

মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি

যে আদর্শের রূপায়ণে ইউনিয়ন অব সোসিয়ালিস্ট সোভিয়েট রাশিয়া [U. S. S. R] এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ চেষ্টিত, দ্বন্দ্বনিষ্ঠ জড়বাদ [Dialectic Materialism], ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা [Materialistic Interpretation of History] এবং পূর্ণ নাস্তিক্যবাদের [Atheism] উপরই তা প্রতিষ্ঠিত। দ্বন্দ্বনিষ্ঠ জড়বাদের সারকথা নশ্বর দেহকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত—দেহই মানবের সর্বসার, অন্য জৈব পদার্থের ন্যায় তার আসল সমস্যা একমাত্র দেহের প্রয়োজনের পরিপূরণ। আত্মা বা পরমাত্মা বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্ব নাই, উহা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শোষক দলের স্বকপোল কল্পিত আবিষ্কার মাত্র। মন শারীরিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। সামাজিক স্তরে—মানবজাতির আদিঅন্ত ইতিহাসে, শ্রেণী সংঘর্ষের ভিতর দিয়া উহা কেবলই আক্রমণ ও প্রতিরোধমূলক কূটকৌশল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহাশক্তিমান বিশ্বপ্রভুর অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর পর কর্মফলের জন্য নবজন্ম লাভের মতবাদ এই সংঘর্ষে দুর্বল ও শোষিতের বৃহৎ দলকে অবনমিত ও মোহাচ্ছন্ন রাখার জন্য ক্ষুদ্র শোষক গোষ্ঠির একটি ফন্দিময় সুকৌশল মাত্র। সোভিয়েট কম্যুনিজম এই নাস্তিক্যবাদী জড়বাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। উহা পৃথিবীর প্রচলিত যে কোন ধর্মের প্রতি শুধু অসহিষ্ণুই নয়—উহাদিগকে সর্ব অনিষ্টের মূল ভাবিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্যও দণ্ডায়মান।

মার্কস ও এঙ্গেল্‌স এই মতবাদের নবোদ্ভাবক, লেনীন সোভিয়েট রাষ্ট্রে উহার প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত দেশে সুদীর্ঘ দুই যুগাধিক কাল এই আদর্শের রূপায়নে ষ্ট্যালিন ক্ষমতার একনায়কত্বের পরিচালক। আমরা প্রথমেই উহাদের উচ্চারিত ঘোষণা বাণী হইতে এই ভয়ঙ্কর মতবাদের স্বরূপ আল্লাহ বিশ্বাসী, পারলৌকিক জীবনের উপর আস্থাশীল এবং ধর্ম ও নীতির উপর বিশ্বাসপরায়ণ পাঠকদের সম্মুখে—উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করিব।

মার্কস ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেন, It is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the drown-trodden creature—it is the opium. "ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করে নাই বরং মানুষের মস্তিষ্কেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম নিষ্পেষিত মানবগোষ্ঠির মূর্তিমান আর্ত্তনাদ উহা অফিম স্বরূপ। * আল্লাহর উপর বিশ্বাসকেই তিনি দুনয়ার যুল্‌ম ও অত্যাচারের মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই উহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাঁহার অন্ধ স্তাবকদলকে লক্ষ করিয়া তিনি বলেন, The Idea of God must be destroyed, it is the key stone of a perverted civilisation. "আল্লাহর কল্পনা মানব মন হইতে উৎখাত করিতে হইবে। বিকৃত সভ্যতার উহাই মধ্য প্রস্তর। ¶

মর্কসের সহকর্মী এঙ্গেল্‌স বলেন, The first word of Religion is a lie. ধর্মের প্রথম কথাই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। ¶ মার্কস ও এঙ্গেল্‌স তাঁহাদের যুক্তভাবে লিখিত এবং কম্যুনিজমের বাইবেলরূপে আখ্যাত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বলেন, এ পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থার যে ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস। মানব সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: ১ম, বুর্জোয়া বা শোষকশ্রেণী, ২য়, প্রোলেটারিয়েট বা নিগৃহীত শ্রেণী। বুর্জোয়ার দল নানা উপায়ে শক্তি অর্জন পূর্বক চিরদিন বিচিত্র পদ্ধতিতে দুর্বলের উপর নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন ও শোষণ চালাইয়া আসিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার

* Mauris Hindus—Mother Russia P. 212
¶ M. M. Hassain—Islam & Sosialism P. 329

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবিষ্কার এবং পাপপুণ্যের কাহিনী কায়েমী স্বার্থবাদীদের একটি মস্ত বড় ভাঁওতা মাত্র। ধর্ম্ম ও নৈতিকতার আবরণ শোষণের এক সুকৌশল ফন্দী ভিন্ন আর কিছুই নহে। *

মার্কসীয় কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠাতা লেনীন তাঁহার স্বরচিত Religion গ্রন্থে বলেন, Religion is one of the forms of that spiritual yoke which always and every where has been laid on the masses of people crushed dy poverty. The weakness of the exploited classes in their struggle with their oppressors inevitably produced a faith in a better life in the next world, Religion teaches such men who work and endure poverty all their lives, humility and patience by holding out the consolation of heavenly reward. Religion is the opiate of the people, a sort of spiritual vodka, meant to make the slaves ot capitalism, reduce their human form and their aspirations to a semi decent existence. † "ধর্ম এমন একটি অশরীরী খেয়াল যাহা সর্বদেশে ও সর্বযুগে দারিদ্র প্রপীড়িত দুঃস্থ জনগণের কাঁধের উপর চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। শক্তিশালী যালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিহীন মযলুমের দুর্বলতা ও অসহায়তাই পারলৌকিক জগতের শ্রেয়তর জীবনের বিশ্বাসকে জন্ম দিয়াছে। যাহারা অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন যাপনে বাধ্য হয় ধর্ম তাহাদিগকে স্বর্গীয় পুরস্কারের আশ্বাস দিয়া ধৈর্য্য এবং বিনয়শীলতার শিক্ষা প্রদান করে। ধর্ম জনগণের জন্য আফিম—এক প্রকার আধ্যাত্মিক শরাব। ধনতন্ত্রের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার—উদ্দেশ্যে উহাদের মানবীয় সত্বাকে পর্যুদস্ত এবং তাহাদের আকাঙ্খা ও অভিলাষগুলিকে অবদমিত করিয়া দেওয়াই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

ষ্ট্যালিন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শ্রম-প্রতিনিধি দলের এক সাক্ষাৎকারে ধর্মের প্রতি কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,—

The party cannot be neutral in respect to religion, it wages an anti-religious propaganda against all religio is prejudices, because it stands for science. There are cases of party members interfering with the full development of anti-religions propaganda. It is good that such members are expelled. *

"কম্যুনিস্ট পার্টি ধর্মসম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতে পারেনা। সর্ববিধ ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টিকে এক ধর্মবিরোধী অভিযান ও প্রপাগাণ্ডা পরিচালনা করিতে হইয়াছে। কারণ পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক। ধর্মবিরোধী প্রপাগাণ্ডার পূর্ণ সাফল্য লাভের অভিযানে যে সব পার্টি-সদস্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করে তাহাদিগকে সদস্য পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই সর্বদিক দিয়া মঙ্গলকর।"

ধর্মের সহিত নীতি শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নীতি নৈতিকতার সহিত যখন ধর্মের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় তখন উহা একটি আপেক্ষিক বিষয়ে পরিণত হইয়া যায়। ঊর্ধ জগতের নির্দেশ নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বের মান দেশ, কাল, পাত্র এবং অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গে পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। মার্কসীয় দর্শনে ঊর্ধ জগতের কল্পিত (?) বিধাতার নির্ধারিত নৈতিক মানের কোন স্থান নাই। মার্কসবাদীগণ সমস্ত নীতিতত্ত্বকেই আপেক্ষিক মনে করিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে সভ্যতার সৃষ্টি হইতেই সমাজকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে আর নীতিশাস্ত্র চিরদিনই প্রবলকে দুর্বলের উপর নিরুপদ্রব শোষণ চালাইবার অধিকার প্রদান করিয়া আসিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অধিকারের প্রতি সম্মানবোধ, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি, অত্যাচারের সম্মুখেও বিনয় নম্রতা প্রদর্শন, দয়া ও দাক্ষিণ্য, সৌজন্য ও সদাশয়তা, অঙ্গীকার পালন ও অল্পে সন্তোষের শিক্ষা তাহাদের নিকট শোষিত জনবৃন্দকে দাবাইয়া রাখার শয়তানি কারসাজি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কম্যুনিস্টিক দর্শনের অন্যতম উদ্ভাবক এঙ্গেলসের মুখেই উক্ত দর্শনের ব্যাখ্যা শোনা যাক। তিনি বলেন, "আমরা কোন বাক্যকেই শাশ্বত, চিরন্তন এবং পূর্ণ পরিণত মনে করিনা। সমগ্র নৈতিক জগৎ কতিপয় নীতিকে অপরিবর্তেয়, চিরস্থায়ী ও সনাতন সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে বলিয়াই আমরা উহাকে স্বীকার করিতে পারি না। আমরা জগতের ঐতিহাসিক গতি প্রকৃতির—সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর এই বিশ্বাসেই উপনীত হইয়াছি যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নীতিতত্ত্ব জগতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির

* মন্মথ সরকার—কালমার্কস, ১০৮ পৃঃ।
† M. M. Hussain—Islam and Socialism, P. 329.
* Dr. K. A. Hakim—Islam and Communism, P 82.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিভিন্ন ধাপের প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া বা স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। যেহেতু সমাজ এ পর্যন্ত শ্রেণী সংঘর্ষের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে— নীতি নৈতিকতার মানও তাই শ্রেণী বিশেষের দ্বারাই নিরূপিত হইয়া আসিয়াছে। কোন সময় সমাজ শাসকগোষ্ঠির কর্তৃত্ব ও স্বার্থকেই ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া সমর্থন যোগাইয়াছে আবার যখন অত্যাচার-অতিষ্ঠ মযলুম জনগণ যালেম শাসকের বিরুদ্ধে— বিদ্রোহের ধ্বজা উত্থিত করিয়া সফলকাম হইয়াছে, তখন এই উত্থানকেই ন্যায়ের শিরোপায় বিভূষিত করিয়াছে।" তাই ইতিহাসের বর্তমান স্তরে মার্কস, এঙ্গেলস এবং তাহাদের অনুসারীবৃন্দের মতে নিগৃহীত জনগণের ক্ষমতা দখলের অতি প্রয়োজনীয়তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে কোন পন্থাকেই ন্যায় সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। তাই মার্কসের মন্ত্রশিষ্য লেনীন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন :— We say Morality is what serves to destrory the old exploiling socity and to unite all the toilers around the proletarat, which is creating a new communist society. We do not believe in an eternal morality, (Address to the 3rd congress of the Russian young Communist league of october 2nd, 1920)

"আমরা বলি: "আমাদের নিকট সেই কাজই ন্যায়সঙ্গত, সেই পদ্ধতিই নীতির সহিত সুসমঞ্জস যে কার্যের দ্বারা এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা পুরাতন শোষক সমাজের ধ্বংস সাধন করিতে পারিব এবং সমস্ত মেহনতী জনবৃন্দকে সেই সর্বহারার দলে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিব যাহারা একটি নব— সমূহবাদী সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। আমরা কোনরূপ শাশ্বত চিরন্তন নীতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নই।"

সুতরাং কমুনিস্টদের অভিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পথে লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতা, নিলর্জ শঠতা ও প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও কপটতা, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি, লাম্পট্য ও ব্যভিচার প্রভৃতি যদি সহায়ক বিবেচিত হয়, এমন কি এই সব চিরগর্হিত সর্বধিকৃত কার্য যদি উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রমাণিত না হয় তাহা হইলে উহা কদাচ অন্যায় নিন্দনীয়, অসঙ্গত ও নীতি বিগর্হিত কার্যরূপে আখ্যাত হইবেনা।

বাস্তব জীবনে এই আদর্শ ও নীতির প্রত্যক্ষ ফল যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। যে কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই যখন একমাত্র লক্ষ্য, লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পথের ভালমন্দের বিচার বিবেচনার যখন কোন বালাই নাই, নির্লজ্জ ভোগবিলাসিতা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্যও যখন কোন জওয়াবদীহির আশঙ্কা নাই তখন সহজেই সর্বদিক উচ্ছৃঙ্খলতার বান উদ্দাম হইয়া উঠিল, চতুর্দিকে সীমা অতিক্রান্ত হইল, ভোগউন্মুখ যুবকযুবতির দল যুগযুগান্তরের ধর্মের বাঁধন, সমাজের শাসন ও নীতির বেড়াজাল সমূলে উৎপাটিত করিয়া এবং শিকড়সমেত উহা সাগরজলে ভাসাইয়া দিয়া দেহের ক্ষুধা ও প্রবৃত্তির সাধ মিটাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ব্যাপার এতদূর গড়াইয়া গেল যে, বহির্বিশ্বের কম্যুনিস্ট দর্শনের বড় বড় সমর্থক ও খাঁটি পৃষ্ঠপোষকগণ পর্যন্ত ভয়ে আৎকাইয়া উঠিলেন এবং স্বয়ং সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ভবিষ্যৎ অন্ধকারের নিশ্চিত আশঙ্কায় এই উত্তেজিত দুর্মদ প্রবৃত্তির দুর্দম ছয়লাবের সাময়িক গতিরোধে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে বাধ্য হইলেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্মের বর্তমান অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রাসঙ্গিকভাবে সোভিয়েট নীতিবোধের পরিচয় এবং উহার স্বাভাবিক পরিণামের সামান্য আভাষ দিয়া পুনঃ খালেছ ধর্মাবস্থার— পর্যালোচনায় প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে কমুনিস্ট আদর্শের জন্মদাতা এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচালকগণের মতামত জ্ঞাত হওয়ার পর একথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার পর উৎকট জড়বাদী এবং চরম নাস্তিক্যধর্মী রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতৃ দল পরমোৎসাহে কমুনিস্ট রাশিয়া হইয়া চিরতরে ধর্মকে নির্বাসিত এবং সোভিয়েটবাসীর অন্তর হইতে ধর্মমোহ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার জন্য যে কোন সম্ভাব্য পন্থা অবলম্বন করিবেন। সত্যসত্যই তাঁহারা এব্যাপারে নব ধর্মপ্রচারকের উদ্যমসহকারে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু কোটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোটি মানবসন্তান বংশানুক্রমিকভাবে যে ধর্মভাবকে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের রক্তমাংস, মস্তিষ্ক এবং শিরাউপশিরায় পাইয়া আসিয়াছে এবং যে সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাসকে যুগযুগান্তর হইতে অন্তরে জিয়াইয়া রাখিয়াছে উহাকে সহজে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলনা। আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ছাড়াও বহির্বিশ্বের প্রতিবাদ এবং বিরুদ্ধ মনোভাবকে কোন কোন সময় বাধ্য হইয়া উক্ত নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্রপরিচালকগণকে মূল্য দিতে হইয়াছে। বিপ্লবের পর নবপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রাষ্ট্রে যখন অর্থনৈতিক দুর্গতি চরম সীমায়—আসিয়া পৌঁছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী রুষের বিরাট ইলাকা জার্মান পদানত করিয়া ফেলে এবং যখন পর্যুদস্ত ও আসন্ন পরাভব রুষবাসীর ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনঃ সংস্থাপনের আশ্বাসবাণী শুনাইতে থাকে তখন বাধ্য হইয়া ধর্ম সম্পর্কে সোভিয়েটের দমননীতিকে সাময়িকভাবে পরিবর্তিত করিয়া তৎস্থলে ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি দেশে ও বিদেশ প্রচারের এবং কিছু কিঞ্চিৎ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সঙ্কটত্রাণ এবং অবস্থা কিছুটা সামলাইয়া লওয়ার পর পুনঃ ধর্মউৎসাদন নীতি নূতন ভাবে পরিকল্পিত এবং উহা কার্যকরী করার চেষ্টা চলে। কিন্তু সে চেষ্টাও কি আজও পুরাপুরি ফলবতী হইয়াছে? লৌহ আবরণীয় দুশ্ছেদ্য পর্দা ভেদ করিয়া এপর্যন্ত এই নীতির পরিচয় এবং উহার বাস্তবায়নের যে ব্যবস্থাপনার সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ধর্মবিশ্বাসী বহির্বিশ্বের পক্ষে যেমনই বিভ্রান্তিকর তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা নিম্নে আমাদের পাঠক পাঠিকাদের সামনে এই বিভ্রান্তিকর ও কৌতূহলোদ্দীপক রহস্যের যবনিকা কিঞ্চিৎ উত্তোলনের চেষ্টা করিব।

বিপ্লবের শুরু হইতেই কম্যুনিস্টগণ ধর্মযাজকদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিতে থাকে। বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পরপরই চার্চের অন্তর্ভুক্ত জমিসমূহ বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। সমস্ত স্কুল কারিকুলাম হইতে ধর্ম শিক্ষাকে নির্বাসিত করা হয়। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি শিক্ষায় একদিকে কম্যুনিজমের মুক্তি তত্ত্ব ও উহার বৈজ্ঞানিকতা, অপরদিকে পারলৌকিক জীবনের ভণ্ডামী ও ধর্মের অসারতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়। যে সব শিক্ষক নূতন আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না অথবা যাঁহাদের কম্যুনিজমের প্রতি আনুগত্য সন্দেহের ঊর্ধে ছিল না তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ধর্ম শিক্ষা নিষিদ্ধ হয়, তাই নয়। নব প্রবর্তিত আইনে আঠার বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেমেয়ের চারিজনের ঊর্ধসংখ্যক কোন সমাবেশে যে কোন ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলা বে-আইনী ঘোষিত হয়। ১৯২৩ সালে এই আইনকে কঠোর ভাবে কার্যকরী করা হয়। ক্যাথোলিক আর্কবিশপ Ceiplak এবং আরও বহু ধর্মযাজককে যুবকবৃন্দের ধর্ম শিক্ষাদানের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। উক্ত আর্কবিশপ এবং তাঁহার প্রধান সহকারী মঁশিয়ো Budkiewicz কে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে বলশেভিক আইনে একটি মস্ত বড় ভাওতা রহিয়াছে। উহার উদ্দেশ্য বাহিরের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা। বলশেভিক গঠনতন্ত্রে ধর্ম-বিশ্বাস পোষণকে কাহারও জন্য নিষিদ্ধ করা হয় নাই, শুধু অপরের নিকট উহার প্রচারণাকে অর্থাৎ ধর্মপ্রচারকের ব্রতকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। স্কুল কলেজের শিক্ষাব্রতীদের অন্তর হইতে ধর্মের প্রতি সহানুভূতির শেষ চিহ্নটিকে নির্মূল করিয়া এবং প্রাচীনপন্থী পিতামাতার ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা এবং বিদ্রোহের ভাব জাগরিত করিয়া সুকৌশলে ধর্মের মূল দেশ কর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অথচ বহির্বিশ্বে বিভ্রান্ত প্রচারণার এই সুযোগ রাখা হইয়াছে যে, আমাদের গঠনতন্ত্রে কোন রুশ নাগরিকের পক্ষে যে কোন ধর্মমত পোষণ নিষিদ্ধ নয়। ১৯১৮ সালের সোভিয়েট সরকারের এই ঘোষণা বাণী বাহিরে ফলাও করিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে যে, "A citizen may practise any religion he chooses or none at all" রুশ নাগরিকগণ ইচ্ছা মত যে কোন ধর্ম পালন করতে পারে অথবা ধর্ম মাত্রকেই অস্বীকার করিতে পারে।" * উক্ত ঘোষণা বাণীতেই যে কোন ধর্মীয় ব্রত ও আচার অনুষ্ঠান

* V. KARPINSKY—The Social and state stucture of the U. S, S. R. P. 138.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পালনের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, "সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সমাবেশের জন্য উপাসনার স্থান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্রব্যাদি বিনা মূল্যে মনযুর করা হইয়া থাকে।" কিন্তু ১৯২৯ খৃঃ R, S, F. S,R. এর সোভিয়েট কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে এবং স্ট্যালিন গঠনতন্ত্রে স্পষ্টতর ভাবে ঘোষণা করা হয়—

It assures their right to the free performance of Religious rites and Ceremonis. At the same time the constitution also guarantees the right to engage freely in anti-religions propaganda. "ষ্ট্যালিন গঠনতন্ত্র সমস্ত (ধর্ম বিশ্বাসী) নাগরিকদিগের জন্য স্বাধীন ভাবে তাহাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনের অধিকার স্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গঠন তন্ত্র নাগরিকদিগকে ধর্মবিরোধী প্রপাগাণ্ডা পরিচালনার পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারাণ্টিও প্রদান করে। *

বিবেকের আযাদী এবং স্বাধীনতার এই—ম্যাগনাকাটা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, একজন সোভিয়েট নাগরিক ইচ্ছামত যেকোন ধর্মমত পোষণ করিতে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতে পারে কিন্তু তার সেই বিশ্বাস এবং ব্রতপালনকার্যকে—নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে, অপর কাহারও নিকট উহা প্রচার করিতে পারিবে না, অপর কাহাকেও তাঁহার ধর্মের ব্যাখ্যা সে শুনাইতে পারিবে না, এমন কি শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্যিক প্রচারণার এই প্রগতির যুগে বাইবেলের মুদ্রন কিম্বা বিদেশ হইতে আমদানীর অনুমতিও মিলিবে না—অথচ অন্য দিকে ধর্মবিরোধী প্রপাগাণ্ডা এবং নাস্তিক্য বাদী মতবাদের প্রসার ও প্রচারের জন্য সরকার ও পার্টির তরফ হইতে কী বিপুল সমারোহ, কী অদম্য উৎসাহ আর সমর্থন দানের কত অন্তহীন আয়োজন!

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মস্কোর বৈদেশিক ভাষায় পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান (Foreign Languages Publishing House) হইতে ইংরাজীভিজ্ঞ জগতের জন্য প্রকাশিত The Social & State Structure of the U. S. S, R. পুস্তকে সগর্বে ঘোষণা করা হইয়াছে,—The Soviet state protects all its citizens alike, irrespective of their religious persuasions and their attitude towards religion. It not only takes no action against those who believe that a supernatural power governs the destinies of people, but protects them from all religious persecution.— Page—140. সোভিয়েট ষ্টেট রাষ্ট্রের নাগরিকগণের প্রত্যেককে—সে যেকোন ধর্মমত অনুসরণ এবং ধর্ম-সম্বন্ধে যে কোন অভিমত পোষণ করুক না কেন—নির্বিচারে সমভাবে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যাহারা এক অতিন্দ্রীয় অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে বিশ্ব নিয়ন্তা ও মানুষের অদৃষ্টের নিয়ামক বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে স্বয়ং সরকার পক্ষ হইতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন দূরে থাকুক, তাহাদিগকে অন্য যে কোন তরফের ধর্মীয় নিগ্রহ ও নিপীড়ন হইতেও সংরক্ষিত রাখেন।

কম্যুনিস্ট রুশ সরকারের ধর্মের প্রতি এই উদার ও নিরপেক্ষ নীতির দাবী কত বড় মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তাহা পরবর্তী বিবরণ ও আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। সর্বপ্রথম সোভিয়েট রাষ্ট্রে বহুবিধ কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রশংসামুখর—ইংরাজ লেখক বার্ণার্ড প্যারেসের (Bernard Pares) বিবরণ হইতে উপরোক্ত উক্তি যাচাই করা যাউক! তাঁহার বহুল প্রচারিত RUSSIA গ্রন্থ হইতে ইতিপূর্বেই উহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে, এখন তাঁহার উক্ত গ্রন্থের Anti-Religion সন্দর্ভের কিছু তর্জমা উধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—"কম্যুনিস্টগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের স্বাধীন জ্ঞান চর্চার চাইতে ধর্ম হইতে অধিকতর ক্ষতির আশঙ্কা পোষণ করেন। কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন, এই দুর্জেয় ধর্মবোধ দেশবাসীর অন্তরকে এমন ভাবেই জড়াইয়া আছে যে, উহা হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না।

কোন্ এক অজ্ঞাত প্রেরণায় কী এক রহস্য-গূঢ় ভাবোন্মাদনায় বার বার উহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রূপে শাসন শক্তি করায়ত্ত করার ১০ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট সর-

* Do, P 139, & Islam & Communism P 87

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিছমার করিয়া ফেলে। অপেক্ষাকৃত কম সন্দেহজনক ব্যাপটিষ্ট ও নন্ কনফরমিষ্ট দলগুলিও নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্মম নিষ্পেষণের শিকারে পরিণত হয়। গির্জার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়কগণের অধিকাংশকেই সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতে প্রকৃতির রুদ্র কঠিন—আবহাওয়ায়' প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে কতক মরিয়া যান, কতককে মলোভেটস্কর বন্দী শিবিরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

রাশিয়ার ধর্মীয় বিশ্বাসকে নানাভাবে বিদ্রূপ করা হয়। মস্কোতে একটি Anti-Religious Museum বা ধর্ম বিরোধী যাদুঘর স্থাপিত হয়, সেখানে একদিকে প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রামাণিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যার অসারতা ও অবৈজ্ঞানিকতা বহুবিধ চার্ট ও চিত্রাদির সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়। দুইজন বৈমানিকের স্বাক্ষরিত এই বিদ্রূপ বাণী পত্রিকায় ছাপাইয়া প্রচার করা হয় যে, আমরা ঊর্ধাকাশে বহুদূর উড়িয়া এবং ব্যাপক সন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিলাম, কোথাও ঈশ্বরের সন্ধান পাইলাম না, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব নাই।

ধর্মের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনা করিতেছেন এমেলিয়ান ইয়ারোভেস্কী নামক এমন একজন শক্তিমান এবং বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষ যিনি একদিকে মূলহেদ সমিতির (Union of the Godless) সভাপতি, অন্য দিকে সরকারের অন্যতম শক্তিশালী সদস্য। গোড়াতে অবিশ্বাসীদের এই সংস্থা একটি স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন রূপে আবির্ভূত হইলেও সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া একদিনের জন্যও উহার অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভবপর ছিল না।

১৯২৯ সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধর্মীয় প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং ধর্মবিরোধী প্রচারণা আইন সঙ্গত ঘোষিত হওয়ার কথা আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি। এই বছরেই ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের সমাজ-কল্যাণমূলক কার্য সমূহের উপর বহুবিধ বিধিনিষেধ একের পর এক আরোপিত হয়। চার্চ কর্তৃক সমবায় সমিতি গঠন, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাহায্য প্রদান, পাঠাগার পরিচালনা, খেলাধুলার ব্যবস্থাপনা এবং সর্বপ্রকার সমাজ—কল্যাণকর কর্মতৎপরতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যাজকদিগের সহরের অভ্যন্তরে বসবাসের অধিকার হরণ করা হয়, তাঁহাদিগকে গ্রামে চাষীদিগের সহিত বাস করিতে হয়, শুধু প্রয়োজনের সময় সহরে আগমনের অনুমতি দেওয়া হয়— গ্রামেও যে সব কৃষক তাহাদিগকে আশ্রয় দেয় তাহাদের ঘাড়ে অতিরিক্ত করভার চাপান হয়। ধর্মীয় শিক্ষা স্কুল কারিকুলাম হইতে ইতিপূর্বেই অপসারিত হইয়াছিল, এখন ধর্ম-বিরোধী শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

কম্যুনিস্টগণ যখন ঘোর জবরদস্তী পূর্বক চার্চ সমূহ বন্ধ করিয়া দিতে অগ্রসর হয় তখন জনগণের পক্ষ হইতে প্রবল বাধা আসে এবং কাজটি সহজ প্রতীয়মান হয়না, ফলে তাহারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এক সহজতর পথ অবলম্বন করে। চার্চের উপর এই আঘাত আসে সমষ্টিকরণের (Collectivisation) ভিতর দিয়া। হস্ত প্রদর্শনদ্বারা অধিকসংখ্যকের ভোটে যেমন ক্ষেত্র প্রভৃতির একত্রিকরণের কাজ আরম্ভ করা হইত তেমনই কম্যুনিস্ট কর্মীদের উদ্যোগে অধিকাংশের ভোটে একের পর এক গ্রাম্য গির্জা সমূহ বন্ধ করিয়া দিয়া উহাকে পাঠাগার কিম্বা ক্লাবঘরে অথবা অন্য কিছুতে পরিণত করার কাজ অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল। এইরূপে সহরেও ধর্মবিরোধী কার্যক্রম অনুসারে বহু গির্জা বন্ধ হইয়া যায়, যদিও কিছু সংখ্যা গির্জা অটুট অবস্থায় রাখিতে হয়।

মরিস হিণ্ডাস (Mauris Hindus) তাঁহার Red Bread পুস্তকে রাশিয়ার আল্লাহ্ ও ধর্মের করুণ-ছবি এক যাজক-দম্পতির মর্মান্তিক বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রাম্য যাজক তাঁহার সহধর্মিণীর সহিত আলাপ করিতেছেন। রাশিয়ার ধর্মীয় অধোগতি এবং চতুর্দিকের ধর্মবিরোধী অভিযান ও উহার পরিণাম ছিল আলোচনার বিষয় বস্তু। অবস্থাদৃষ্টে বুদ্ধিভ্রষ্ট পাদরী সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছেন, স্ত্রী বলিতে-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেন। "আমাদের গাভী ও আমাদের মোরগমুরগীর পাল থেকে আমাদের যা প্রয়োজন তাতো পাচ্ছিই। আমাদের দিন বেশ চলে যাচ্ছে। সব চাইতে দরকারী কথা এই যে, কিছুতেই আমাদের সাহস হারালে চলবে না, আমাদের বিশ্বাসকে অটুট রাখতেই হবে। বিশ্বাস আর সাহস যার অন্তরে আছে তাঁর বেঁচে থাকার যেমন অধিকার আছে, তেমনি তার সামনে জীবন ধারণের জন্য একটা আদর্শও আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত নও?"

"এক মতই বটে," পাদরী উত্তর দেন, "কিন্তু ভেবে দেখ, আমাদের দেশের সমগ্র যুবসমাজ সদাপ্রভু আর তার উপাসনাগারের নিন্দায় পঞ্চমুখ, ঘৃণায় নাসিকা তাদের কুঞ্চিত। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত স্রষ্টা এবং তাঁর উপর বিশ্বাস ঔদ্ধত্য সহকারে উপহসিত, বিশ্বাসী জনবৃন্দ বিদ্রূপের নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জরিত কিন্তু আশ্চর্য যে এর প্রতিক্রিয়ায় ঊর্ধাকাশ এতটুকুও আন্দোলিত হচ্ছেনা, কোথাও কোন কিছুই ঘটছেনা! তুমি কি এটা ভাবনা, যদি তিনি নিজেকে প্রকাশিত করতেন, তাঁর রুদ্র ভৈরবমূর্তি প্রকটিত করে তুলতেন, লোক দলে দলে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতো? অবশ্য একদিন তাদেরকে তাঁর পানে দৌড়াতে হবেই কিন্তু আজ আমরা—তারা অনুগত দাসবৃন্দ—এই নিঃসহায় অবস্থায় দুঃসহ পরিবেশে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি, আকুল হৃদয়ে কামনা করছি, কাতরকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছি, কিন্তু হায়! কিছুই ঘটছে না, ঊর্ধাকাশ নীরব, নিম্নজগৎ নিস্তব্ধ, গ্রহনক্ষত্র তারকামণ্ডলী সবই নিথর, নিঃসাড়, নিঃশব্দ। কখনও কখনও আমি নিজেকে নিজেই বলি যদি তিনি নিজের জন্য কোন ভাবনা না ভাবেন, আমরা—কেন তাঁর জন্য চিন্তায় অস্থির হব? আমাদের নিকট কি তা'হলে খুব বেশী আশা করা হবে না? ... ...তাঁর পক্ষে তাঁর অসীম শক্তির সমাবেশে অদৃশ্য উপায়ে কত বৃহৎ কত সুদূর প্রসারী কাজ কত সহজে সুসম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু হয়ত তিনি আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, হয়ত দেখতে চাচ্ছেন, আমরা কত এবং কী পরিমাণ সইতে পারি, কত দীর্ঘ সময় ধৈর্য্য ধারণ—করতে পারি। ত্রাণকর্তার সেই মৃত্যু-পূর্ব কাতর আহ্বান আমাদের অন্তরে পুনঃ ভেসে আসছে, "My God, My God, Why hast thou forsaken me" ওহো, প্রভুমোর, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে।"

কম্যুনিস্ট রাশিয়া কোনদিন ধর্মের প্রতি উহার 'যুদ্ধংদেহি' মনোভাব ও ধ্বংসাত্মক নীতি বন্ধ করে নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজনৈতিক কারণে—সাময়িক প্রয়োজনে এবং কম্যুনিজমের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ধর্মের প্রতি তাহাদের আচরণকে পরিবর্তিত করার আবশ্যক হইয়াছে। প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কায় ও বাহিরের অর্থনৈতিক সাহায্যের তাকীদে ১৯২৩ সন হইতে তাহাদিগকে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করিতে হয়। রাশিয়ার সর্বোচ্চ ধর্মযাজক (Patriarch) এর কণ্ঠ হইতে বহির্বিশ্বের উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়, "The Joys et Successes of the Soviet Union are also ours." সোভিয়েট ইউনিয়নের আনন্দ এবং সাফল্য আমাদেরও আনন্দ এবং সাফল্য কিন্তু ১৯২৯ সনে আবার ধর্মবিরোধী প্রচারণা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নবোদ্যমে শুরু করিয়া দেওয়া হয়। ধর্মযাজক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ পুনঃ অত্যাচার নিষ্পেষণে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়। সমষ্টিকরণের প্রোগ্রাম কার্যকরী করিতে গিয়া সহর ও গ্রামের অগণিত গির্জা ও মছজিদ ক্লাব ও পাঠাগারে, খোয়াড় ও আস্তাবলে পরিণত হয়।

১৯৩৪-৩৫ সালে যখন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি রাশিয়ার প্রতিকূল বিবেচিত হয় এবং লীগ অব নেশন্‌সের সমর্থন লাভের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভূত হয় তখন ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য মূলক আচরণের নিদর্শন ও প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন ঘটে। ক্ষুব্ধ বিশ্বজনমতকে শান্ত করার জন্য সোভিয়েট সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতে হয়, We do not persecute religion by any means. We demand from church parishioners that they

www.ahlehadeethbd.org

Contents

refrain from interfering in politics, The old clergy, bound to the old regime, would not adandon their struggle against the soviet power & it was necessary for us to resort to repressions. But now they apparently turned their faces in our direction and the church is free. অর্থাৎ "আমরা ধর্মের উপর কোনরূপ অত্যাচার চালাইনা। আমরা চাই চার্চের পুরোহিত-বৃন্দ রাজনীতির সংস্রব এড়াইয়া চলুন, উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না আসুন। পুরাতনপন্থী ধর্মযাজকগণ কিছুতেই তাহাদের সোভিয়েট বিরোধী সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত হইবেন না—এজন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নিপীড়ন মূলক কার্যে আগাইয়া আসিতে হয়। কিন্তু এখন স্পষ্টই মনে হয় তাহারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন মূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন—সুতরাং এখন তাহারা সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নিরাপদ।" ধর্মের প্রতি রুশসরকারের এই আপোসমূলক মনোভাব মাত্র চারি বৎসর স্থায়ী হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চাকা পুনঃ উল্টাদিকে ঘূর্ণন শুরু করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সোভিয়েট সরকারের ধারণায় ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের গোপন আখড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। অসংখ্য ধর্মনেতা বৈদেশিক রাষ্ট্রের গোয়েন্দাগিরী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী ও স্যাবোটাসমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত, নিষ্ঠুরভাবে নিহত অথবা অমানুষিক শাস্তি দ্বারা বিড়ম্বিত হইতে থাকে। সহস্র সহস্র উপাসনাগারের দুয়ার তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কমুনিস্টপার্টির সদস্য এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে এইরূপ সাবধান করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের কেহই কোন ধর্মবিশ্বাস পোষণ কিম্বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে পারিবেনা। করিলে সদস্যপদ অথবা চাকুরী খোয়াইতে হইবে।

কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় পর সোভিয়েট সরকার বুঝিতে পারিলেন, ধর্মের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত চরম ব্যবস্থা অবলম্বন সত্বেও বহু রুশবাসীর অন্তরে ঐশ্বরিক বিশ্বাস ও ধর্মীয়ভাব বিরাজমান। ধর্মীয় ব্যাপারে হৃত অধিকার প্রত্যাবর্তিত না করিলে সর্বাত্মক যুদ্ধে তাহাদের পূর্ণ সমর্থন—মিলিবেনা। অপরদিকে দেখাযায়, হিটলার সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে রুশজনগণকে ক্ষেপাইয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে, কূটনীতির খেলাস্বরূপ তাহাদের পুরাতন ধর্মক্রিয়ার স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধার পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি এবং প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করার সুযোগ লুফিয়া লইতেছে। জার্মাণ অধিকৃত রুশ এলাকার ধর্মযাজকগণ হিটলারের জয়লাভের জন্য চার্চে চার্চে প্রার্থনার আয়োজন করিতেছে। এতদৃষ্টে সোভিয়েট সরকার সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং বাধ্য হইয়া ধর্মীয় ব্যবস্থার পুনঃসংস্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন শুরু করিয়া দিলেন। কথায় বলে প্রয়োজন কোন আইন মানেনা। সোভিয়েট সরকার উপস্থিত বিপদ ও প্রত্যাসন্ন বিভীষিকা নাৎসীবাদের করালগ্রাস হইতে রক্ষা প্রাপ্তির আশায় যেমন পুঁজিবাদী দেশগুলির সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন, তেমনি কম্যুনিজমের সহজাত শত্রু "ধর্মের" সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, অবলুপ্ত গির্জাসমূহ বহুলাংশে পুনঃসংস্থাপিত হইল, সর্বোচ্চ ধর্মযাজক ও তাহার অধীনস্থ আর্কবিশপ, বিশপ ও গ্রাম্যযাজকের পদসমূহ পুনর্জীবিত হইল এবং কঠোর ও গোড়া নাস্তিক আল্লাহর ঘোরতম শত্রু স্ট্যালীন শ্রেষ্টতম ধর্মপাল কর্তৃক "The Divinely appointed leader of our armed & cultured forces leading us to victory" "আল্লাহর মনোনীত আমাদের সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা, বিজয় ও সাফল্যের পথ প্রদর্শক ও পরিচালকরূপে অভিনন্দিত হইলেন। ধর্মপাল এলেক্সি (Patriarch Alexei) ঘোষণা করিলেন, "Above all let us thank God for sending us wise men to lead our (Christ loving) country and for heading it by the divinely chosen geniune leader, I. V. Stalin, who to this day has led our fatherland to success and will lead it in the future to unprecedented glory" —"সর্বোপরি চলুন আমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, তিনি আমাদের খৃষ্টভক্ত দেশের নেতৃত্বদানের জন্য জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং উহার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বয়ং ঈশ্বর নির্বাচিত যথার্থনেতা আই, ভি স্ট্যালিনকে যিনি আমাদের দেশকে আজ পর্যন্ত কৃতকার্যতার পথেই আগাইয়া নিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও এই দেশকে অভূতপূর্ব গৌরব গরিমার সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" দুঃখের বিষয় রুশীয় ধর্ম-যাজকের সদাপ্রভু উক্ত দেশে এমন সর্বগুণসম্পন্ন এক মানবসন্তানকে প্রেরণ করিলেন, যিনি তাঁহার দেশের বুক হইতে তাঁহার প্রেরক ঈশ্বরকেই শুধু চিরনির্বাসন দানের ব্যবস্থা করিলেননা, তাঁহার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিলেন। যাহারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে চাহিল তাহাদিগকে মূর্খ, বুদ্ধিহীন, বিজ্ঞানবিমুখ, কুসংস্কারপন্থী, মোহান্ধ প্রভৃতি সুমধুর নামে আখ্যায়িত করিয়া ধন্য হইলেন।

শাসকগোষ্ঠির কপটতা আর যাজকসম্প্রদায়ের হীনমন্যতা ও আত্মসমর্পিতচিত্ততার এমন অভিনব অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সোভিয়েট রুশেই সম্ভব।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রাশিয়ার কম্যুনিস্টিক সরকারের উদ্যোগে গীর্জার ধর্মনেতাদের তত্ত্বাবধানে দেশ ও বিদেশের ধর্মবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এক-খানা বই সঙ্কলিত হয়। গ্রন্থখানার নাম The Truth About Religion in Russia. বইখানা ছাপান হয় সরকারী খরচে সুদৃশ্য ছবি সহকারে মূল্যবান কাগজে। মুদ্রিত হয় 'The Godless'— 'ঈশ্বর নাই' পত্রিকার প্রেস হইতে। ইহাতে প্রমাণের চেষ্টা করা হয় যে, রাশিয়ার ধর্ম সম্পূর্ণ বাধাবিমুক্ত, সরকার পক্ষ হইতে ধর্মের উপর কস্মিনকালে কোন হামলা হয় নাই, অবাঞ্ছিত যা কিছু ঘটিয়াছে union of the Godless এর তরফ হইতেই দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে। মজার ব্যাপার এই যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরি-চালক আর Godless পত্রিকার সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ—যাহারা পূর্বে ধর্ম বিরোধী প্রচারণায় সর্ব শক্তি নিয়োগ করিয়াছে তাহারাই—এখন প্রয়োজনের তাকীদে এক গূঢ় উদ্দেশ্যে যবনিকার অন্তরাল হইতে এই পুস্তকের মুদ্রন ও প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে। যুদ্ধ চলিত কালে The Godless এবং The Alhiest. 'ঈশ্বরনাই' ও 'নাস্তিক' পত্রিকার প্রচারও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

গোড়াপন্থী চার্চসমূহও ১৯৪২ সালে পুনর্জীবিত করা হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের নূতন চার্চ গঠনতন্ত্র অনুসারে সর্বোচ্চ ধর্মপাল (Patriuch) কে বিশপ নির্বাচন এবং পর্য্যায়ক্রমে বিশপদিগকে যাজক [priest] নির্বাচনের অধি-কার দেওয়া হয় কিন্তু ধর্মপাল নিয়ন্ত্রিত হন কাউন্সিল অব পিপ্‌লস কমিশার্স কর্তৃক, যার সমস্ত সভ্য এবং নেতৃত্বপদে বরিত সভাপতি মহোদয় প্রকাশ্য ভাবে গোড়া নাস্তিক। আল্লাহর চরমতম শত্রু দলের হাতেই ধর্মের গৌরববাহক ও ইযযতরক্ষক ধ্বজা! আরও মজার বিষয় এই যে, পিপ্‌লস কমিশার্সের নেতৃপদে বরিত হইয়াছেন যে ভদ্রলোক তিনি স্বয়ং দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিলেন ধর্মবিরোধী অভিযানের পরমোৎসাহী পরিচালক।

যুদ্ধ শেষে সোভিয়েট সরকার দেশের যুদ্ধোত্তর—অবস্থা অনেকটা সামলাইয়া লওয়ার পর আবার স্বমূর্তিতে ধর্মবিরোধী অভিযান শুরু করিয়া দেন! যুদ্ধের সময় রুশ সরকারের কথঞ্চিৎ সহনশীল মনোভাবের ফলে দেশের মাটিতে আবার ধর্মের বীজ অ-প্রতিকূল আবহাওয়ায় পুনরোদ্গমের সুযোগ পাইয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চায়। শুধু কোটি কোটি বৃদ্ধ এবং মধ্য বয়স্ক লোকই (যারা বাল্যে এবং যৌবনে ধর্মশিক্ষা ও ধর্মীয় আবহাওয়ার স্পর্শলাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল) নয়, অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের একটি—উল্লেখযোগ্য অংশের (যাহাদিগকে ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল) মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের রেশ দেখিতে পাইয়া রুশ সরকার আতঙ্ক অনুভব করেন।

সোভিয়েট সরকারের আধা সরকারী মুখপত্র প্রাভদার (Pravda) ১৯৫৪ সালের ২৪শে জুলাইয়ের সংখ্যায় "More widely develop scientific athiestic propaganda"—— 'ব্যাপকতর উপায়ে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক্যবাদী প্রপাগাণ্ডা চালা-ইয়া যাও' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ধর্ম বিরুদ্ধ অভিযান প্রবলতর, ব্যাপকতর, নিপুণতররূপে গড়িয়া তোলার আহ্বান যেমন ধ্বনিত হয়, তেমনি অতীতের নিগ্রহ ও নিষ্পেষণ এবং বিরোধিতা সত্বেও ধর্মের অপরাজেয় শক্তি ও মানব মনে উহার অলক্ষ প্রভাব দৃষ্টে উদ্বেগ ভাবও প্রকটিত হইয়া উঠে। শুধু প্রাভদাতেই নয়, কম্যুনিস্টদের পরিচালিত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকী, এমন কি বিশেষ ভাবে লিখিত প্রচার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুস্তিকায় ধর্মের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট পার্টিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সহকারে আগাইয়া আসার আহ্বান জানান হয়। Soviet Trade Union এর বিগত আগষ্ট সংখ্যায় এক প্রবন্ধে League of Militant Godless এর অন্যতম পরিচালক F. Oleschchuk বলেন, 'ধর্ম চিরদিনই এক প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের বাহক। সোভিয়েটের সমূহবাদী সমাজে ধর্ম দ্বিগুণ ক্ষতিকারক এবং বিশেষ ভাবে—অসহনীয়। সুতরাং কম্যুনিজমের সাফল্যের সংগ্রামে আমরা ধর্মকে প্রশ্রয়মূলক অথবা নিঃশংক দৃষ্টি ভংগীতে—দেখিতে পারিনা। আমাদিগকে শুধু সর্বপ্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেই চলিবেনা। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর ধর্ম বিরোধী শিক্ষা প্রসারে, বৈজ্ঞানিক নাস্তিক্যবাদ প্রচারে এবং ধর্ম বিশ্বাসীদের অন্তর হইতে ধর্মীয় কুসংস্কার মুছিয়া ফেলার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।'

উষকভ Agitator's Note book. নামক এক সাময়িকীতে নাস্তিক্যবাদ প্রচারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসংগে যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, 'ধর্ম অপেক্ষা নাস্তিক্যবাদের প্রচার অধিকতর কঠিন কাজ। উহার সাফল্যময় প্রচারের জন্য বক্তৃতা অপেক্ষা আলাপ আলোচনার পন্থা শ্রেয়তর। এই দুরূহ কাজ ধীরে সুস্থে পরম সহিষ্ণুতার সংগে চালাইতে হইবে। প্রচারককে ধর্মবিশ্বাসীর পরিবেশ জানিতে হইবে, তাহার জীবনের অবস্থা বুঝিতে হইবে এবং যে সব কারণ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টিতে সহায়তা করিতেছে, সেগুলি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। কর্কশকথা, রূঢ়ভাষা এবং অপ্রীতিকর আচরণ পরিহার করিতে হইবে। নাস্তিক্যবাদীর প্রপাগাণ্ডার মূলমন্ত্র হইতেছে 'সুকৌশল আলোচনা' আর উহার ভিত্তি 'সুস্পষ্ট প্রমাণ।' একথা প্রথমেই বলিলে চলিবেনা যে, ধর্ম অনিষ্টকর। বাইবেল, চার্চীয় মতবাদ, অতীতের বিস্ময়মান বিশ্বাস এবং ধর্মীয় উপকথা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ্য উচ্চবাচ্য না করিয়া প্রচলিত মতবাদ ও সংস্কার, উহার অবিশ্বস্ততা এবং অনিষ্টকারিতার কথাই প্রমাণের চেষ্টা করিতে হইবে। 'Slaves, obey your masters, wife, fear your husband'—'দাসগণ, তোমাদের প্রভুদিগকে মান্য কর,' 'স্ত্রী, তোমার স্বামীকে ভয় কর' প্রভৃতি ধর্মীয় নীতি বাক্যের সুকৌশল উদ্ধৃতি ধর্মের বিরুদ্ধে অবশ্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কম্যুনিজমের রূপায়ণে ধর্ম প্রতিবন্ধক নয়, 'ধর্ম ও কম্যুনিজম পরস্পর-বিরোধী নয়', 'এক ব্যক্তি—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে কম্যুনিস্টি আদর্শের অনুসারী হইয়াও অনায়াসে ব্যক্তিজীবনে ধর্মের অনুসরণ করিতে পারে' এই সব কথাকে উষকভ এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতা একান্তই অবান্তর মনে করেন। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সরকার ও পার্টির পক্ষ হইতে অধিকতর উৎসাহে ও বিপুলতর সংখ্যায় প্রচারপুস্তিকা, ছায়া ছবি, চিত্র-প্রদর্শনী ও বক্তৃতার পূর্ণ আয়োজন চলিতেছে। গত ১২ই আগষ্ট মস্কোর রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, শুধু ধর্মবিরোধী প্রচারণা এবং নাস্তিক্যবাদী প্রপাগাণ্ডার জন্য Religion and life—'ধর্ম ও জীবন' নামে একখানা নূতন সাময়িকী শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

প্যারিসের যাজক ট্রেণিংকলেজের বর্তমান শিক্ষক নির্বাসিত রুশ অধ্যাপক Sergius Bulgakov এবং তাঁহার ন্যায় আশাবাদীরদল এই আশা পোষণ করেন যে, ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্মকে যেমন বধ ও নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই তেমনি সোভিয়েট রুশে খ্রীষ্টধর্মের উপর চরম আঘাত হানিয়াও উহাকে নির্মূল করা যাইবেনা। খ্রীষ্টধর্ম সেখানে সমাধিস্থ ও মৃত্যুর স্বাদগ্রহণ করার পর পুনর্জ্জীবিত হইবে। Christ is being crucified over again in Russia now & he is rising again there now.

ইউরোপের খ্রীষ্টান পাদরী সমাজের অন্যতম মুখপত্রের এই আশা ও আশ্বাসবাণী সত্যসত্যই ধর্মজগতকে আশান্বিত করিতে পারিবে কি? কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে জগতের জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরের প্রকৃতিগত ধর্মীয় আকাংখা, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ ও প্রত্যাবর্তনের স্বতঃউৎসারিত ইচ্ছার পরিপূরণের ও সন্তোষবিধানের ক্ষমতা এবং কম্যুনিস্টিক সমাজব্যবস্থার সহিত সংগ্রামে বিজয়লাভ করার মত শক্তি প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের আছে কি?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৪২০ পৃষ্ঠার পর)

বয্যার বলেন, ইকরিমার নিকট হইতে ইছলামজগতের বিভিন্ন নগরীর ১৩০ জন নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং সকলেই তাঁহার প্রশংসায় একমত হইয়াছেন। ছুলয়মান বিনে হরব বলেন যে, ইকরিমার উপর যাঁহারা মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেননাই। হাফিয ইবনে হজর আছকালানী বলেন, ইকরিমা বিশ্বস্তব্যক্তি, প্রামাণ্য আলেম,—তফছীর-তত্ববিশারদ। তাঁহার মিথ্যাবাদিতা ও বিদ্আতে লিপ্ত হইবার কোন প্রমাণ নাই—মীযান (২) ১৮৭, ১৮৮ পৃঃ; তযকিরা (১) ৯০ পৃঃ; হদয়ুছ্ছারী ৪২৪—৪২৯ পৃঃ।

ইকরিমা সম্পর্কে ইবনে আব্বাছের পুত্র আলী বিনে আবদুল্লাহর যে উক্তি ইয়াযীদ বিনে আবিযিয়াদ আবদুল্লাহ বিনুল হারিছের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন, ছনদের দিক দিয়া তাহার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়নাই। আর যদি উহা প্রমাণিতও হয়, তাহাতে ইবনে-আব্বাছের পুত্রের অগৌরব ব্যতীত ইকারিমার পদ-মর্যাদার কিছুই হানি ঘটেনাই। ইবনে আব্বাছের পুত্র ইকরিমাকে হযরত হাছানের গৃহদ্বারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন বিদ্বানের ভ্রান্তি সংশোধন করার ব্যবস্থা যে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা ও মারপিট করা হইতে পারে না, যে কোন ব্যক্তি সহজেই তাহা বুঝিতে পারেন। প্রকৃত-ব্যাপার এই যে, ইকরিমা ইবনে আব্বাছের ক্রীতদাস ছিলেন, আব্বাছ তাঁহাকে ক্রয় করিয়া অশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাশিক্ষা দেন। আলী বিনে আবদুল্লাহ স্বয়ং যে ইকরিমার মত মহাবিদ্বান ছিলেন অথবা তাঁহাকে যে ইকরিমার ন্যায় বিশ্বস্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার প্রমাণ নাই। তিনি প্রভুত্বের পদগর্বে ইকরিমার সহিত এরূপ দুর্ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এক-দল বিদ্বান ইকরিমাকে এনার্কিস্ট বা খারেজী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তৎকালে শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যিনিই উচ্চ-বাচ্য করিতেন, তাঁহাকেই খারেজী বলা হইত। নাফে বিনুল আযরক, ছঈদ বিনে জুবায়র এমন কি স্বয়ং ইবনে আব্বাছ-কেও কেহ কেহ খারেজীগণের দলভুক্ত বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। এই মতবাদের দরুণেই হউক অথবা রাজ-নৈতিক অবস্থার চাপে পড়িয়াই হউক, খারেজীদিগকে খবীছ বলা হইত। ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধেও এরূপ অভি-যোগ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপ অপ্রাসংগিক ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাসাগর, কোরআনের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকারগণের অন্যতম ইকরিমাকে শুধু আপন মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে অলীক অভিযোগে অভিযুক্ত করা অজ্ঞতা ও হঠকারিতার নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইকরিমার প্রমুখাৎ বুখারী তদীয় ছহীহ গ্রন্থে বহু হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে যে—সকল বিদ্বান রছুলল্লাহর (দঃ) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা তিন শতের অধিক! ইঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট তাবেয়ীগণের সংখ্যাই হইতেছে ৭০ জন। খারেজীগণের প্রধান নেতা নাজদাতুল হরূরীর নিকট তিনি ছয়মাস অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিমত জনগণের নিকট বলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় পশ্চিম দেশ সমূহে ইছলামী এনার্কিস্ট দলের মতবাদ প্রচারিত হয়। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে মদীনার শাসনকর্তা তাঁহাকে ধৃত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল আত্মগোপন করিয়া কাটান এবং এই অবস্থাতেই ১০৫ হিজরীতে মদীনায় পরলোক গমন করেন—তহযীবুত্তহযীব (৭) ২৬৩—২৭৩ পৃঃ।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمده الله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

পীরের ধ্যান
(২)

[আল্লামা ও মুহাদ্দিছ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেব (রহঃ)]

(৭) হযরত ছৈয়েদ আহমদ বেরেলভীর দীক্ষাগুরু এবং আল্লামা ইছমাঈল শহীদের উছতায ও চাচা, মুহাদ্দিছ-কুলভূষণ শাহ আবদুল আযীয দেহলভী তাঁহার অনুপম তফছীরে فلا تجعلوا لله انداداً অর্থাৎ: অতএব হে মানব সমাজ, আনুগত্য, দাসত্ব এবং অনুরাগে তোমরা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা শক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ ও তুল্য ধরিওনা —আলবাকারা ২২ আয়তের ব্যাখ্যা প্রসংগে শির্‌ক ও মুশ্‌রিকদের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

چهارم : پیر پرستان گویند که چون مردے بزرگے بسبب کمال ریاضت ومجاهده مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعت شده بود' ازین جهان می گذرد' روح اورا قوتے عظیم و وسعتے فخیم بهم می رسد' هرکه صورت اورا برزخ سازد یا در مکان نشست وبرخواست او یا برگور او سجود و تذلل تمام نماید' روح او بسبب وسعت واطلاق بران مطلع شود و در دنیا وآخرت درحق او شفاعت نماید -

চতুর্থ প্রকারের শির্‌ক, যাহা পীরপূজকরা করিয়া থাকে, তাহার বিবরণ এই যে, তাহাদের ধারণায় যখন কোন বুযর্গ ব্যক্তি অশেষ তপস্যা ও মুজাহদার দ্বারা বাকসিদ্ধ এবং আল্লাহর নিকট শাফাআত করার অধিকারী হইয়া মানব-লীলা সংবরণ করেন, তখন তাঁহার আত্মা (রূহ) সীমাহীন শক্তি এবং বিরাট ব্যাপকতা লাভ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তাঁহার মূর্তিকে বরযখ গড়িয়া তাঁহার ধ্যানে রত হইলে অথবা তাঁহার উঠা-বসার স্থানে কিংবা তাঁহার কবরে ছিজ্‌দা ও ভক্তি প্রদর্শন করিলে উক্ত বুযর্গের আত্মা মুক্ত ও সর্বস্থানের অধিগম্য ও ব্যাপক হওয়ার কারণে ভক্তের অবস্থা জানিতে পারেন, ফলে ইহকাল ও পরকালে ভক্তের জন্য তিনি শাফাআত করিয়া থাকেন— তফ্‌ছীর ফত্‌হুল আযীয (১) ১২৭ পৃঃ (মুজ্‌তবায়ী)।

(৮) শয়খ ফখরুদ্দীন আবু ছঈদ উছমান বিনে ছুলয়মান হানাফী জিয়ানী তাঁহার পুস্তকে বয্‌যাযীয়া প্রভৃতি হানাফী ফিকহের গ্রন্থ সমূহ হইতে উধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে,—

من قال ارواح المشائخ حاضرة' تعلم' يكفر -

কোন ব্যক্তি যদি এরূপ কথা উচ্চারণ করে যে, পীরগণের রূহ উপস্থিত রহিয়াছেন এবং সমস্তই জানিতে পারিতেছেন —সে ব্যক্তি কাফির হইয়া যাইবে— মিঅাতো মছায়েল ১০১ পৃঃ।

(৯) মুছ্‌নাতুল ওয়াক্ত হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী তাঁহার আলবালাগুল মুবীন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

قطع نظر از مذاهب باطلهٔ کفار گور پرستان نیز بدین امراض مبتلا اند' می گویند که اول در وقت توجه بندگی صورت پیر را ملاحظه نمودن

www.ahlehadeethbd.org

ودر مشاهدۂ جمال آں مستغرق شدن از واجبات
است – پس ھرگا ھیکہ درایں مشاھدہ خود را
گم می یابند آں را فنا فی الشیخ می نامند
و صاحب ایں دعوی را فانی فی الشیخ –
چوں تامل نمایند یقین دانند کہ ایں عارضہ
از سبب اعتقاد ربوبیت ور شیخ لاحق شدہ
است کہ بشکر تربیت وارشاد وے خودرا در
یادش محو می گردانند یا از جہت اعتقاد
متصرفیت شیخ است در خودھا کہ خود را از
احاطۂ تصرفش ناممکن الخروج دانستہ زمام
تصرف بدست صورت پیر دادہ اند یا از جہت
اعتقاد وسعت علم ماکان و یکون درشیخ ایں
فنا اختیار کردہ اند ونشان وجود ایں اعتقادات
دریں گروہ ھمیں بس است کہ ایشاں
دراوقات مصائب و مہمات خویش متوجہ
بارواح بزرگان خود شدہ بالتجا والحاح مطالب
می خواھند وایں معنی ازخصائص مالکیت
است کہ خدائے تعالی حوائج بندگان روا
فرماید : ھو الذی ینجیکم منہا و من کل کرب
ثم انتم تشرکون –

ভাবার্থ :— কাফিরগণের সংগে সংগে কবর পূজক-রাও শির্কের রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকে, ইবাদতে মনোযোগ দেওয়ার প্রাক্কালে পীরের মূর্তি ধ্যান করা এবং তাঁহার রূপ সাগরে অবগাহন করা অবশ্য কর্তব্য। এই মুশাহদা বা অব-লোকনের সুধামৃত পান করিয়া যখন তাহারা আত্ম-হারা হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের সেই অবস্থাকে 'ফানাফিশশায়েখ' এবং তাহাদিগকে 'ফানিফিশ-শায়েখ' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা সংশয়াতীত ভাবে উপলব্ধ হইবে যে, পীর পূজকদের এই রোগের নিদান ত্রিবিধ : প্রথম, পীরকে রব্ব বলিয়া বিশ্বাস করা অর্থাৎ তাঁহাকে ইষ্টানিষ্টের কর্তা এবং আশ্রয়-দাতা বলিয়া ধারণা করা। পীরদের তরবীয়ৎ ও শিক্ষাদীক্ষার দরুণ তাঁহাদের প্রতি অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার স্মরণে পীর পূজকরা তন্ময় হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়, অথবা পীর পূজকরা পীরকে জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকারী (মুতাছাব্বিফ) বলিয়া বিশ্বাস করে এবং ভাবিয়া থাকে যে, পীরের সীমাহীন প্রভুত্বের গণ্ডি অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তৃতীয়, অথবা তাহাদের এই বিশ্বাস যে, পীরগণ ত্রিকালজ্ঞ —সর্বব্যাপী-জ্ঞান সম্পন্ন। বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই। এই জন্যই তাহারা পীরের ধ্যানে নিজকে সমাহিত করিয়া রাখে।

এই সকল বিশ্বাস পীর পূজকদের মধ্যে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ স্বরূপ শুধু এই কথাই উল্লেখ করা যথেষ্ট হইবে যে, তাহারা যখনই কোন বিপদে— পতিত হয় অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্রতী হয়, তখনই তাহারা পীরদের রূহের শরণাপন্ন হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁহাদের সহায়তা যাজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অধিকার শুধু আল্লাহর মালিকানা স্বত্বের বৈশিষ্ট, বিপদ ও সংকট হইতে উদ্ধার করা একমাত্র তাঁহারই বিশেষত্ব। আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন, হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, কেবল আল্লাহই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তথাপি তোমরা শির্কের পাপে লিপ্ত হইতেছ— আল্‌আনআম, ৬৪ আয়ত।

(১০) শয়খুল মশায়েখ বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী বলিতেছেন :—

ان الاشتغال لغیراللہ عز وجل شرک –

আল্লাহ ব্যতীত অপরে রত হওয়া শিরক, ফতূহুল গয়েব ২২২ পৃঃ।

প্রতিপক্ষের বক্তব্য ও তাহার বিচার

'বরযখ সাধনে'র সমর্থক দল যে সকল দলীল প্রমাণ উহার বৈধতা সম্পর্কে উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, অতঃপর তাহা আলোচনা করা হইবে। এই দলের একজন বিশিষ্ট নেতা এসম্পর্কে আমাদের

Contents
www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিকট যে সকল প্রমাণ (!) উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে সেইগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব :

(১) খাজা হাফিয শিরাযী বলিয়াছেন :—

حضوری گر همی خواهی ازو غائب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا واهملها !

হে হাফিয, যদি তুমি নিরবচ্ছিন্ন মিলন কামনা কর, তাহা হইলে প্রেমাষ্পদের নিকট হইতে অনুপস্থিত থাকিওনা। যাহাকে প্রেম কর তাহার সন্দর্শন—লাভের সৌভাগ্য অর্জন করার সংগে সংগে বিশ্ব-সংসারকে বিসর্জন দাও। "তাছাউওয়ারে শয়েখে"র সমর্থক বলিলেন, আমরা পীরকে ভালবাসি, মুহূর্তের জন্যও তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিনা। তাই সমগ্র জগতকে বর্জন করিয়া তাঁহারই মোহন মূর্তির ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকি। যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার সহিত সে এইরূপই করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান-বঞ্চিত যাহির-পরস্ত মোল্লারা ইহার মর্ম বুঝিবে—কেমন করিয়া ?

আমাদের বক্তব্য

(ক) কবির কল্পনা কোরআন, হাদীছ, ইজমা এমন কি কিয়াছও নয়। কবিতা যতই সুন্দর হৃদয়-গ্রাহী এবং ভাবব্যঞ্জক হউক না কেন, উহারদ্বারা শরীঅতের মছ্আলা মীমাংসিত হইতে পারেনা। আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন,—পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করিয়া থাকে" والشعراء يتبعهم الغاوون — আশ্‌শোআরা ২২৫ আয়ত। বিশেষতঃ হাফিয্‌জীর ন্যায় কবিদের ! হাফিয তাঁহার কাব্যে যে সকল চমৎকার ফত্ওয়া প্রদান করিয়াছেন, সেগুলির সমস্তই যদি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহাহইলে একশ্রেণীর লোকের আর কোন চিন্তা ভাবনাই থাকিবেনা। * যদি কেহ বলেন, উক্ত কবিতাগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, সম্ভবতঃ একথা বরযখ সাধকদের অবিদিত নাই যে, 'রাসলীলা' ও 'বস্ত্রহরণ' ইত্যাদিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। হিন্দু পণ্ডিতরা মূর্তিপূজার অতি চমৎকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া বরযখ-সাধকগণের এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আপত্তি হইবেনা কি ?

(খ) তারপর হাফিযের এই কবিতা পীরের ধ্যান-কারীদের মোটেই অনুকূল নয়। হাফিয বলিতেছেন, যদি প্রিয়তমকে লাভ করিতে চাও, তাহা-হইলে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া কেবল তাঁহারই হইয়া যাও। অতি সত্যকথা ! কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সে প্রিয়তম কে ?

* পাঠকদের চিত্তবিনোদনের জন্য হাফিযের দিওয়ান হইতে এইরূপ ধরণের দুই চারি পংক্তি উধৃত হইল :—

دلم از صومعه وصحبت شیخ است ملول
یار ترسابچه کو ؟ خانهٔ خمار کجاست ؟

খানকা এবং পীরের সংসর্গ হইতে আমার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, খ্রীষ্টানতনয় কিশোর বন্ধু কোথায় ? আর মদ বিক্রেতার বাড়ী কোন দিকে ? —কারণ :—

آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند
اشهی لنا واحلی من قبلة العذارا !

তিক্তমধুর মদিরা, যাহাকে ছুফী পাপের জননী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আমার কাছে তাহা কুমারীর চুম্বন হইতেও অধিকতর প্রিয় মধুর— অতএব :—

ساقیا برخیز و درده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را !

হে সাকী, উঠ এবং মদিরাপূর্ণ পেয়ালা দাও, সমস্ত ভাবনা-চিন্তার মস্তকে ধুলি নিক্ষেপ কর।

مطربا خوش نوا بگو تازه بتازه نو بنو
باده دلکشا بجو تازه بتازه نو بنو !
با صنمی چو لعبتی خوش بنشین بخلوتی
بوسه ستان بکام ازو تازه بتازه نو بنو !

হে সুকণ্ঠগায়ক, নূতন নূতন গীতি নব নব সুরে গাও এবং সর্বচিন্তাহারিণী মদিরাপাত্র ঘন ঘন দান কর।

প্রতিমাসুন্দর প্রিয়তমাকে লইয়া নিভৃতকুঞ্জে মনের আনন্দে বিহার কর—সকল সাধ মিটাইয়া তাহার সুধাপূর্ণ অধরের নূতন নূতন সদ্য সদ্য চুম্বন গ্রহণ কর।

مقم که گوشهٔ میخانه خانقاه من است !
دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است !

আমি সাধক, পানশালার নিভৃতকোণ আমার খানকা ! আর শুঁড়ি মহাশয়ের আশীর্বচনই আমার প্রাভাতিক ওযীফা ! পীরপূজকদল হাফিযের এই সকল চমৎকার ফত্ওয়া অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি ? —তর্জমান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাফিয নিশ্চয়ই আপনাদের পীরছাহেবের উদ্দেশ্যে একথা বলেননাই। সকল প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তম যিনি, সেই সর্বসুন্দর আল্লাহতাআলাই হইতেছেন হাফিযের লক্ষ! তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, আল্লাহর সন্তোষ ও রিযা যদি তোমার কাম্য হয়, তাহা হইলে হে সাধক, সমস্ত বিসর্জন দিয়া কায়মনোবাক্যে শুধু আল্লাহরই অনুগত হও। মুখে—যেরূপ বলিবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ব্যতীত কেহই আমার প্রিয় নয়, তদ্রূপ কার্যতঃ তাঁহাকে ছাড়া অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেনা। তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও মৌলিক অনুরাগ—তা তিনি স্বয়ং পীরই হউননা কেন, হৃদয়ে স্থান দিবেনা। ولنعم ما قيل

غیر حق یک ذرہ کاں مقصود تست‘

تیغ لا برکش کہ آں معبود تست!

'হক' ব্যতীত অণুমাত্র তোমার ঈপ্সিত যাহা, 'লা'র তরবারি সাহায্যে তাহাকে নিধন কর। কারণ ঐ অণুমাত্রই হইতেছে তোমার মা'বুদ (উপাস্য)।

কিন্তু বরযখ-সাধকরা হাফিযের এই তওহীদকে শির্কে পরিণত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা তাঁহার পবিত্র প্রেমে ব্যভিচার ঘটাইয়া বলিতেছেন, মানুষের সে প্রিয়তম আল্লাহ নহেন, তিনি হইতেছেন—পীর ছাহেব। যাহার যেরূপ হিম্মত সেই পরিমাণই হয় তাহার চিন্তার উচ্চতা!

প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় দলীল

"তাছাউওয়ারে শয়খে"র অনুসরণকারীরা এই কবিতাটিও তাঁহাদের আচরণের স্বপক্ষে পাঠ করিয়া থাকেন :—

حبيب غاب عن عيني وجسمي‘

و عن قلبي حبيب لا يغيب!

ভাবার্থ :—প্রিয়তম আমার দৃষ্টি ও স্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু আমার হৃদয় হইতে সে অন্তর্হিত হয় নাই।

পীরপূজকরা বলিয়া থাকেন, পীরই আমাদের সেই প্রিয়তম, সুতরাং তিনি দৃষ্টি ও স্পর্শের অন্তরালে অবস্থান করিলেও সর্বদা আমাদের হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার রূহের নিকট হইতে আমরা সর্বক্ষণ ফয়েয প্রাপ্ত হইতেছি।

আমাদের কথা

(ক) প্রকৃত প্রেমিক যে, তাহার হৃদয় হইতে প্রিয়তমের চিন্তা সত্যসত্যই মুহূর্তের জন্যও অন্তর্হিত হয়না। যদি অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে প্রেমিকই নয়। কবি কি সুন্দর কথাই বলিয়াছেন :—

و لو خطرت لي في سواك ارادة

على خاطري سهوا قضيت بردتي!

তোমাকে ছাড়া হে প্রিয়তম, ভুল করিয়াও যদি আমার মনে অন্য কোন ঈপ্সা জাগ্রত হয়, তাহাহইলে আমি মীমাংসা করিব যে, আমি ধর্মভ্রষ্ট।

কিন্তু কথা এই যে, সে প্রিয়তম কে? আপনি বলিবেন—"পীরছাহেব!" কিন্তু আমি বলিব :—

والذين آمنوا اشد حبا لله!

আল্লাহতাআলাই মুছলমানগণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রেয়স,—আলবাকারা। কাহার কথা সত্য, তাহার মীমাংসা আজ না হইতে পারে কিন্তু—

بوقت صبح ہمچوں روز شود معلومت‘

کہ با کہ باختۂ عشق درشب دیجور!

প্রভাত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অন্ধকার নিশীথে কাহার সংগে প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন!

(খ) রূহের নিকট হইতে 'ফয়েয' প্রাপ্তির কোন আশাই যে নাই, সে কথা পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছেন, পরে হয়ত আরো শুনিতে পাইবেন। এস্থলে শুধু এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ কোরআন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক উহার ব্যাখ্যা হাদীছ দ্বারা যিনি ফয়েযপ্রাপ্ত হইতে পারেননাই তাঁহার জন্য ফয়েয-প্রাপ্তির সকল দ্বারই রুদ্ধ।

عزیزے کہ ہرکہ از سرش دربتافت‘

بہرد رکہ شد ہیچ عزت نیافت!

যে সম্ভ্রান্তজন আল্লাহর দুয়ার হইতে সরিয়া

www.ahlehadeethbd.org

দাঁড়াইল, সে যাহারই দ্বারস্থ হউক না কেন, আর সম্ভ্রমলাভ করিতে পারিবেনা।

প্রতিপক্ষের তৃতীয় দলীল

"তাছাউওয়ারে শয়খে"র অনুরাগীদল বলিয়া থাকেন যে, বিভিন্ন ছাহাবী হাদীছ রেওয়ায়ত করার সময় বলিয়াছেন :—

كانى انظر الى رسول الله صلے الله عليه وسلم –

অর্থাৎ আমি যেন রছুলুল্লাহ্ (দঃ) কে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই উক্তির সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে, ছাহাবীগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) "তাছাউওয়ার' (ধ্যান) করিতেন, নচেৎ তাঁহারা কেমন করিয়া রছুলকে (দঃ) দেখিতে পাইতেন? হযরতের (দঃ) ওফাতের পর এই সকল হাদীছ ছাহাবীগণ রেওয়ায়ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা যে রছুলের (দঃ) নশ্বরদেহ দেখিতে পাইতেননা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহারা হাদীছ রেওয়ায়ত করার সময় রছুলুল্লাহর (দঃ) মূর্তি ধ্যান করিতেন।

আমাদের বক্তব্য

ছাহাবীদের এই উক্তির সহিত "তাছাউওয়ারে শয়খে"র সম্বন্ধ ঠিক ইছলামের সহিত মূর্তিপূজার সম্বন্ধের ন্যায়! কোন ব্যক্তি বা কোন ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দান করার সময়ে যদি কেহ বলে যে, অমুক ব্যক্তি বা অমুক ঘটনার কথা এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে, এখনও যেন তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাহইলে সকলেই বুঝিবেন যে, এই কথা দ্বারা বর্ণনাকারী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, উক্ত ঘটনার সমস্ত বিবরণ পুংখানুপুংখরূপে— তাহার স্মরণ রহিয়াছে, উক্ত ব্যক্তি বা ঘটনার কোন অংশই সে ভুলিয়া যায় নাই। এইরূপ কদাচিৎ কোন ছাহাবী, রছুলুল্লাহ (দঃ) বা তাঁহার সময়ের কোন ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) অমুক কার্য বা তাঁহার সময়ের অমুক ঘটনা এখনও আমার এরূপ ভাবে স্মরণ রহিয়াছে যে, তাহা যেন এখনও আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আমি যেন রছুলুল্লাহকে (দঃ) দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। এ কথার একমাত্র অর্থ এই যে, ছাহাবী বলিতে চান, রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্ত কার্য বা বাক্য এখনও আমার সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রহিয়াছে, কোন অংশই আমি ভুলিয়া যাই নাই। ছাহাবীর উল্লিখিত উক্তির এই তাৎপর্য আবিষ্কার করা যে,—হাদীছ বর্ণনার সময়ে ছাহাবীগণ প্রচলিত "তাছাউওয়ারে শয়খে"র ন্যায় "তাছাউওয়ারে রছুল" করিতেন—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অন্যায় ও অসত্য। কারণ, যে কয়টি হাদীছ রেওয়ায়ত করার সময়ে ছাহাবী এরূপ কথা বলিয়াছিলেন, সেই কয়টি হাদীছেই উক্ত কথার সংগে সংগে তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন না কোন কার্যের বা অবস্থার বর্ণনা দান করিয়াছেন। যথা :—

(ক) ছাহাবী আনছ বিনে মালিকের হাদীছ

রছুলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কা হইতে হিজরত করিয়া যে সময়ে মদীনায় প্রবেশ করেন, তৎকালীন ঘটনার বর্ণনা প্রসংগে হযরত আনছ বলিয়াছেন :—

قدم النبى صلے الله عليه و سلم المدينة'
فنزل اعلى المدينة فى حى يقال لهم بنو
عمرو بن عوف' فاقام فيهم اربع عشرة ليلة'
ثم ارسل الى بنى النجار' فكانى انظر الى
رسول الله صلے الله عليه وسلم على راحلته و
ابو بكر ردفه و ملاء بنى النجار حوله' حتى
القى بفناء ابى ايوب –

অর্থাৎ রছুলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনায় পদার্পণ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি মদীনার উচ্চ ভূভাগ অংশে (শহরের বাহিরে দক্ষিণে কুবা নামক স্থানে) বনু আমর বিনে আওফ গোত্রের নিকট অবস্থান করেন। তথায় চতুর্দশ রজনী অতিবাহিত করার পর তিনি নজ্জারগোত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রছুলুল্লাহকে (দঃ) অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য উপস্থিত হন। হযরত আনছ বলিতেছেন, **আমি এখনও যেন দেখিতে**

Contents
www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাইতেছি যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বিরাজমান, আর আবুবক্‌র তাঁহার সংগে, আর বনু নজ্জারের লোকজন তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে— এরূপ অবস্থায় তিনি মদীনায় প্রবেশ করিয়া হযরত আবুআইয়ূব আনছারীর গৃহপ্রাংগণে অবতরণ করিলেন। বুখারী (১) ৬১ ও ৫৬০ পৃঃ।

আনছ বিনে মালিকের বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে ভাবে মদীনায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার বিশেষভাবে স্মরণ রহিয়াছে।

(খ) আবদুল্লাহ, বিনে আব্বাছের হাদীছ

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ ছাহাবী বলেন:—

اعتم رسول الله صلے الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب، فقال : الصلاة ! قال عطاء : قال ابن عباس : فخرج نبى الله صلے الله عليه وسلم كانى انظر اليه الان يقطر راسه ماء، واضعا يده على راسه - فقال : لولا ان اشق على امتى لامرتهم ان يصلوها هكذا -

অর্থাৎ এক রাত্রিতে রছুলুল্লাহ (দঃ) ইশার নমাযে বিলম্ব করিলেন। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল, আবার জাগ্রত হইল পুনঃ নিদ্রিত হইল, পুনশ্চ জাগিয়া উঠিল। তখন খত্তাবের পুত্র উমর উঠিয়া দাড়াইলেন আর বলিলেন "নমায"! (হাদীছের অন্যতম রাবী) আতা বলিতেছেন যে, ইবনে আব্বাছ বলিয়াছেন, উমরের নমাযের কথা বলার পর রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, **আমি যেন এখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি,** তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরিতেছে এবং তিনি মস্তকের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) মছজিদে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আমার উম্মতের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করিতেছি বলিয়া যদি আমি আশংকা না করিতাম, তাহা-হইলে তাহাদিগকে ইশার নমায এইরূপ বিলম্ব করিয়া পড়িতে আদেশ দিতাম। বুখারী (১) ৮১ পৃঃ।

(গ) আনছ বিনে মালিকের আর একটি হাদীছ

ইশার নমায সম্বন্ধে হযরত আনছ বিনে মালিকও বলিয়াছেন,

اخر النبى صلے الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل، ثم صلے، ثم قال : قد صلى الناس وناموا - اما انكم فى صلاة ما انتظرتموها - وزاد ابن ابى مريم بروايته عن حميد انه سمع انسا، قال : كانى انظر الى وبيص خاتمه ليلتئذ -

অর্থাৎ একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) ইশার নমায মধ্য রাত্রি পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়া পড়িলেন। তারপর বলিলেন, অনেকেই নমায পড়িয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, যতক্ষণ তোমরা নমাযের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নমাযের মধ্যেই ছিলে। (ইহার তাৎপর্য এই যে, নমাযের জন্য মছজিদে বসিয়া অপেক্ষা করা নমায পড়িতে থাকারই অনুরূপ)। আনছ বলিতেছেন রছুলুল্লাহ (দঃ) যে রজনীতে এই কথা বলিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে তাঁহার হস্তস্থিত **আংটির— ঔজ্জ্বল্য আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি—** বুখারী (১) ৮১ পৃঃ।

অর্থাৎ হযরত আনছ বলিতেছেন, সেই রাত্রির ঘটনা আমার সম্পূর্ণ স্মরণ রহিয়াছে।

(ঘ) জননী আয়শার হাদীছ

উম্মুল মুমেনীন আয়শা ছিদ্দীকা বলিতেছেন,—

كانى انظر الى وبيص الطيب فى مفرق النبى صلے الله عليه وسلم وهو محرم -

অর্থাৎ ইহ্‌রামের অবস্থায় রছুলুল্লাহর (দঃ) সীমন্তে যে সুগন্ধি ছিল আমি তাহার **ঔজ্জ্বল্য যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি।**

উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহ্‌রামের পূর্বে যদি সুগন্ধি ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং ইহ্‌রামের জন্য গোছলের পরও যদি তাহার চিহ্ন রহিয়া যায়, তাহাতে

www.ahlehadeethbd.org

কোন ক্ষতি হয় না।

হযরত আয়শা বলিতেছেন, এইরূপ সুগন্ধির চিহ্ন রছুলুল্লাহর (দঃ) সিঁথিতে যে বিদ্যমান ছিল, তাহা—আমার বিশেষ ভাবে স্মরণ রহিয়াছে।

অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই। উপরিউক্ত হাদীছ গুলির প্রত্যেকটিতে ছাহাবী বলিয়াছেন, **আমি—যেন দেখিতেছি** (كانى انظر) কিন্তু কোন হাদীছেই ছাহাবী কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পক্ষান্তরে উক্ত কথার সহিত কোন না কোন ঘটনার বর্ণনা দান করিয়াছেন! ইহা দ্বারা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, ছাহাবীর প্রকৃত উদ্দেশ্য—ঘটনা বর্ণনা করা। তবে অধিকন্তু ভাবে তাহার সহিত তিনি শ্রোতার বিশেষ ভাবে প্রতীতি জন্মাইতে চান যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্মরণ রহিয়াছে। উক্ত কার্য করার বা উক্ত কথা বলার সময়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা তখনও যেন তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। যদি ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যের পরিবর্তে "তাছাউওয়ারে শয়খে"র ন্যায় "তাছাউওয়ারে রছুল" করার বর্ণনা দেওয়াই ছাহাবীর—উদ্দেশ্য হইত, তাহাহইলে:

(ক) কেবল "আমি যেন রছুলুল্লাহকে (দঃ) দেখিতে পাইতেছি" বলিলেই যথেষ্ট হইত, তাহার সংগে অন্য ঘটনার অবতারণা করা কিছুমাত্র আবশ্যক ছিলনা। এ সম্পর্কে ছহীহ না হউক একটি যঈফ হাদীছও কেহ দেখাইতে পারিবেননা যে, ছাহাবী কেবল "আমি যেন রছুলুল্লাহকে (দঃ) দেখিতে পাইতেছি" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, একথার সংগে-সংগে রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন কার্য বা বাক্যের বর্ণনা প্রদান করেন নাই!

هل عندكم من علم ؟ فتخرجوه لنا' ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون ! *

(খ) তারপর "আমি যেন দেখিতেছি" কথার অর্থ যদি "তাছাউওয়ার" করাই হয়, তাহা হইলে যে সকল হাদীছে ছাহাবী বলিয়াছেন, "আমি যেন রছুলুল্লাহর (দঃ) আংটির ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাইতেছি" অথবা "আমি যেন সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাইতেছি" সে সকল স্থানে পীর—পরস্তের দল স্বীকার করিবেন কি যে, ছাহাবীগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) আংটি অথবা তাঁহার ব্যবহৃত সুগন্ধির ধ্যান করিতেন?

و ذالك عاقبة من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير! †

(গ) কোন পীর ছাহেব যদি "তাছাউওয়ারে শয়েখ" করেন, আর এই কথা যদি তিনি তাঁহার কোন মুরীদকে জানাইতে চান, তাহাহইলে তিনি বলিবেন, "আমি তাছাউওয়ারে শয়েখ অর্থাৎ পীরের মূর্তি ধ্যান করিয়া থাকি।" "আমি যেন তোমার দাদা-পীরকে দেখিতেছি" এরূপ কথা তিনি কখনও বলি-বেননা। যদি কোন পীর ছাহেব বলেন, তাহা হইলে-তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন অথবা তাঁহার মস্তিষ্ক—বিকৃতি ঘটিয়াছে—এতদুভয়ের মধ্যে মুরীদ যাহাই বুঝুক না কেন, কিন্তু তিনি যে স্বীয় পীরের "তাছা-উওয়ার" করিতেছেন, একথা মুরীদ কিছুতেই বুঝিতে পারিবেনা। অনুরূপ ভাবে ছাহাবী যদি "তাছাউ-ওয়ারে রছুল" করার বিষয় বুঝাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহাহইলে তিনি বলিতেন:

انى اتصور رسول الله صلے الله عليه وسلم -

আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে "তাছাউওয়ার" ধ্যান করিতেছি। অথবা

كنا نتصور صورته صلے الله عليه وسلم فى اذهاننا او فى قلوبنا' ثم نتوجه اليها -

আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) মূর্তি হৃদয়ে অংকিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতাম। কিন্তু কোন ছাহাবীর এরূপ উক্তি পীরের ধ্যানকারী দল কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে দূরে থাক, 'তয্‌কিরাতুল আওলিয়া' ও 'নাফাহাতুল-উন্‌ছ' শ্রেণীর পুঁথিতেও দেখাইতে পারিবেননা।

(ঘ) ছাহাবীগণের বিবরণ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। তবকাতে ইবনে ছঅদ, ইছতি-আব, উছ্‌দুলগাবা ও এছাবা প্রভৃতি বহু খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহদায়তন গ্রন্থগুলিতে তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেকটি

* তোমাদের জ্ঞান গোচরে যদি ইহার কোন প্রমাণ থাকে, তাহা-হইলে তাহা আমাদিগকে প্রদর্শন কর। বস্তুতঃ তোমরা কেবল কল্পনার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছ। শুধু অনুমান ব্যতীত তোমা-দের কাছে আর কিছুই নাই।

† যাহারা বিদ্যা, হিদায়ত এবং আলোকদানকারী গ্রন্থ ছাড়াই আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ইহাই পরিণতি!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘটনা, কার্যকলাপ ও যাবতীয় উক্তি ও আচরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, হাদীছের গ্রন্থ সমূহেও তাঁহাদের অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু কোন বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য গ্রন্থে একজন ছাহাবী সম্পর্কেও একথা প্রদর্শন করা সম্ভবপর নয় যে, তিনি "তাছাউওয়ারে শয়খে"র ন্যায় "তাছাউওয়ারে রছুলও" করিতেন।

একটি জিজ্ঞাসার উত্তর

পীরপরস্তগণের মধ্য হইতে যদি কেহ আপত্তি উত্থাপিত করেন যে, ছাহাবীগণ যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে কোন বর্ণনা দান করিতেন, তখন অবশ্যই তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া বলিতেন এবং ছাহাবীগণের স্মৃতিতে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছবি প্রতিভাত হইয়া উঠিত। তাহাহইলেই তো তাঁহার মূর্তির ধ্যান করা হইল।

এই আপত্তির খণ্ডনে আমরা বলিব যে, কাহারও কোন কথা স্মরণ করার সময়ে কখনও কখনও তাহার ছবি স্মৃতিপটে উদিত হয় বটে, কিন্তু কেহই ইহাকে ছবির ধ্যান করা বলেনা। ধরুন কোন পীরছাহেব যদি একটি গরু-সম্পর্কিত কোন ঘটনা বর্ণনা করেন, তাহাহইলে উক্ত গরুর চিত্র তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইবে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাঁহার কোন মুরীদ একথা বলিয়া বসে যে, পীরছাহেব "তাছাউওয়ারুল বাকার" বৃষভসাধন (গরুর ধ্যান) করিতেছেন, তাহাহইলে পীরছাহেব উক্ত মুরীদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন কি?

مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ *

ফলকথা, বিনা ইচ্ছায় কাহারো মূর্তি স্মৃতিপটে উদিত হওয়া আর ইচ্ছা ও পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা পীরের মূর্তিকে হৃদয়ে অংকিত করিয়া ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত তাহার ধ্যানে রত হওয়া এবং এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা যে,—এই কার্য করিলে পীরের রূহ উপস্থিত হইবেন এবং আমি তাঁহার নিকট হইতে ফয়েয প্রাপ্ত হইব,—এই দুই কার্যের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ ও দিবস রজনীর পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সকলেই হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন। অবশ্য যাহাদের নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্ট (খালিক ও মখ্‌লূক) পূজ্য ও পূজারী (আব্দ ও মা'বূদ) কৃষ্ণ ও নারায়ণ (পীর ও আল্লাহ) সমস্ত একই ও অভিন্ন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র!

حاصله ان مثل هذا تصور بمعنى حصول صورة الشيء في الذهن، لكن ايس هذا من تصور الشيخ المعمول به عند المتصوفة-ايس المبتدعين ؟ و هذا ليس بتصور مطلقا، بل هو مجموع التصديقات - و ذلك ليقينهم ان تصور صورة الشيخ مستلزم لحضور روحه و هي حاضرة عندهم و هم مترجمون الى الصورة بجميع قواهم و مظهرون لها غاية التذلل والاحترام ومستغيثون بها في كشف كروبهم و مستعينون بها في انجاح مرامهم و هي مطلعة عليهم و على اقوالهم واعمالهم، لاتخفى منها خافية و رجاءهم بل ايمانهم بانها سيجيبهم في كل مادعوه -

এসকল কথা শ্রবণ করার পরও যদি পীরপন্থীরা ছাহাবাগণের (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) উপর মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করিতে বিরত না হন এবং তাঁহাদের পবিত্র নামে কলংক রটাইতে থাকেন যে, ছাহাবীর উক্তি "আমি যেন রছুলুল্লাহকে (দঃ) প্রত্যক্ষ করিতেছি"—ইহার তাৎপর্য প্রচলিত "তাছাউওয়ারে শয়খে"র ন্যায় ছাহাবগণ "তাছাউওয়ারে রছুল" করিতেন, তাহা হইলে আমাদের শেষ বক্তব্য—

تعالوا ! ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم، ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين !

এস, আমরা আমাদের সন্তানদের, তোমরা তোমাদের সন্তানদের, আমরা আমাদের নারীদের, তোমরা তোমাদের নারীদের, আমরা নিজেদের আর তোমরাও নিজেদের আহ্বান করিয়া আমরা সকলে একত্রিত হই! অতঃপর 'মুবাহলা' করি আর বলি, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হউক – আলে ইমরাণ ৬১ আয়ত।

(অবশিষ্টাংশ ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* তোমাদের এ কি অবস্থা? তোমাদের বিচার বুদ্ধি কিরূপ?

www.ahlehadeethbd.org

ধান্যের ফিত্‌রা

(একটি পুরাতন বিশ্বস্ত ফত্‌ওয়া)

জিজ্ঞাসা

কোন কোন দেশে ধান্যের সাহায্যে 'ছাদাকাতুল ফিত্‌র' আদা' করা হয়। এক্ষণে শরীঅত অভিজ্ঞ মুছলিম আলিম মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা শরীঅতের দিক দিয়া জায়েয হইবে কিনা? ধান দানার—(হব্ব) অন্তর্ভুক্ত কিনা? অনুগ্রহপূর্বক উত্তর দান করুন এবং আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কৃত হউন।

উত্তর

মওলানা আবু আবদুল করীম
মোহাঃ আবদুল জলীল সামরূদী

যে ধানকে পারস্য দেশের অধিবাসীরা ছলতূক ও শালী বলিয়া থাকেন, আরাবী ভাষায় উহার কোন নির্দিষ্ট নাম জানা যায় না। চাউলকে আরবরা উরুয আর পারসিকরা ব্রিঞ্জ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) অধিকাংশ হাদীছে এই চাউলেরই উল্লেখ প্রমাণিত হয়। ইমাম শওকানী প্রভৃতি এই কথাই বলিয়াছেন যে, প্রচলিত খাদ্য বস্তু দ্বারা 'ছাদাকাতুল ফিত্‌র' প্রদত্ত হইবে। ইমাম শঅরানী তাঁহার মীযানে কুবরায় লিখিয়াছেন, ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন,—

كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لاخراج زكاة الفطر كالارز والذرة والدخن ونحوه -

যে সকল বস্তুতে উশর ওয়াজিব হইয়া থাকে, সেই-সকল বস্তু ফিত্‌রা প্রদান করার উপযোগী। যেমন, চাউল, চিনা, জোয়ার ইত্যাদি,—(২) ১৩ পৃঃ।

শয়খুল ইছলাম ইমাম ইবনেতয়মিয়াহ তদীয় ফতাওয়ায় লিখিয়াছেন যে, হাদীছে যেসকল বস্তুর সাহায্যে ফিত্‌রা প্রদান করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বস্তুর বিদ্যমানতা এবং উহাদের সাহায্যে ফিত্‌রা প্রদান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান খাদ্যবস্তু যথাঃ—চাউল ইত্যাদি দ্বারা ফিত্‌রা প্রদান করা জায়েয হইবে। ইহাই ইমাম আহমদের অন্যতম রেওয়ায়ত এবং অধিকাংশ উলামার অভিমত—এখ্‌তিয়ারাতে ইল্‌মিয়া, ৬০ পৃঃ।

يجزئ فى الفطرة من قوت بلده مثل الارز وغيره ولو قدر على الاصناف المذكورة فى الحديث وهو رواية احمد وقول اكثر العلماء -

ইমাম ইবনুল-কাইয়েম লিখিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব অথবা এক ছা কিশমিশ অথবা এক ছা পনীর দ্বারা ফিত্‌রা ফরয করিয়াছেন। এই দ্রব্যগুলি মদীনায় তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। এক্ষণে যে সকল নগর বা মহল্লার প্রধান খাদ্য উল্লিখিত দ্রব্য নয়, সে সকল নগর ও মহল্লার অধিবাসীগণ স্ব স্ব প্রধান খাদ্য হইতে ফিত্‌রা আদা' করিবেন যথা, চিনা, চাউল, আঙ্গির ইত্যাদি দানা জাতীয় বস্তু। আর যাহাদের প্রধান খাদ্য দানা জাতীয় বস্তু নয় যথা, দুগ্ধ, গোশ্‌ত ও মৎস্য ইত্যাদি, তাঁহারা তাঁহাদের প্রধান খাদ্যবস্তু হইতে, তাহা যাহাই হউক না কেন, ফিত্‌রা বাহির করিবেন, ইহাই

ان النبى صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط وهذه كانت غالب اقواتهم بالمدينة - فاما اهل بلدة او محلة قوتهم غير ذلك فانما عليهم صاعا من قوتهم كمن قوتهم بالذرة اوالارز او التين ونحو ذلك من الحبوب - فان كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك اخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذى لايقال بغيره اذا المقصود سد خلة المساكين يوم العيد و مواساتهم من جنس

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٠ يقتاته اهل بلدهم –

অধিকাংশ বিদ্বানগণের অভিমত এবং ইহাই সঠিক এবং ইহার অন্যথাচরণ করা উচিত নয়। কারণ ফিত্‌রার আসল উদ্দেশ্য ঈদের দিনে স্ব স্ব অঞ্চলের দীনহীনদিগকে তাহাদের প্রধান খাদ্যবস্তুর সাহায্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা ও তাহাদের খাদ্যাভাব বিদূরিত করা—ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন (২) ১৮ পৃঃ। এই সকল উধৃতির সাহায্যে ফিত্‌রায় চাউল প্রদান করার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে—প্রমাণিত হইতেছে, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। আর প্রকৃত পক্ষে যাহা সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত—আছেন—১-৬—১৩৩৬ হিজরী।

মওলানা হাফিয আহ্‌মদুল্লাহ

শয়খুল হাদীছ, রহমানীয়া দারুল উলূম (দিল্লী)

ফিত্‌রায় ধান দেওয়া দুরস্ত নয়। চাউল, গম, আটা, ছাতু, কিশমিশ, খেজুর ও যব প্রভৃতি যে সকল বস্তুর জন্য 'তা'আম' বা খাদ্য—শব্দ প্রযোজ্য হইতে পারে, সেই সকল বস্তু দ্বারা 'ছাদাকা' প্রদান করা কর্তব্য। আল্লাহ বলিয়াছেন,

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه –

তোমরা খাদ্যের 'খবীছ' অংশ দ্বারা আল্লাহর পথে খরচ করার সংকল্প করিওনা। অথচ তোমরা স্বয়ং উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নও, অবশ্য চক্ষু বন্ধ করিয়া গ্রহণ করা ছাড়া—আলবাকারা ২৭৭ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তটি ধানের ফিত্‌রা হারাম হইবার মৌলিক দলীল। নিকৃষ্ট ও বর্জনীয়, যাহা খাদ্যের উপযোগী নয় বা খাওয়া কষ্টসাধ্য, এরূপ বস্তু ছাদাকা করা হারাম। আতা বিন্‌ছ ছায়েব আবদুল্লাহ বিনে মগফলের প্রমুখাৎ উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যায় তাঁহার এই উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, মুছলমানের উপার্জন কখনও খবীছ হয়না। কিন্তু ভুষি এবং অচলমুদ্রা এবং যাহা উপকারী নয়, তাহার সাহায্যে ছাদাকা করা চলিবেনা। বরাআ বিনে আযিব নামক ছাহাবী বলেন যে, এই আয়তটি আমাদের অর্থাৎ আন্‌ছারগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা অনেকেই খেজুরের বাগানের অধিকারী ছিলাম। বাগানে খেজুর কখনও বেশী ধরিত কখনও কম। বাগান হইতে আন্‌ছারগণ এক গুচ্ছ বা দুই গুচ্ছ খেজুর আনিয়া মছজিদে লটকাইয়া রাখিতেন। ছুফ্‌ফায় আশ্রিত লোকদের খাদ্যবস্তুর সংস্থান ছিলনা, তাঁহাদের কেহ ক্ষুধার্ত হইলে, তাঁহারা যষ্টির সাহায্যে খেজুরগুচ্ছে আঘাত করিতেন এবং তাযা ও পুরাতন খেজুর যাহা পতিত হইত, তাহা কুড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ করিতেন। এমন একদল লোকও আনছারগণের মধ্যে ছিলেন, যাঁহারা—দান করিতে চাহিতেননা, তাঁহারা মজ্জাবিহীন শুধু

(৪৩৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিপক্ষের চতুর্থ দলীল

"তাছাউওয়ারে শয়খে"র সমর্থকরা বলিয়া থাকেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ—

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين –

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হইতে কেহই মুছলমান হইতে পারিবেনা, যতক্ষণ না আমি তাহার নিকট তাহার পুত্র, তাহার পিতা এবং যাবতীয় লোক অপেক্ষা প্রিয়তম বিবেচিত না হইব

পীরপন্থীদের বক্তব্য এই যে, ইহাই হইতেছে বাস্তব প্রেমের নিদর্শন! আর সেইজন্যই আমরা পিতা-পুত্র, স্ত্রী-কন্যা ইত্যাদি সকলের অপেক্ষা পীরছাহেবকে অধিকতর ভালবাসিয়া থাকি।

আমাদের নিবেদন

আপনারা যত ইচ্ছা, আপনাদের পীরকে ভালবাসিতে থাকুন, ইহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের আপত্তি শুধু এইটুকু যে, এই সকল শরীঅত বিগর্হিত কার্য্য করার সময়ে আপনারা আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) নাম লইয়া থাকেন কেন? কোরআন ও হাদীছের বিকৃত অর্থ করিয়া সরলচিত্ত সাধারণ মুছলমানদিগকে বিপথগামী করেন কেন?

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় পীরপরস্তরা বুখারী প্রভৃতির যে হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে রছুলুল্লাহ (দঃ) (আমার প্রাণ তাঁহার জন্য উৎসর্গীকৃত এবং তাঁহার উপর আল্লাহর পবিত্র আশিস বর্ষিত হউক) আদেশ করিতেছেন, "যে পর্যন্ত **আমি প্রিয়তম না হইব**" আর পীরপন্থীরা বলিতেছেন, "যেপর্যন্ত **পীর প্রিয়তম ন**

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খোসাযুক্ত ভূপতিত গুচ্ছগুলি আনিয়া মছজিদে লটকাইয়া রাখিতেন। এই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ উপরিউক্ত আয়ত নাযিল করেন। ইমাম তিরমিযী এই রেওয়ায়তকে ছহীহ্ বলিয়াছেন। ইমাম আবু দাউদ স্বীয় ছুনানে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, যে প্রকার ফল ছাদাকা করা জায়েয নাই, এই অধ্যায়ে তিনি হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) নিকৃষ্ট ও বিবর্ণ খেজুর ছাদাকার জন্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু দাউদেরই আর একটি রেওয়ায়তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, এইরূপ ছাদাকা দাতা কিয়ামতের দিবসে ভুষি ভক্ষণ করিবে। *

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجعرور و لون الخبيق ان يرخذا فى الصدقة - و فى رواية انه صلى الله عليه وسلم قال : ان رب هذه الصدقة يا كل الحشف -

ধান ফিত্‌রায় দান করা অবৈধ হইবার আর একটি কারণ এইযে, এক-ছা ধানে শরীঅত কর্তৃক পরিমিত ফিত্‌রা আদা' হইবেনা। এক-ছা ধানে পৌনে এক ছা চাউল টিকিবে, সিকি অংশ এরূপ খোসায় পরিণত হইবে, যাহা পশুদের পক্ষেও গলাধঃকরণ করা কষ্টসাধ্য। আর এক ছা ধানে পৌনে এক-ছা চাউল হইবার কারণে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের বিরোধ করা হইল এবং এক ছা'র আদেশ অনুসরণ করা হইলনা এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন—১—৮-১৩৩৬ হিঃ।

মওলানা আবু মোঃ আবদুলজব্বার, খণ্ডেলা, জয়পুর (রাজপুতানা),

উত্তরকারী ধানের ফিত্‌রা সম্বন্ধে যাহা তহ্‌কীক করিয়াছেন, তাহা সঠিক। যে সকল দ্রব্য খাদ্যবস্তুর (তাআম) অন্তরভুক্ত, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে কেবল সেই সকল দ্রব্যের সাহায্যে ফিত্‌রা দেওয়া হইত। তাআম একটি ব্যাপক শব্দ। গম হউক অথবা যব অথবা চাউল কোন নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুর জন্য তাআম শব্দের প্রয়োগ সংগত হইবেনা। আর প্রচলিত ভাষায় ধানকে খাদ্যবস্তু বলা হয়না, যতক্ষণ না উহার খোসা পৃথক করিয়া লওয়া হয়। যদি কোন সময়ে ধানের সাহায্যে ফিত্‌রা দিতেই হয়, তাহাহইলে খোসার পরিমাণ করিয়া একছা'র এতটা অতিরিক্ত ধান ওজন করিয়া দিবে, যাহাতে খোসা পৃথক করিয়া লওয়ার পর শরীঅতের নির্ধারিত পরিমাণ অনুসারে এক ছা চাউল টিকিয়া যায়। ধানের খোসা ছাড়াইয়া লওয়ার পর যদি এক ছা খাদ্যবস্তু টিকিয়া যায়, তাহা হইলে আমার জ্ঞান অনুসারে সেই পরিমাণ ধান্য ফিত্‌রায় প্রদান করা নিষিদ্ধ হইবেনা। আর প্রকৃত পক্ষে যাহা সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত রহিয়াছেন।

মওলানা আবদুল ছাত্তার ক্বাওরী

মুদার্‌রিছ মাদরাছা হামিদীয়া, মূরী দরওয়াজা, দিল্লী।

যে চাউল খোসার ভিতরে আবদ্ধ থাকে, বাংলা প্রভৃতি

(অবশিষ্টাংশ ৪৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

না হয় !!"

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا †

পীরপরস্তেরদল কি মনে করেন, এইরূপ কৌশল এবং তল্‌বীছ (ধোকাবাজী) অবলম্বন করিলেই তাঁহারা মুছলমানদিগকে রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুরাগ ও মুহব্বত হইতে ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাদের পীরের প্রেমের কুহকে মজাইতে পারিবেন ?

حاشا وكلا !

* ছুনন-আবুদাউদ আওন সহ (২) ২৫ পৃঃ।

† বড়ই ভয়ংকর কথা যাহা, তাহারা তাহাদের [ছোট] মুখে উচ্চারণ করিতেছে, তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা—আল্‌কহফ ৬ আয়ত।

কিছুতেই নয়! কিছুতেই নয়!

برو اين دام بر مرغ دگر نه
كه عنقا را بلند است اشيانه !

যাও! এ ফাঁদ অন্য পাখীর জন্য পাত! 'আন্‌কা' পাখীর নীড় বহু উচ্চে !!

و ليكن هذا آخر الكلام فى التصوير! و فى ذلك عبرة لمن اعتبر و تذكرة لمن ادكر! والحمد لله الذى لا يحد ولا يتصور، والصلوة والسلام على من امرنا بان لا نصور ولا نتصور و على آله واصحابه الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ماطلع الشمس ولمع القمر -

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ব পরিক্রমা

সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগ

সম্প্রতি ভারতীয় লোক সভায় পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু পূর্ব পাকিস্তান হইতে সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে অন্ত পরে কা কথা পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট হিন্দু নেতাগণই উহাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক,—বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং পাকিস্তানী হিন্দুদের জন্য ক্ষতিকারক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা সমস্বরে এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুগণ শুধু পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গেই বসবাস করিতেছে না সরকারের সৌহার্দমূলক আচরণে এবং জনসাধারণের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের ফলে তাহারা এক্ষণে নিরাপদে বসবাস, ব্যবসায় বাণিজ্য, ওকালতি, ডাক্তারী, মাষ্টারী এবং অন্যান্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে এবং ঘর দুয়ার, দোকান পাট ও পূজা অর্চনার জন্য মন্দিরাদি নির্মাণ করিতেছে। বহু বাস্তুত্যাগী ভারতের খারাপ ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া অথবা জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হইয়া অবশেষে তাহাদের পরিত্যক্ত পুরাতন ভিটায় ফিরিয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

প্রাক্তন এম, সি, এ রায়বাহাদুর এস, এন নন্দী তাহার বিবৃতির উপসংহারে বলিয়াছেন, "আমরা ঘটনাস্থলে রহিয়াছি এবং নিজেদের পক্ষেই সমস্ত দেখিতেছি, অতএব ভারতীয় নেতাদের কোন—প্রকার রাজনৈতিক প্রচারণায় কান দিতে আমরা নারাজ।" পাকিস্তান ভগবৎগীতা সোসাইটির সেক্রেটারী শ্রীমতি সরলা দেবী বলেন, "যে সমস্ত পাকিস্তানী হিন্দু সৎ রুজী পছন্দ করে না এবং চোরা—কারবার ও বে-আইনী ভাবে মাল পারাপার করিয়া অর্থ রোজগারে ব্যর্থ হইয়াছে তাহারাই শুধু দেশত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যাইতেছে।" তিনি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে যাহাদের খুশী ভারতে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাত্রার পূর্বে উহার পরিণতি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখা উচিত।" যাহারা পাকিস্তানের দুর্নাম রচনা করিয়া দেশ ত্যাগ করিতেছে—তাহারা কাহাদের উস্কানীতে কোন উদ্দেশ্যে এই পন্থা অবলম্বন করিতেছে, ঢাকা জিলার অন্যতম স্কুল শিক্ষক শ্রীযুক্ত মোহিত চন্দ্র ভট্টাচার্যের বিবৃতিতেই তাহা ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

উস্কানীদাতাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কুমতলবের সহিত উস্কানী প্রাপ্তদের সহজ সমৃদ্ধ জীবন যাপনের প্রতি প্রলোভন কতিপয় বিভ্রান্ত বুদ্ধি হিন্দুকে বাস্তুত্যাগে প্রোৎসাহিত করিতেছে।

পাক সরকার এই বাস্তুত্যাগে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া নূতন করিয়া তোষণ নীতি আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্পষ্টতর ভাষায় সংখ্যালঘুদিগকে মুছলমানদের সহিত সর্ববিষয়ে সমান সুযোগদানের প্রতিশ্রুতি—প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করিয়া হিন্দু মহাসভা পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের পুনর্বসতির জন্য পূর্ববঙ্গের বিশেষ ইলাকার দাবী পুনরুত্থাপন করিয়াছেন। পাক—সরকারের সীমাহীন তোয়াজ নীতি সুফল প্রসব করিবে এরূপ আশা যাহারা পোষণ করেন তাহাদের বুদ্ধির কোনমতেই প্রশংসা করা যাইতে পারে না।

কোটরী বাঁধ

বিগত ১৫ই মার্চ পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ হায়দরাবাদ (সিন্ধু) হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত বিশাল কোটরী বাঁধের উদ্বোধন করেন। ১৯৫০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী উহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। এই বাঁধ নির্মাণে কিঞ্চিদধিক ৫ বৎসর সময় লাগে এবং ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই বাঁধের চূড়ান্ত রূপায়ণে সিন্ধু প্রদেশের ৩০ লক্ষ একর জমি শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে, সাড়ে ষোল লক্ষ একর জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা এবং ১১ লক্ষ পতিত শুষ্ক জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই বাঁধের কল্যাণে সময় মত পানি সেচ ও পানি সরবরাহের ফলে পাকিস্তান খাদ্যশস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইবে এবং উদ্বৃত্ত কাঁচা মাল বিদেশে রফতানী করিতে পারিবে। অধিকন্তু প্রচুর জমিতে শাকসব্জী, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতির ও রবিশস্যের উৎসাহজনক ফসল ফলিবে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন সিন্ধু প্রদেশে ৫টি ইক্ষু কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুসারে এই বাঁধের কল্যাণে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ ইলাকার প্রতি একর জমিতে ১৮ শত মণ করিয়া ইক্ষু উৎপন্ন হইবে।

বাঁধের বিশালতা নিম্ন বিবরণ হইতে অনুধাবন করা যাইতে পারে। বর্তমানে সেখানে মাত্র ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমিতে বাৎসরিক আবাদ করা সম্ভব হয় সেখানে ১৯ লক্ষ ১০ হাজার একর জমি আবাদ যোগ্য হইয়া উঠিবে আর মোট আবাদযোগ্য ইলাকা হইবে ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার। বাঁধের স্থায়ী ভিত ২, ২৮, ৮৫৯ বর্গ ফুট, বাঁধের মূল ভিত্তির খনন কার্য হয় ৫, ২১, ৯১, ৬৮২ ঘন ফুট। কংক্রীটে কাজ হয় ৮৬, ৮৩০০ ঘন ফুট, জংশাহী পাথরে গাঁথুনী হয় ১৪ লক্ষ ঘন ফুট, ইটের গাঁথুনী হয় ৭৪ লক্ষ ঘন ফুট আর নূতন পর্যায়ে সিমেন্ট কংক্রীটের কাজ হয় ১, ৩৩, ০০০ ঘন ফুট। বাঁধটির ৬০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ৪৪টি খিলান চাবি রহিয়াছে, উহার দ্বারা ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার কুশেক পানি নিষ্কাশিত হইবে। বাঁধের—উপরি ভাগে ২০ ফুট প্রশস্ত সড়ক-সেতু এবং উভয় পার্শ্বে ৪ ফুট চওড়া ফুটপাত আছে। অতঃপর এই বাঁধ গোলাম মোহাম্মদ বাঁধ নামে অভিহিত হইবে। এই বাঁধ নির্মাণ পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ কীর্তি।

পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটকে একত্রিত করিয়া একটিমাত্র প্রদেশে পরিণত করার সঙ্কল্প—কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন, মওলবী তমীযুদ্দিন খানের মামলায় সরকারের স্বপক্ষে ফেডারেল কোর্টের রায় বাহির হওয়ার পর উহা কার্যকরী করার নির্দিষ্ট তারীখ ঘোষিত হইয়াছে।

বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে ৭টি ইউনিট রহিয়াছে—১। উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ, ২। পাঞ্জাব, ৩। সিন্ধু, ৪। বেলুচিস্তান, ৫। বেলুচিস্থান রাজ্য ইউনিয়ন, ৬। বাহওয়ালপুর ও, ৭। খয়েরপুর। প্রত্যেক প্রদেশের সীমারেখা এবং ভিন্ন ভিন্ন শাসনযন্ত্র ও শাসন প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধনের পর পশ্চিম পাকিস্তান এখন একটি মাত্র প্রদেশে—পরিণত হইবে এবং একজন গবর্ণর, একটি মন্ত্রীসভা ও একটিমাত্র সেক্রেটারিয়েটের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালিত হইবে। ইতিমধ্যেই গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক মিঃ মুশ্‌তাক আহ্‌মদ গুরমানী উক্ত নবগঠিত প্রদেশের গবর্ণর এবং ডাঃ খান ছাহেব উহার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

দেশের বহু গণপ্রতিষ্ঠান এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সরকারের এই সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক উহার বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। সীমান্তের—লালকোর্তা নেতা এবং নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান ছাহেবের ভ্রাতা সীমান্ত গন্ধি খান আবদুল গফ্‌ফার খান তন্মধ্যে বিশেষভাবে—উল্লেখ যোগ্য। তিনি নীতিগত এবং উহার গঠন পদ্ধতির ত্রুটীগত কারণে এক ইউনিট গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—

প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্তি ব্যাপারে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রত্যেক গণতন্ত্রপ্রিয় ব্যক্তিকে হতাশ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টের অস্তিত্ব এবং জনগণের স্বাভাবিক অধিকার ও পৌনপুনিক দাবী সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এখানে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তনে গড়িমসি নীতি চালাইতেছেন আর পশ্চিম পাকিস্তানে আইনসভার বিনা অস্তিত্বেই উপরওয়ালার এক কলমের খোঁচায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন, এব্যবস্থা প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট বিসদৃশ ঠেকিতেছে।

চার্চিলের পদত্যাগ

গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিভাশীল রাজনীতিক দ্বিতীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মহাযুদ্ধ বিজয়ী সুপ্রসিদ্ধ প্রধানমন্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধ স্যার উইনষ্টন চার্চিল যুক্তরাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গত ৫ই এপ্রিল পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৫৭ বৎসর বয়স্ক ব্রিটেনের জাদরেল পররাষ্ট্র সচিব স্যার এণ্টনী ইডেন পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী নিয়োজিত হইয়াছেন। সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর বিশিষ্ট রাজনৈতিক জীবনে অথবা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত এবং যুদ্ধ ও শান্তিকালে প্রায় ৯ বৎসর রাষ্ট্র তরণীর সফল পরিচালক এই প্রতিভাদীপ্ত নেতার অবসর গ্রহণকে ধৈর্যশীল ইংরাজ জাতি পূর্ণ শান্তি ও স্বাভাবিক স্থৈর্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। সংবাদ পত্রের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ অথবা সংবাদপত্র বিক্রেতার রাজপথের চিৎকার ধ্বনি দ্বারা উহার গাম্ভির্য্যকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। বাধ্যকাই তাঁহার পদত্যাগের একমাত্র কারণরূপে প্রকাশিত হইলেও বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক আসরে বিশেষ করিয়া সোভিয়েট কূটনৈতিক সার্কেলে উহার অন্তরূপ অর্থও করা হইতেছে। হয়ত এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক নহে।

মগরিব বা উত্তর আফ্রিকার সমস্যা

উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়া—মুছলিম অধ্যুসিত এই ৩টি দেশ ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী যোয়ালে আবদ্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য উহার দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ যতই চেষ্টা করিয়াছে উহার যালেম শাসক ও শোষক গোষ্ঠী ততই স্বৈরাচারী শাসন ও দমন নীতিকে কঠোরতর করিয়া তুলিয়াছে। ফ্রান্স মরক্কোর জনপ্রিয় সুলতান মোহাম্মদ বিন ইউছুফকে নির্বাসিত করিয়া সিদি মোহাম্মদ বিন আরাফাকে শো-বয় রূপে সুলতান পদে বসাইয়া তাহাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবীর প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিয়াছে, তিউনিসিয়ার শাসনসংস্কারের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করার কার্যকে বিলম্বিত করিয়া নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আলজিরিয়ায় বিগত নভেম্বরের গণ অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ গ্রহণোদ্দেশ্যে ৬মাসের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া অনিচ্ছুক জনগণের উপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের চণ্ডনীতি চিরস্থায়ী রাখার মতলব আঁটিয়াছে। ফ্রান্স কর্তৃক পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত প্যারিসচুক্তির—অনুমোদন লাভের বিনিময়ে ব্রিটেন এবং আমেরিকাও এই ফরাসী নির্যাতন নীতির পরোক্ষ সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ—রহিয়াছে!

সুদানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব

১৮৯৯ সন হইতে সুদানের উপর ইঙ্গ-মিছর যৌথ কর্তৃত্ব বলবৎ হয় কিন্তু কার্যতঃ ব্রিটিশই সুদানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। দীর্ঘদিন সুদান ও মিছরবাসীর আন্দোলনের পর বিগত ১৯৫২ সালে জেনারেল নজীবের নেতৃত্বে ৩ বৎসরের জন্য সুদান অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রাপ্ত হয়। স্থির হয় ৩ বৎসর পর সুদানবাসীগণ নিজেরাই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করিবে। উম্মা, উদারনৈতিক এবং আরও দুইটি রাজনৈতিক দল মিছরের সহিত সম্পর্কশূন্য স্বাধীন সার্বভৌম সুদান রাষ্ট্রগঠনের আশা পোষণ করে কিন্তু ইউনিয়নিস্ট দল মিছরের সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ইউনিয়নিস্ট পার্টি বিজয় লাভ করিয়া ক্ষমতার আসন লাভ করে। সুতরাং তখন আশা করা গিয়াছিল ৩ বৎসর পর সুদান স্বাভাবিক ভাবেই মিছরের সহিত একত্রিত হইয়া যাইবে। কিন্তু সম্প্রতি ইউনিয়নিস্ট দল এবং উহার পার্লামেণ্টারী পার্টি স্বাধীন সুদান রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে ব্রিটিশ কূটনৈতিক মহলের প্ররোচণা হয়ত কিছুটা কাজ করিয়াছে কিন্তু সুদানের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক আদর্শ বিপ্লবী মিছরী নেতা জেনারেল নজীব এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক ও ইছলামের ঝাণ্ডাবাহক ইখওয়ানুল মুছলেমীনের প্রতি নাছের সরকারের অনভিপ্রেত আচরণ এবং নৃশংস ব্যবহার সুদানবাসীদের অন্তরকে মিছরের প্রতি যে বিষায়িত ও বিদ্বিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে উহার প্রমাণ অতীতে পাওয়া গিয়াছে। নাছের সরকার সহজেই সুদানের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে রাযি হইবেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহা মনে হয়না। নীলনদের পানি বিতরণ এবং দেশরক্ষার প্রশ্ন সমস্যার সমাধানে প্রবল প্রতিবন্ধক-রূপে দাঁড়াইবে। মোটের উপর মধ্যপ্রাচ্যের বহু জটিল অসমাধ্য সমস্যার মধ্যে সুদান-মিছর প্রশ্ন জটিলতার নূতন আর এক গ্রন্থি সৃষ্টি করিল এবং এজন্য মিছরের নাছের সরকারই যে পরোক্ষভাবে দায়ী কোন নিরপেক্ষ লোকই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেনা।

ইয়ামানের শাসনকর্তৃত্বের রদবদল

ইয়ামান সউদী আরবের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ৫০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ১৯৪৮ সালে ইয়ামানের পূর্ববর্তী ইমাম গৃহযুদ্ধে আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার পর ইমাম আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সেনাবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের একটি দল প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী-রূপে কথিত ইমাম আহমদের বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতে থাকে। এই বিরোধ তায়েজ সহরের উপকণ্ঠে উপজাতীয়দের নিকট হইতে কর আদায়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া সেনাবাহিনী ও ইমামের প্রেরীত সৈন্য ও উপজাতীয়দের মধ্যে এক সংঘর্ষের আকারে ফাটিয়া পড়ে। পরিণামে ইয়ামানের সুলতান সিংহাসনচ্যুত হইয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন এবং সুলতানের ভ্রাতা ৪৩ বৎসর বয়স্ক আবদুল্লাহ নূতন ইমামরূপে ঘোষিত হন। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ পদচ্যুত ইমামের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা সঈদ উপজাতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী সেনাবাহিনীকে পরাজিত এবং নবঘোষিত ইমাম—সাইফুল ইছলাম আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করেন। আবদুল্লাহ এবং বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর নেতা কর্ণেল আহমদ ইহাহুয়িয়াকে ফাঁসির দণ্ড প্রদান করা হয়। এখনও ইয়ামানে পূর্ণশান্তি ও নিরাপত্তার আবহাওয়া ফিরিয়া আসে নাই।

জেনারেল জাহেদীর পদত্যাগ

ইরাণের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নেতা ডাঃ মোছাদ্দেককে নির্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া এবং বিচারে ফাঁসির হুকুম শুনাইয়া, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নওজোয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ হুসেন ফাতেমীকে গুলির মুখে উড়াইয়া দিয়া এবং বহু দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী নেতা এবং কর্মীকে নানাভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত করিয়া সমগ্র ইরাণে ভীতি ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম পূর্বক জেনারেল ফযলুল্লাহ জাহেদী ইরাণের রাজপ্রাসাদের যে খেদমত আন্‌যাম দিয়া আসিতেছিলেন এবার তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। ইরাণের তৈল সমস্যার শাহী সমাধান হইয়া গিয়াছে, মার্কিণ সাহায্যও যৎকিঞ্চিৎ মিলিয়াছে, দেশেও শাহ বিরোধী মনোভাব ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং এবার জেনারেল জাহেদীকে যকৃতের গুরুতর পীড়ার চিকিৎসার অযুহাতে বিদায় লইতে হইয়াছে এবং শাহের বিশ্বস্ততর দরবারী মন্ত্রী হোসেন আলাশাহীর ন্যায় একান্ত অনুগত ব্যক্তির উপর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বর্তিয়াছে।

বান্দুং এ আফ্রো-এশীয় কনফারেন্স

আগামী ১৮ই এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার পার্বত্য সহর বান্দুংএর নীরব প্রাকৃতিক পরিবেশে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি রাষ্ট্র এক সম্মেলনে মিলিত—হইতেছে। এই সম্মেলনের আহ্বায়ক এশিয়ার ৫টি রাষ্ট্র—বর্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান। আহূত অতিথি হিসাবে যোগদান করিতেছেন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ২৪টি রাষ্ট্র।

এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহায্য ও সহযোগিতার পথ আবিষ্কার করা এবং যোগদানকারী রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ও সমস্যাদির বিষয় চিন্তাকরা প্রভৃতি আলোচ্য-সূচীর উল্লেখযোগ্য বিষয়।

বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে ইউরোপ আমেরিকার সৃষ্ট বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত পরিবেশে এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে আয়োজিত এই সুবৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ—সম্মেলনের আলোচনা ও ফলাফলের দিকে অনেকেই সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৪৪২ পৃষ্ঠার পর)

পরিভাষায় তাহাকে ধান বলা হয়। 'ছাদাকাতুল ফিত্‌রে' ধান দেওয়া সংগত ও জায়েয না হইবার কারণ এইযে, ধান পরিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত উহা নিকৃষ্ট বস্তু। আর পরিষ্কৃত হইবার পর উহার পরিমাণ এক-ছা অপেক্ষা কম হইয়া যায়। ফলে যাহাকে এই ফিত্‌রা দেওয়া হইবে, তাহার পক্ষে উহা ক্ষতির কারণ হইবে, আর শুধু ধানের সাহায্যে সে তাহার প্রয়োজন মিটাইতে পারিবেনা। ফলে সবদিক দিয়াই তাহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আর ফিত্‌রার উদ্দেশ্য মিছকীনদের সুবিধা করিয়া দেওয়া। চাউলের লেন-দেন ধানের আকারে প্রচলিত নয়, বরং খোসা বিমুক্ত খাদ্যশস্যকে চাউল বলা হয়। যদি কোন শহরে চাউলের লেন-দেন ধান্যের আকারে প্রচলিত থাকে, তাহাহইলে এতটা পরিমাণ ধান-ফিত্‌রার জন্য বাহির করিতে হইবে, যাহাতে খোসা ছাড়াইয়া লওয়ার পর এক ছা চাউল টিকিয়া যায়। মুহাদ্দিছগণ এই নিয়ম বাঁধিয়াছেন যে, দেশের প্রধান খাদ্যের সাহায্যেই ফিত্‌রা দেওয়া জায়েয হইবে। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত আর প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতেছেন আল্লাহ—১৬-৮-৩৬ হিঃ।

মওলানা আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

মুদাররিছ মাদ্‌রাছা দারুলহুদা, দিল্লী

ফিত্‌রায় এক ছা চাউল দেওয়া জায়েয—ফিত্‌রায় ধান কিছুতেই প্রদান করিবেনা। কারণ এক ছা ধান দিলে এক ছা চাউল হইবেনা। অথচ সমুদয় খাদ্যবস্তুর এক ছা হওয়াই আবশ্যক। খোসা ছাড়াইবার পর উহা আর্থিক ক্ষতির কারণ হইবে। অতএব ফিত্‌রা শুধু চাউল দিয়াই প্রদান করা এবং ধানের ফিত্‌রা হইতে বিরত থাকা আবশ্যক—২২—৮—৩৬ হিঃ।

মওলানা আবদুর রহীম গজনভী,

অমৃতসর—

আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আবদুলজলীল সামরূদী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য ও সঠিক। তাঁহার দলীলগুলি বলিষ্ঠ ও উন্নত।

মওলানা আবদুল গফুর গজনভী,

অমৃতসর—

উত্তর সঠিক হইয়াছে।

মওঃ হাকীম আবুল ফক্‌র মোঃ শামছুল হক—হাফিক,

সাপ্তাহিক আহ্‌লেছুন্নত ওয়াল জামাআত, অমৃতসর।

জওয়াব বিশুদ্ধ এবং জওয়াবদাতা সঠিক বলিয়াছেন।

মওঃ হাকীম আবু তোরাব মোঃ আবদুল হক

সম্পাদক, আহ্‌লেছুন্নত ওয়াল্ জামাআত, অমৃতসর।

জওয়াব সঠিক হইয়াছে।

মওঃ আবু আবদুল মজীদ আবদুল হামীদ, মধু আম্‌ওয়া,

মওলবী আবদুল জলীলের ফত্‌ওয়া সত্যের নিকটবর্তী। আর প্রকৃতপক্ষে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

আল্লামা মোঃ আবুলকাছিম বেনারসী

আমার বিবেচনায় ধানের সাহায্যে ফিত্‌রা দেওয়া জায়েয হইবে। কিন্তু উহা এই পরিমাণে আদায় করিতে হইবে, যাহাতে খোসা ছাড়াইয়া লইবার পর এক ছা চাউল বাহির হয় এবং যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

মওঃ মোঃ আবু মছ্‌উদ কমর

বেনারসী।

আমিও মওলানা মোঃ আবুল কাছিম বেনারসী ছাহেবের উক্তি সমর্থন করিতেছি।

মওঃ মোঃ আবদুর রহমান খান

মিয়াঁ ছাহেবের মাদ্‌রাছা দিল্লী

মওঃ আবুল কাছিম ছাহেব যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা সঠিক এবং উহার বিপরীত ভ্রান্তিমূলক—১৩৩৬ হিঃ।

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

ইছলাম
ও
মুছলিম রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন।
(অনুবাদ)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

[মিছরের ফির্‌আওনী শাসন ইছলামের যেসকল যোগ্য সন্তানকে বর্তমান মিলিটারী একনায়কত্বের সূচনায় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছে, তন্মধ্যে আল্লামা শয়খ আবদুল কাদির আওদা শহীদ রহমতুল্লাহে আলায়হে অন্যতম। মরহুম মিছরের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ১৯৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত জজীয়তিপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর পদত্যাগ করেন। ইছলামী ফিক্‌হ এবং আইনশাস্ত্রে তিনি সুগভীর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। ইছলামী দণ্ডবিধি এবং অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক বৃহদায়তন গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। শাহাদত লাভের কিছুকাল পূর্বে তিনি "ইছলাম এবং আমাদের প্রচলিত আইনের ধারা" নামক যে পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রাথমিক অংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যে সত্যভাষণের অপরাধে আল্লামা আবদুল কাদির শহীদকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছে, তাঁহার লিখিত পুস্তকের নিম্নোধৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে—তর্জুমান সম্পাদক।]

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله، والصلوة والسلام على سيدنا محمد رسول الله - اللهم اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا و اربط على قلوبنا وانصرنا نصرك الذى وعدتنا -

সমুদয় উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদিগকে ইছলামের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহ্ যদি আমাদিগকে হিদায়ত না করিতেন, আমাদের পক্ষে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার কোনই উপায় ছিলনা। আশিস ও শান্তি আমাদের অধিনায়ক আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর অবতীর্ণ হইতে থাকুক। হে আমাদের প্রভু আল্লাহ, আপনি আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন এবং আমাদের কর্মশক্তিকে বর্ধিত এবং আমাদের কদম সুদৃঢ় করুন এবং আমাদের হৃদয়কে অচঞ্চল করুন এবং আপনি আমাদের জন্য যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, আমাদিগকে তাহার অধিকারী করুন।

দেশীয় আইনের পটভূমিকায় আমার স্থান

প্রচলিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করিয়া বলাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য। এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, একজন জজ হিসাবে দেশের প্রচলিত আইনের সংরক্ষণ, সমর্থন এবং উহাকে বলবৎ করার জন্যই আমি দায়ী। আইন যেরূপ ধরণেরই হউক না কেন, আমার নিকট ইহাই প্রত্যাশা করা হইয়া থাকে যে, আমি উহার ব্যাখ্যা করিব, ওগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইব এবং উহাদের দৃঢ়তার জন্য সচেষ্ট হইব এবং আমাননা ও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে প্রচলিত আইনগুলিকে রক্ষা করিয়া চলিব। কিন্তু আইনের খাতিরেই এবং উহার সেবার মনোভাব লইয়াই আমি প্রচলিত আইনগুলির সমালোচনা করিতে দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছি। আমি আইনের বর্তমান আকৃতি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত করিব বটে, কিন্তু আইনের স্পিরিট এবং উহার বাস্তবতার কিছুতেই প্রতিবাদ করিবনা। আমার এই আলোচনার ফল স্বরূপ প্রচলিত আইনের অভ্রান্তি ও পবিত্রতার ধারণা যদি জনগণের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তাঁহারা ইহার সংশোধন ও পূর্ণতা দানের জন্য উঠিয়া দাঁড়ান, তাহাহইলে সত্যসত্যই ইহা আইনের সেবা বলিয়াই গণ্য হইবে এবং আমার সমালোচনার বৈধতার ইহাকে একটি যুক্তিসংগত কারণ বলিয়া অভিহিত করা চলিবে।

প্রচলিত আইনে স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ

সরকারী কর্মচারী, বিশেষতঃ বিচার বিভাগের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্মীদের পক্ষে সাধারণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বর্তমান আইন অনুসারে হারাম। রাজনৈতিক কার্যকলাপের নাম দিয়া এই আচরণকে অবৈধ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। আইন-রচনাকারীদল "রাজনৈতিক কার্যকলাপের" তালিকায় সমুদয় রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ধনসম্পর্কিত এবং সামাজিক বিষয় সমূহকেও শামিল করিয়াছেন। এমন কি যে সকল সমস্যা ব্যক্তি, দল, জাতি, জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় গৌরবের সহিত সম্পর্কিত অথবা যে সকল বিষয় রাজ্যশাসন এবং আন্তর্জাতিক বিধি ব্যবস্থার সহিত বিজড়িত, সেগুলির মধ্যে কোন একটি সম্পর্কেও সরকারী কর্মচারীদের মত প্রকাশ করার উপায় নাই। প্রচলিত আইনের রচয়িতাগণ জীবন্ত, জাগ্রত, চিন্তাশীল ও ভাবুক মানুষকে প্রাণহীন ও অনুভূতিশূন্য জীবে পরিণত করিতে চান। তাঁহাদের মতলব, মানুষ চক্ষুবন্ধ করিয়া থাকুক এবং দেখার অভ্যাস পরিত্যাগ করুক; কানবন্ধ করুক এবং শ্রবণ করার অভ্যাস ছাড়ুক; রসনা আড়ষ্ট করিয়া রাখুক এবং বাক্যালাপ বর্জন করুক। স্বীয় জ্ঞান, অনুভূতি ও চিন্তাশক্তিকে নিষ্ক্রিয় ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া রাখুক।

এরূপ নিষ্ক্রিয়তা কি সম্ভবপর?

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এইযে, জলজীয়ন্ত মানুষের পক্ষে এই কবন্ধতা এবং এরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করা কার্যতঃ সম্ভবপর কি? ধরুন, একজন জজের পক্ষে কি সমুদয় বোধশক্তি ও অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেওয়া সম্ভবপর? অথচ দিবারাত্রি সে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সহিত জড়িত রহিয়াছে। ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের কঠোর ধ্বস্তাধ্বস্তি ও সংঘর্ষ সে অবিরামগতিতে লক্ষ করিতেছে। বঞ্চিত জনদিগকে দুঃখ কষ্টের অগ্নিকুণ্ডে সর্বদা সে বিদগ্ধ হইতে দেখিতে পাইতেছে। নিপীড়িত শ্রমিকদলের হা হুতাশ সে অবিরত শ্রবণ করিতেছে। ব্যাপক দারিদ্র ও অভাব, অর্থনৈতিক যুলুম ও অত্যাচার, রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ও অবিচার এবং যবরদস্তী করিয়া খাওয়ার মর্মন্তুদ দৃশ্য সে প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নিরীক্ষণ করিতেছে।

যে জাতির বুকের উপর বৈদেশিক প্রভাব জগদ্দলের মত চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে—আর সে প্রভাব শুধু এক স্থানে নয়, পিতৃভূমির প্রতিপ্রান্তকে উহা ছাইয়া ফেলিয়াছে। উপার্জনের সমুদয় উৎসকে তাহারা দখল করিয়া লইয়াছে। দেশের সমুদয় সম্পদ তাহারা উভয় হস্তে লুণ্ঠন করিতেছে। জাতীয়—স্বাধীনতাকে তাহারা তাহাদের পদতলে নিষ্পেষিত এবং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পলিসিগুলিকে তাহারা তাহাদের স্বার্থের যুপকাষ্ঠের বলি করিয়া রাখিয়াছে। দেশের সচ্চরিত্র এবং বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন সন্তানদের বিরুদ্ধে এই বৈদেশিকরা তাহাদেরই এরূপ ভ্রাতাদিগকে লেলাইয়া দিয়াছে, যাহারা শয়তানের হস্তে নিজেদের প্রাণ, ধর্ম এবং জন্মভূমিকে বেচিয়া ফেলিয়াছে। যে জাতির বৃদ্ধ এবং যুবকের দল এই বিদেশী প্রভাবের মাঝেই চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে, আর তাহাদেরই যুগে তাহারা তাহাদের চক্ষু মুদিয়াছে, এইরূপ জাতির অন্তরভুক্ত একজন জজের পক্ষে শুধু নিরপেক্ষ দর্শকরূপে জীবন-যাপন করা কি সম্ভবপর? যে দেশের সম্ভ্রম বৈদেশিক পুঁজিপতির দল মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছে, তাহার—স্বাধীনতাকে গ্রাস করিয়াছে, বস্তুতান্ত্রিক এবং নীতি নৈতিকতার দিক দিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও দেউলিয়া বানাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, দেশের প্রতিপ্রান্তে বিশৃংখলা ও অশান্তি উত্থিত করিয়াছে, দেশের সন্তানগণের অন্তঃকরণে পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা ও হিংস্রতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে এরূপ বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়াছে যে, প্রত্যেক দল নিজের অবস্থায় বিভোর হইয়া রহিয়াছে। যে সমাজের জনগণ প্রকাশ্যে একত্রিত বলিয়া পরিলক্ষিত হইলেও তাহাদের মন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বংশাবতংশ রূপে যে দেশের সন্তানরা বৈদেশিক—প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, যে দেশের সম্মুখে আজ পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা লাঞ্ছনাময় মৃত্যু ব্যতীত অন্য পথ নাই, অথচ যে দেশের নাগরিকদের অবস্থা এইযে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ যদি তাহাদিগকে দুই চারিটি গদী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধার দেয়, তাহাহইলে তাঁহারা সেই সকল গদীতে বিরাজমান হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িতে, পরস্পরের গলা কাটিতে এবং পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করিতে কোন দ্বিধাই অনুভব করেন না, এইরূপ—দেশের বিচারালয় সমূহের কোন জজ এই সকল প্রলয়ংকরী হাংগামা ও ভয়াবহ গোলযোগের ভিতর নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিতে পারে কি?

কোন জজ বে-আ নী নাটকের শুধু দর্শক বনিয়া থাকিতে পারেন না।

যে দেশের অবস্থা এইরূপ, সেই দেশের কোন জজের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকিয়া কাজ করিয়া যাওয়া কি সম্ভবপর? যে দেশের অপরাধী অথবা নিরপরাধ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে দোষ স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য তাহাদের আঙ্গুলের নখগুলি মাংস হইতে উপড়াইয়া ফেলা হয়, তাহাদিগকে এরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রহার করা হয় যে, প্রত্যেক বারেই তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহাদের শরীরে আগুন দিয়া ছেঁকা দেওয়া হয়, তাহাদের দেহের খাল কোড়ার আঘাতে ছিলিয়া ফেলা হয়, খাদ্য, পানীয় এবং ঔষধ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয়, তাহাদের লজ্জাকে উলংগ করিয়া আহত করা হয়, তাহাদের দেহের গুপ্ত অংশে কাষ্ঠফলক ও লৌহদণ্ড ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদিগকে এই বলিয়া ধমকান হয় যে, তাহাদের মা, স্ত্রী এবং কন্যাদের সহিতও এইরূপ ব্যবহার করা হইবে। শুধু ধমক নয়, অভিযুক্তদের গৃহে যখন নারীগণ ব্যতীত কেহই—বিদ্যমান থাকেনা, সেই সময়ে পুলিশ দিনের পর দিন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া সর্বক্ষণ তাহাদের অন্তঃপুরে যদৃচ্ছভাবে যাত য়াত করিতে থাকে। আইনের ওছীরা এ সমস্ত বিষয় অথবা এ সকল বিষয়ের অধিকাংশ অবগত থাকেন, অথচ তাঁহারা এসম্পর্কে অতি সামান্য প্রতিকার করাও আবশ্যক মনে করেননা। এই সকল লজ্জাকর এবং মানবত্বের অবমাননাকর অত্যাচার যদি আদালতের সম্মুখে পেশ করা হয়, মযলুম ব্যক্তিরা স্বয়ং আদালতে—দাঁড়াইয়া এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা নিজ মুখে দান করেন, নিয়মিত দলীল-প্রমাণ এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সাক্ষরূপে উপস্থিত করা হয়, তথাপি শাসকগোষ্ঠি আইন এবং আইনের গৌরব রক্ষা করার জন্য উপরিউক্ত ঘটনার তদন্ত করাও আবশ্যক বিবেচনা করেননা।

এরূপ দুনিয়ার একজন জজের পক্ষে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকা কি সম্ভবপর, যেস্থানে আইনের মর্যাদা পূর্ণভাবে নিঃশেষিত করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং যেখানে "যোর যার মুলুক তার" নীতি কার্যকরী রহিয়াছে? যে স্থানে বেচারী আইন লুণ্ঠন, নিষ্পেষণ এবং অত্যাচার বৈধ করার যন্ত্রে পরিণত—হইয়াছে? যে স্থানে সরকারের প্রত্যেক কথায় সম্মতিদানকারীদের পক্ষেই সরকারী আসন ও সর্ববিধ সুবিধা লাভের উপায় সুরক্ষিত, যে স্থানে ভণ্ডামিকে সফল জীবনের চাবিকাঠি এবং সর্বপ্রকার নীতিহীনতা ও দুশ্চরিত্রতা গৌরব ও সমৃদ্ধিলাভের প্রথম সোপান বিবেচিত হইয়া থাকে? একজন জজের পক্ষে কি ঠাণ্ডা মনে ইহা বরদাশ্‌ত করা সম্ভবপর যে, তাঁহার জন্মভূমিতে আবার ইছলামেরও—আগেকার অবস্থা ঘুরিয়া আসুক? বঞ্চিতের দল তাহাদের রক্ত পানি করিয়া উপার্জন করুক আর যবরদস্তেরদল পরম নিশ্চিন্ত মনে সেই উপার্জান মজা উড়াইয়া গ্রাস করুক? দুর্বল দেহের সহিত প্রাণের যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একমুঠা শুষ্ক অন্ন আর ছেঁড়াময়লা ন্যাকড়াও না পাক আর শক্তিমানেরদল সোনা চাঁদি লইয়া খেলা করিতে থাকুক? দুর্বলের দল ফরিয়াদ করিলেই আইন তাহার বিরুদ্ধে সজীব হইয়া উঠে, এমন কি অ স্থা এরূপ ভ াবহ পর্যায়ে উপস্থিত হয়যে, দুর্বলেরদল অবশেষে স্বীয় পরিবেশ এবং প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উন্নত করিতে বাধ্য হয়।

একজন জজ কি ধর্মহীনতারও উদাসীন দর্শক হইয়া থাকিবে?

তারপর একজন জজের পক্ষে ঠাণ্ডামনে কি ইহা বরদাশ্‌ত করা সম্ভব যে, দেশের শাসন সংবিধানের একটি দফা এই মর্মে লিপিবদ্ধ থাকুক যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই রাষ্ট্রের ধর্ম ইছলাম, অথচ তাহার গভর্ণমেণ্ট এবং শাসকগোষ্ঠি খোলাখুলিভাবে ইছলামের বিরুদ্ধাচারণ করিতে থাকুন? ইছলামের সত্যকার সেবকদলের রক্তপান করিতে তাঁহারা লোলুপ হইয়া পড়ুন? কোরআনের নির্দেশমত নেকী ও সাধুতার সহিত সহযোগকারীদিগকে তাঁহারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত করিতে থাকুন এবং পাপ ও অনাচারের সহযোগীদের তাঁহারা পৃষ্ঠপোষক হউন, এই সকল অবস্থার মধ্যে একজন জজ কি নিরপেক্ষ থাকিতে পারে? যখন সমস্ত দেশ নৈতিক মাহাত্ম্য ও গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, বিশ্বস্ততা এবং সদাচারের নাম-নিশান পর্যন্ত মুছিয়া যাওয়ার উপক্রম ঘটে আর জনগণ লীডারের দলকে নিজেদের উত্তম আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়, তখনও কি একজন জজের পক্ষে নীরব দর্শক হইয়া থাকা সম্ভবপর?

জজ নিরপেক্ষ থাকিতে পারে কখন?

জজ শুধু সেই জাতির মধ্যে এবং সেই স্থানে নিরপেক্ষ আসন পরিগ্রহ করিতে পারে, যেস্থানে জাতির সন্তানগণ আইনের শাব্দিক ও আর্থিক ভাবে সম্মান করিয়া চলেন। দুর্বল ও সবল সকলেই তুল্যভাবে আইনের প্রভুত্ব মানিয়া লন, কিন্তু যে-জাতির অবস্থা এরূপ যে, তাহারা যে ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার অনুশাসন মান্য করিয়া চলেনা, নিজেরাই আইন প্রস্তুত করে, অথচ তাহা প্রবর্তিত করেনা। সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার যোরগলায় দাবী চালাইয়া থাকে, কিন্তু কোনটারই অনুসরণ করেনা, যে জাতি সত্য প্রচার, ন্যায়ের পথে আহ্বান, যাহা সু—তাহার জন্য আদেশ প্রদান এবং যাহা কু, তাহা প্রতিরোধ করার কর্তব্যপালন করেনা, সে জাতির জজ যদি নিঃসম্পর্ক ও নিরপেক্ষও থাকিতে চায়, তথাপি তাহার পক্ষে ইহা সম্ভবপর হয়না।

এই পংক্তিগুলি পাঠ করিয়া অনেকের ভ্রূ কুঞ্চিত হইবে, অনেকের মুখমণ্ডল ক্রোধারক্ত হইবে। কিন্তু আমি এই প্রতিমাপূজকদের বলিতে চাইযে, মানুষের প্রণীত এই আইনকানুনগুলি বর্তমানযুগের দুর্গা ও কালী (লাৎ ও মনাৎ)! ইহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া একজন মুছলমান স্বীয় প্রভু আল্লাহর ক্রোধভাজন হইয়া থাকে। কারণ ইহাদের উপলক্ষেই মুছলমানদের গভর্ণমেণ্টগুলি আল্লাহর হালালকৃত বস্তুগুলিকে হারাম এবং আল্লাহর হারামকৃত বস্তুগুলিকে হালাল করিতেছে। এই সকল ঠাকুরের পূজারীগণের অনেকেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন যে, মন্দিরের একজন পুরোহিতই এই সকল প্রতিমার বিরুদ্ধে কুফ্‌র ও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা বিস্ময় বোধ করিবে যে, আইনের সেবকদলের মধ্য হইতেই একজন সেবক এরূপ গদ্দারী করিল কেন? আমি আশা করিতেছি, চতুর্দিকে হৈচৈ পড়িয়া যাইবে এবং এই ধ্বনি উত্থিত হইবে যে, "বন্ধুগণ, তোমাদের প্রতিমাগণের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য উঠ, তোমাদের প্রতিমাগুলি ভাংগিয়া চুরমার করিয়া ফেলার পূর্বে এবং তোমাদের শাসনব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দেওয়ার আগেই এই লোকটিকে ধৃত কর।"

কিন্তু মনে রাখিও, এই বিদ্রোহকে দমন করা সম্ভবপর নয়, ইহা কাহারও ব্যক্তিগত দাবী বা দৃষ্টিভংগী নয়। ইহা সমগ্র জাতির হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছে, ইহা মানুষের আহ্বান নয়, ইহা ঈমানের ডাক। ইছলামের পথে, ইহা একটি সংগ্রাম, ইহাই জিহাদ ফি-ছবীলিল্লাহ্! আমি এই পথে আল্লাহর কাছে পৌঁছিতে চাই। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

রামাযানুল মুবারক

পাপ-তাপ বিদগ্ধ হিংসা-বিদ্বেষ ক্লিষ্ট মানব সমাজকে শান্তি ও সান্ত্বনার পয়গাম শুনাইবার জন্য পূর্ণ এক বৎসরকাল পর পবিত্র রামাযান পুনরায় শুভ পদার্পণ করিয়াছে। রামাযান নীতি নৈতিকতার যে উন্নত আদর্শ, রাষ্ট্র সংবিধানের যে বলিষ্ঠ নীতি, ধন বণ্টনের যে ন্যায় সংগত—ব্যবস্থা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের যে মহান লক্ষ পৃথিবীর মানব সমাজের সম্মুখে বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহার প্রতিটি ছন্দ ও সুর পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি ছত্রের ভিতর দিয়া মানবের হৃদয়তন্ত্রীকে অনুরণিত করিয়া তুলিতেছে। কোরআনের যে জীবন দায়িনী পয়গাম রামাযান চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বহন করিয়া আনিয়া পৃথিবীর মানবত্বকে পুনর্জীবিত ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, আজিকার যুগে কোরআনের সেই সত্য সনাতন আদর্শকে বিস্মৃত হইয়া এবং তাহার প্রদর্শিত কার্য সূচীকে উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর মুছলমান শান্তি ও সমৃদ্ধির সমস্ত গৌরব হারাইতে বসিয়াছে। রামাযান আবার বিশ্ব মুছলিমকে তাহার হারান-পথের সন্ধান দিতে আসিয়াছে। যাঁহারা পবিত্র রামাযানের সাধনার ভিতর দিয়া সেই হারান পথের সন্ধানলাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইবার সংকল্প করিয়াছেন, আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে তাঁহাদিগকে আমাদের অকপট মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছের আহ্বান

কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে মুছিয়া ফেলিয়া নগ্ন-সভ্যতার অন্ধ উপাসক দল যখন শির্ক, বিদ্আত, দুর্নীতি, নির্লজ্জতা, ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ, চালবাজী ও জালিয়াতির শয়তানী ফাঁদে মুছলমানদিগকে জড়িত করার ষড়যন্ত্রে—মনোনিবেশ করিয়াছে, শান্তি ও শৃংখলার সমুদয় বন্ধনকে একে একে ছিন্ন করিয়া মানব সমাজকে বিশৃংখলা, বিভেদ বিচ্ছেদ এবং বেআইনী জীবনের জাহেলী অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করার প্রয়াসে লিপ্ত হইয়াছে, ইছলাম, কোরআন এবং ছুন্নতের বিরুদ্ধে অবিরত হলাহল উদ্গীরণ করা হইতেছে, সামাজিক রীতি নীতির সমুদয় বন্ধনকে লোপাট করিয়া ইছলামের পূর্বকার জাহেলী ও মুশরিকনা সমাজব্যবস্থা প্রচলিত করার উপায় অবলম্বিত হইতেছে, সেই সময় সেই ভয়াবহ পরিবেশে অর্ধযুগের অধিককাল হইতে পূর্বপাকিস্তানে একমাত্র **পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছ** এবং উহার মুখপত্র **তর্জুমানুল-হাদীছ** অবিমিশ্র কোরআন ও ছুন্নতের জীবন দিশারী রূপে সমগ্র জাতিকে তাহার সেবা দান করিয়া আসিতেছে। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দল বা ফির্কার তল্পীবাহক হইয়া থাকা এই প্রতিষ্ঠান এবং তাহার মুখপত্র তাহার লক্ষ-রূপে বরণ করিয়া লয় নাই। কোরআন এবং উহার ব্যাখ্যা-রূপী হাদীছের যে অমৃত বাণী রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল, যথাযথ রূপে উহাকে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দের মধ্যে পরিবেশন করাই হইতেছে এই প্রতিষ্ঠানের এবং তাহার মুখপত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। কোরআনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সেবায় উদাসীন থাকিয়া মুছলমানগণ রামাযানের কোন গৌরবেরই অধিকারী হইত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারিবেননা। পূর্ব পাকিস্তানের এই একমাত্র ইছলাম ও দ্বীনে-মোহাম্মদীর পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠানটিকে জীবন্ত ও শক্তিমান করিয়া বাঁচাইয়া রাখার জন্য সচেষ্ট হইতে আমরা রামাযানের এই পবিত্র মহোৎসবের মধ্য দিয়া প্রত্যেক ইছলাম-ভক্তের খিদমতে অনুরোধ জানাইতেছি।

যুক্তফ্রন্টের দাওয়াত

রাজনৈতিক বিভিন্ন পার্টি ও দলের যুক্তফ্রন্ট নয়—সম্প্রতি ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল তারীখে পাঞ্জাবের লায়ালপুর নামক শহরে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান আহ্‌লে হাদীছ—কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রস্তাবে নিখিল পাকিস্তানের দল ও ফির্কা নির্বিশেষে সমুদয় "ইছলাম-পছন্দ" মুছলমানদিগকে একটি যুক্তফ্রন্টে সম্মিলিত হইবার—আবেদন জানান হইয়াছে। প্রস্তাবে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার জন্য বিশেষ আশংকা ও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, দেশে এমন একটি শক্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে যাহারা ধর্মীয় প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করিয়া অবাধ যৌন সংযোগকে ব্যাপক করার জন্য নাচ, গান ড্রামা ইত্যাদির সাহায্যে এবং সিনেমা প্রভৃতির নগ্ন চিত্র ও কুরুচিপূর্ণ উদ্দীপক চিত্রসমূহের সাহায্যে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা বিস্তারিত করিয়া মুছলমানগণের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক—জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। এই নির্লজ্জতা ও দুশ্চিরিত্রতা এবং অবাধ যৌন-সংযোগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং লা-দ্বীনী জীবন পথকে সুগম করার মানসে ইছলামের আলিম মণ্ডলীর বিরুদ্ধে উৎকট ঘৃণা এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া শ্রেণী সংগ্রাম সৃষ্টি করার দুষ্ট প্রচেষ্টা অবলম্বিত হইতেছে। বিশেষতঃ রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের বিরুদ্ধে এরূপ শত্রুতা-মূলক অপপ্রচার চালান হইতেছে, যাহাতে মুছলমানদের হৃদয় ক্ষুব্ধ ও আহত হইতেছে। এই ইতর অপপ্রচারণায় শুধু মহামতি ইমাম ও মুহাদ্দিছগণকেই খোলাখুলি ভাবে অপমান করা হইতেছেনা, বরং স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) মহিমান্বিত পয়গম্বরীকেও আঘাত করা হইতেছে। আর এক্ষণে রাষ্ট্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলকে প্রভাবান্বিত করা হইতেছে যাহাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্র সংবিধানের ভিত্তিরূপে কোরআন ও ছুন্নাহকে গ্রহণ করা নাহয়।

অতএব পাকিস্তানের সমুদয় ইছলাম-পছন্দ—এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে একটি সর্বসম্মত এবং সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামে একত্রিত ও সম্মিলিত হইবার জন্য এই কনফারেন্স সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে—যাহাতে এই যুক্ত-ফ্রন্টের সাহায্যে ইছলামের হিফাযত এবং পাকিস্তানের সংরক্ষণ এবং উহাকে ইছলামীরাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

আমরা পশ্চিম পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলে-হাদীছের উল্লিখিত প্রস্তাব অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করিতেছি এবং এই পন্থা অবলম্বন না করিলে আশু বিপর্যয়ের যে সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তজ্জন্য আমাদের প্রদেশের 'ইছলাম-পছন্দ' দলের সম্মুখে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছি।

শাসনতান্ত্রিক সংকট

গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মোহাম্মদ পাক-গণপরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর তাঁহার এই কার্যের বিরুদ্ধে পরিষদের প্রেসিডেন্ট জনাব মওলবী—তমিযুদ্দীন সিন্ধু চীফকোর্টে যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন, চীফকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ সমবেতভাবে সে আপত্তি গ্রাহ্য করায় এবং গভর্ণর জেনারেলের কার্য বে-আইনী বলিয়া বিঘোষিত হওয়ায় সরকার পক্ষ পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। ফেডারেল কোর্টের মাননীয় বিচার-পতিগণ এই আপীল গ্রহণ করিয়া সিন্ধু চীফ কোর্টের সিদ্ধান্তকে অধিকাংশ বিচারপতির মত অনুসারে বাতিল করিয়াছেন। যেসকল আইন সম্পর্কিত সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা ফেডারেল কোর্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষজ্ঞদের গবেষণা—সাপেক্ষ। মোটামুটি ভাবে ডোমিনিয়ন আইন পরিষদে গৃহীত সকল আইনই গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি সাপেক্ষ বলিয়া মাননীয় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন এবং চীফ কোর্টের বিচারপতিগণ আইন-পরিষদ কর্তৃক পরিগৃহীত যে ধারার বলে গভর্ণর জেনারেলের অধিকার বাতিল করিয়াছিলেন, তাহাতে এবং আইন সভার পরিগৃহীত অন্যান্য আইনগুলিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি না থাকায় চীফ কোর্টের উপরিউক্ত রায় বাতিল করা হইয়াছে। গণপরিষদ জনগণের আস্থা হারাইলে বড়লাট উহা ভাংগিয়া দিতে পারেন বলিয়াও ফেডারেল কোর্টের অধিকাংশ বিচারপতি প্রধান বিচারপতির সহিত একমত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা লক্ষ করিবার বিষয় যে, বড়লাট ব্যক্তিগত ক্ষমতা বলে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন কিনা এবং গণপরিষদের অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করার তিনি অধিকারী কিনা, সে সম্পর্কে কোন মতামত ফেডারেল কোর্টের রায়ে প্রকাশ করা হয় নাই। ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ১৯৫৪ সালের ২৪শে অক্টোবর—তারীখে যরূরী অবস্থা বিঘোষিত হওয়ার পর ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্ণর জেনারেল পুনরায় যরূরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ আইন ও শাসন সম্পর্কিত একনায়কত্বের অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ২৪শে অক্টোবরের ঘোষণা সম্পর্কে পাক ফেডারেশনের—ওযীর এবং সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে যেসকল মামলা দায়ের করা হইয়াছিল সেগুলির পরিচালনা ও প্রত্যাহারের অধিকারও এই অর্ডিন্যান্সের বলে তিনি লাভ করিয়াছেন এবং ইহারই বলে গণপরিষদ কর্তৃক পরিগৃহীত ৩৫টি আইনও তাঁহার সম্মতি লাভ করিয়াছে। শুধু এইটুকুই নয়, পাকিস্তানের শাসন সংবিধান রচনা করা, পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পর্যবসিত করা, কেন্দ্রীয় বাজেট মনযুর করা এবং পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত করার সমস্ত অধিকারও তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান এবং ডিক্টেটরিয়ল শাসনপদ্ধতির সূচনার যুগসন্ধিক্ষণে যখন ইছলামপন্থী ও গণতন্ত্রবাদীরা প্রমাদ গণিতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই মুহূর্তে সমগ্রজাতি ও রাষ্ট্র আর একটি অভিনব শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। বিগত ১২ই এপ্রিল তারীখে এক মামলার রায়ে ফেডারেলকোর্ট পুনরায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তান শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আইন রচনা করার অধিকার গণপরিষদ ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া শাসনতন্ত্রে কোন ধারা সন্নিবেশিত করার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের নাই। গণপরিষদ কর্তৃক পরিগৃহীত শাসনতান্ত্রিক আইনে গভর্ণর জেনারেলের শুধু স্বাক্ষর করার অধিকার রহিয়াছে। ফেডারেল কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে গভর্ণর জেনারেলের ডিক্টেটরশিপ বিপন্ন হইয়াছে, তাঁহার প্রবর্তিত ৯২ক ধারা বেআইনী হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান এবং অন্যান্য প্রদেশের আইন সভাগুলির নির্বাচন বেআইনী হইয়া পড়িয়াছে। অর্ডিন্যান্সের বলে যে অসিদ্ধ—আইনগুলি সিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহাও পুনঃ অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা বিরাজ করিতেছে।

সংকটের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ সামরিক শাসনব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার আশংকা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল আগামী ১০ই মে তারীখে শাসনতন্ত্র কন্‌ভেন্‌শন মারীতে আহ্বান করার আদেশ দিয়াছেন এবং যে সমস্ত আইন গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে অথচ তাঁহার সম্মতি লাভ করে নাই, উক্ত কন্‌ভেন্‌শন কর্তৃক সেগুলি আইনসিদ্ধ বলিয়া বিঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কি ভাবে সেগুলি বৈধ করা যায়, পাকসরকার ফেডারেল কোর্টের নিকট তাহার পরামর্শ চাহিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং এই কন্‌ভেন্‌শনের বৈধতা সম্পর্কেই পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব মিয়াঁ আবদুর রশীদ বলিয়াছেন, শাসনতন্ত্র কন্‌ভেন্‌শন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী কিনা, তাহা যাচাই করার জন্য ফেডারেল কোর্টের মতামত জানিয়া লওয়া সরকারের কর্তব্য। আবার এই কন্‌ভেন্‌শন বলপূর্বক আহ্বান করা হইলেও উহার সফলতা সম্বন্ধে নানা কারণে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। কন্‌ভেন্‌শনে প্রতিনিধিত্বের কোটা যেভাবে নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব পাকি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্তানের স্বার্থ সংরক্ষণের সম্ভাবনা খুব অল্প। সম্প্রতি গভর্ণর জেনারেল প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহ এবং উহাদের প্রণীত আইন সমূহকে বৈধ করার জন্য পুনরায় দুইটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্সগুলির বৈধতা সম্পর্কে আইনঘটিত আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহাদের পরিণতি কি হইবে তাহাও অনিশ্চিত।

স্থূলদৃষ্টি লইয়া অনেকেই ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তকেই বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সংকট ও শূন্যতার জন্য দায়ী করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই সংকট পাকিস্তানীদের শেষ পরীক্ষারূপে সমুপস্থিত হইয়াছে। দলীয় প্রাধান্য, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, নেতৃত্বের লোভ, সুবিধাভোগ, একনায়কত্ব ও বেআইনী জীবন ব্যবস্থার যে মহামারী পাকিস্তানকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, ইছলামী আদর্শ ও গণতান্ত্রিকতা যেভাবে বিপন্ন হইতে চলিয়াছে, আইনসংগত অধিকার ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই সেসকল সংকট হইতে পাকিস্তান রক্ষা পাইতে পারে। ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত দ্বারা এই পথমুক্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

কাবুলী অর্বাচীনতা

পাকিস্তানকে দুর্বল ও বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে যাহাদেরই ইংগিত ও আশ্কারা থাকুক না কেন, আফগানিস্তান বহুদিন হইতেই পাকিস্তানের শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করার প্রস্তাবনা হইতেই আফগান-মন্ত্রী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় হলাহল উদ্গীরণ করিতে থাকেন এবং পাক সরকারের এই ঘরোওয়া শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মান্য করিবেননা বলিয়া গলাবাজী করেন। এই সকল বক্তৃতার পরেপরেই কাবুল ও জালালাবাদে পাকিস্তানী দূতাবাসগুলি আক্রান্ত হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী আহতও হইয়াছেন। কাবুলী ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে, বিশেষতঃ উপজাতীয়গণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি সমবেতভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিকার দাবী করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া তুরস্ক ও মিছর প্রভৃতিও আফগানী আচরণের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। আফগানিস্তান তাহার মুনাফেকী আচরণ দ্বারা পাকিস্তান হইতে যেসকল বাণিজ্যিক সুবিধা উপভোগ করিতেছে, সেই সকল সুবিধা ব্যাহত করিয়া এবং সক্রিয়ভাবে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া কোন প্রতিকার করা হইবে কিনা, পাক প্রধানমন্ত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কুকুরের কামড়ের জওয়াবে কুকুরকে কামড়াইতে অস্বীকার করিয়াছেন। কুকুরকে কামড়াইবার নীতি গ্রহণযোগ্য না হইলেও ক্ষিপ্ত কুকুরকে শায়েস্তা করার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, আমরা তাহা স্বীকার করিনা। ভাষাগত জাতীয়তাকে বাহানা করিয়া কাবুলীরা যে পাখ্তুনিস্তানী আন্দোলন দীর্ঘকাল হইতে চালাইয়া আসিতেছে, পাকিস্তানী সংহতির পক্ষে তাহা মৃত্যুবাণ তুল্য। সীমান্ত প্রদেশে এবং পাক উপজাতীয় ইলাকাকে এই মৃত্যুবাণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে পাখ্তুনিস্তানী আন্দোলনকে গলা টিপিয়া মারিতেই হইবে এবং তজ্জন্য অর্থাৎ সোজাকথায় পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্যই গড়িমসি নীতি পরিহার করিয়া আফগানী ধৃষ্টতার সমুচিত ও সক্রিয় ব্যবস্থা পাকসরকারকে অবলম্বন করিতে হইবে।

পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টার স্মরণে

ভারত উপমহাদেশে ইছলামী রাষ্ট্র পুনঃ—প্রতিষ্ঠিত করার সক্রিয় সাধনা বালাকোটের কারবালায় সমাধিস্থ হওয়ার পর দীর্ঘকাল যাবত এই উপমহাদেশের ভাগ্য দুইটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যভাগে দোদুল্যমান ছিল। এক দল এই উপমহাদেশের মুছলমানদিগকে অ্যাংলো মুহামেডান রূপে—তাহাদের বক্ষস্থলে ইংরাজের গোলামীর সুবর্ণ পদক ঝুলাইয়া রাখার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। আর একদল মুছলমানদিগকে বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া একজাতীয়তার যূপকাষ্ঠে তাহাদের সমুদয় ইছলামী স্বাতন্ত্র্য কুরবানী দিয়া হিন্দুজাতীয়তায় বিলীন করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জাতীয়—দুর্ভাগ্যের এই ঘোর অমানিশায় নৈরাশ্য ও দ্বিধার সমস্ত যবনিকা জাল ছিন্ন করিয়া আল্লামা ইকবাল নূতন আশা ও আলোকের বর্তিকা হস্তে নব জীবনের কর্ম সংগীত গাহিয়া সমগ্র জাতির হৃদয়তন্ত্রীকে—ঝংকৃত এবং আত্মপ্রত্যয় বা খুদীর প্রেরণায় মাতোয়ারা করিয়া তুলিলেন। ইকবাল তাঁহার কাব্যে ঘোষণা করিলেন যে, আত্মপ্রত্যয়হীন ছাগলত্বপ্রাপ্ত সিংহশাবকের পক্ষে জীবন ধারণের কোন অধিকার নাই। পরপদাশ্রিত জীবনের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ব্যতীত এই উপমহাদেশের মুছলমানগণ—বাঁচিতে পারিবেননা। আর বাঁচিলেও তাঁহাদের সে জীবন মৃত্যু অপেক্ষাও অসহনীয় হইবে। এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আত্মপ্রতিষ্ঠ-জীবন যাপন করিবার জন্য ভারত উপমহাদেশে মুছলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি নিজস্ব সাম্রাজ্য একান্ত ভাবেই আবশ্যক। ইকবালের এই সোনার স্বপ্ন তাঁহার তিরোভাবের অনতিকাল পরেই পৃথিবীর মানচিত্রে আযাদ পাকিস্তান রাষ্ট্র রূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ পাকিস্তান যখন তাহার মৌলিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম করিয়াছে, ইছলামী সমাজতন্ত্রবাদ, জীবন-দর্শন ও ইছলামী রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে বিজাতীয় ও বৈদেশিক মোহে তাহারা মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে, বিবিধরূপী অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, অনৈছলামিকতা ও শাসনতান্ত্রিক সংকটের ঘূর্ণিবাত্যায়—পতিত হইয়া সমগ্র জাতি দিশাহারা হইয়া চলিয়াছে, আমরা এই আসন্ন সংকট মুহূর্তে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও চিত্রকর মহামতি ইকবালের স্মৃতির প্রতি আমাদের অনাবিল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি যে, হে আমাদের আল্লাহ, আপনি ইকবালের সাধনার পুরস্কার হইতে তাঁহাকে তাঁহার পারলৌকিক জীবনে এবং আমাদিগকে আমাদের ইহলৌকিক জীবনে বঞ্চিত করিবেননা এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর এই মহান জাতিকে পুনরায় পরীক্ষার অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেননা। পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের উদ্যোগে তাঁহাদের চিরাচরিত নিয়মানুসারে বিগত ২২শে এপ্রিল স্থানীয় টাউন হলে মহাসমারোহে মহামতি ইকবালের স্মৃতি-সভা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই ইকবালের স্মৃতি সভার আয়োজন করিয়া এই সংকট মুহূর্তে তাঁহার পয়গাম ও বাণী হইতে নূতন ভাবে প্রেরণা লাভ করার ব্যবস্থা করা পাক নাগরিকবৃন্দের অবশ্য কর্তব্য।

ঢাকা নারায়নগঞ্জের আহলে-হাদীছ জামাআত

ঢাকা যিলার অন্তর্গত নারায়নগঞ্জ মহকুমার বহু গ্রামের আহলে হাদীছ জামাআতের পক্ষ হইতে তর্জুমানের দীন সম্পাদক প্রায় দুই বৎসর কাল হইতে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু শারীরিক একান্ত অক্ষমতার দরুণ তাঁহাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা দীন খাদিমের পক্ষে আজও সম্ভবপর হয় নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা অতিশয় দুঃখিত। কিন্তু তকদীরের ব্যবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করা ছাড়া গতি নাই। আমরা উল্লিখিত অঞ্চলের আহ্‌লে জামাআত ভ্রাতৃবর্গকে আশ্বস্ত করিতেছি যে, আগামী বর্ষাকাল পর্যন্ত যদি তর্জুমান সম্পাদক জীবিত থাকে এবং তাহার দৃষ্টি ক্ষীণতা ও পুরাতন ব্যাধির প্রকোপ অন্তরায় না হয়, তাহাহইলে উক্ত সময়ে ইনশাআল্লাহ বন্ধুবর্গের তাকীদ এবং অনুরোধ কষ্টে স্বষ্টে প্রতিপালন করিতে সচেষ্ট হইব।

হারাগাছের তবলীগী ছফর

রংপুর সদরের অন্তর্গত হারাগাছ, সারাই ও মৌভাষা অঞ্চলের মুছলমানগণের আগ্রহাতিশয্যে একান্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তর্জুমান সম্পাদক বিগত ১লা এপ্রিল হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত হারাগাছ, মৌভাষা, সরাই, কামদেব ও দর্জিপাড়া প্রভৃতি গ্রাম তবলীগী ছফরে অতিবাহিত করেন। মৌভাষা ও দর্জিপাড়ায় দুইটি জনসভায় সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা দান ব্যতীত কয়েক দিন ধরিয়াই হারাগাছে সমাজের নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত নানারূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা হইতে থাকে। এই উপলক্ষে জনাব হাজী আনিছুদ্দীন ছাহেব রুগ্ন সম্পাদকের যে ভাবে সেবা শুশ্রূষা করেন এবং মওলানা আবদুর রাযযাক, মওলানা শাহ আবদুল বাকী এবং স্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং জনাব মওলবী ইমাদুদ্দীন ছাহেব এম, এল, এ এবং অন্যান্য ভ্রাতৃগণ যে আতিথেয়তা ও হৃদ্যতার পরিচয় প্রদান করেন তাহা এই দীন সম্পাদকের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। হারাগাছ, সারাই, দর্জিপাড়া এবং শেখপাড়া গ্রাম হইতে জমঈয়তের জন্য সর্বশুদ্ধ ৭৫৭৲ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৌভাষা হইতে মনিঅর্ডার যোগে ইতিপূর্বে—পাথেয় স্বরূপ ৫০৲ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল। মৌভাষা ও দর্জিপাড়ার সভায় দীন সম্পাদককে বাঙলা ও উর্দু মানপত্র প্রদান করিয়া সম্বর্ধিত করা হয়। বুদাই গ্রামের মওঃ রহিমুদ্দীন ও হারাগাছের মওঃ আবদুল আযীয ছাহেব জমঈয়তের অবৈতনিক প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা হারাগাছ অঞ্চলের মুছলমান ভ্রাতৃবর্গের খিদমতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বগুড়ার আহ্‌লে হাদীছ জামাআত

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের নামে কয়েক বৎসর পূর্বে বগুড়া যিলায় কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও তাকাযা সত্ত্বেও উক্ত আদায়ী টাকার কোন সন্ধান না পাওয়ায় আমরা নিরস্ত হইয়া বসিয়াছিলাম। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বগুড়ার অস্থায়ী জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভাপতি মওলবী আবদুল করীম ছাহেব বি-এল, উল্লিখিত আদায়ী টাকার মধ্য হইতে সম্প্রতি ৩১২৲ টাকা কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দফ্‌তরে প্রেরণ করিয়াছেন। মওলবী ছাহেব এবং বগুড়ার আহ্‌লে জামাআত যদি অতঃপর সমাজের বর্তমান সংকটজনক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া জমঈয়তের প্রতিষ্ঠা ও উহার উদ্দেশ্যের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাহাহইলে সত্যই আমরা অত্যন্ত সুখী—হইব। আশাকরি আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হইবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

পরপারের যাত্রীগণের স্মরণে

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রাজসাহী যিলার অধিবাসী জনাব মওলানা ইরশাদ আলী ছাহেব এবং দিনাজপুর যিলার—মওলানা আবদুল আযীয ছাহেব অনন্তধামের যাত্রী হইয়াছেন···ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে-উন। মওলানা ইরশাদ আলী বহু বৎসর ধরিয়া—রাজসাহীর লোকনাথ হাইস্কুলে প্রধান আরবী শিক্ষক রূপে অশেষ যোগ্যতা ও সুনামের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছেরও অকৃত্রিম হিতৈষী ছিলেন। দীর্ঘকাল হাঁপানী রোগে আক্রান্ত থাকিয়া সম্প্রতি তাঁহার পল্লীভবন জামালপুরে ইন্‌তেকাল করিয়াছেন। মওলানা আবদুল—আযীয ছাহেব তাঁহার অঞ্চলে আহলে হাদীছ জামা'আতের একজন বিশিষ্ট খাদিম ছিলেন। আজীবন ধর্মীয় মাদরাছায় শিক্ষকতা করিয়াই কাটাইয়াছেন। পূর্ণ যৌবনে মুহাজির রূপে অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন। আমরা উভয়েরই গায়েব জানাযা স্থানীয় জামে মছজিদে আদা' করিয়াছি এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনগণের নিকট আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পবিত্র রামাযান সমাগমে

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের

আবেদন

আছ্‌ছালামু আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু,

পুণ্যের পিযূষধারা বহন করিয়া, অন্যায়চারীকে অকল্যাণপথ হইতে বারিত করিয়া, মুক্তি ও সিদ্ধির পথে কল্যাণপ্রার্থীকে আহ্বান জানাইয়া আল্লাহর রহমত ও মগ্‌ফেরতের শুভ পয়গাম দিকে দিকে ছড়াইয়া পবিত্র রামাযান আমাদের সান্নিধ্যে বর্ষপরে আবার আসিয়াছে। মুবারক হো রামাযান!

প্রতি বৎসর ঠিক এই সময়ে যাকাৎ, ফিৎরা, উশর, প্রভৃতির জন্য পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছের পক্ষ হইতে আপনাদের খেদমতে আবেদন পেশ করা হইয়া থাকে। অনেকে সাড়া দেন, অনেকে কম দেন, অনেকে দেন না, যদিও সমস্ত জামা'তের পক্ষ হইতে বায়তুলমালের সিকি অংশ প্রদানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

জমঈয়তে আহলে-হাদীছকে সাহায্য দেওয়া উচিত কেন?

জমঈয়ৎ চায় সমগ্র মুছলিম সমাজ আল্লাহর প্রেরিত সত্য শাশ্বত মহিমান্বিত গ্রন্থ আলকোরআনকে তাহাদের জীবনবিধান ও মুক্তিমন্ত্ররূপে গ্রহণ করুক, রছুলুল্লাহর (দঃ) উচ্চারিত পবিত্রবাণী ও আচরিত দৃষ্টান্তকে মুছলমানগণ অনুসরণ করিয়া চলুক। এই জন্যই জমঈয়ৎ আল্লাহর কালাম ও রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে মুছলিম জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, তাহাদের সামাজিক জীবনের প্রতি স্তরে, রাষ্ট্রিক জীবনের সমস্ত বিধিবিধানে, ধর্মীয় আচরণের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে রূপায়িত করিয়া তোলার জন্য এবং আমর-বিল-মা'রুফ এবং নহি-আনেল-মুনকার—সৎকাজে উৎসাহদান এবং অন্যায় হইতে বারিত থাকার সাবধানবাণী অবিরাম ভাবে উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জম্‌ঈয়তের সাহিত্যিক প্রচারণা

এ পর্যন্ত ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমা তৈয়েবার সঠিক ব্যাখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ইছলামী শাসন-নীতির বিশ্লেষণ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে ১৭ খানা ছোট বড় পুস্তক, ৩ খানা বুলেটিন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাষাগত প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য প্রচার পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচারিত হইয়াছে। আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখিত পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। জম্‌ঈয়তের মাসিক মুখপত্র 'তর্জুমানুল-হাদীছ' প্রায় ৬ বৎসর অবধি বহু বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন পূর্বক আজিও পূর্বপাকিস্তানে শ্রেষ্ঠতম ইছলামী সাহিত্যপত্ররূপে কোরআন মজীদের সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত তফছীর, প্রয়োজনীয় মছলামাছায়েলের তহকিক পূর্ণ উত্তর, ইলহাদ, শের্ক, বিদআত ও ভ্রান্ত আকীদা ও ভ্রষ্টপথের খণ্ডন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ইছলামী সমাধানসহ সুলিখিত আলোচনা বক্ষেধারণ করিয়া দ্বীনের শত্রু ছুন্নতের দুশমন এবং প্রবৃত্তিপূজারী ও স্বেচ্ছাচারীদের অন্তরে শেলের আঘাত হানিয়া চলিয়াছে আর ইছলামদরদী ছুন্নতভক্তদের অন্তরের ক্ষুধা মিটাইয়া অজ্ঞানতার অন্ধকার অপসারণের কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

জম্‌ঈয়তের তবলিগী কার্যকলাপ

জম্‌ঈয়তের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী, মুবাল্লেগ ও কর্মীবৃন্দ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে সভা সম্মেলনে, জুমার সমাবেশে ও বৈঠকী আলোচনায় জম্‌ঈয়তের আদর্শ ও ইছলামের তব্‌লিগী প্রচারণা চালাইয়া আসিয়াছেন। বিগত ৪ বৎসর যাবৎ পাবনা জামে মছজিদে শিক্ষিত ও সাধারণের সমাবেশে জম্‌ঈয়তের উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট ছাহেব কর্তৃক কোরআনের উচ্চাঙ্গ সাপ্তাহিক তফছীর ক্লাস পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

জামা'তের সংশোধন ও সংগঠন

সমগ্র আহ্‌লে-হাদীছ জামা'তকে সংশোধিত ও সংগঠিত করার জন্য জিলা, ইলাকা ও শাখা জম্‌ঈয়ত গঠনের চেষ্টা আংশিক সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। জম্‌ঈয়তের চেষ্টায় বহু সামাজিক বিরোধ বিভেদ ও বিচ্ছেদের নিষ্পত্তি হইয়াছে।

জম্‌ঈয়তের সাম্প্রতিক খেদমত

বিগত প্রদেশব্যাপী বন্যায় ৭টি আক্রান্ত জিলায় বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক মছজিদ ও মাদ্রাছার মেরামত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বন্যার্ত আহলে জামা'তের সাহায্যকল্পে জম্‌ঈয়ত মোট সাড়ে ৩ হাজার টাকা বিতরণ করিয়াছে।

সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন

কিন্তু তবু বলিতে হইবে প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। চতুর্দিকের প্রসারমান কুফ্‌র ও ইলহাদ, শের্ক ও বিদআত, রাগাওয়াৎ ও নেফাকের ছয়লাব প্রতিরোধের জন্য জম্‌ঈয়তকে আরও শক্তিশালী এবং উহার কর্মীসংখ্যা ও তৎপরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সেজন্য সকলের অধিকতর সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটানর দায়িত্ব আপনাদের। মেহেরবাণী-পূর্বক আপনাদের যাকাৎ, ফিৎরা, উশর, প্রভৃতির সিকি অংশ মণিঅর্ডার যোগে জম্‌ঈয়তের সেক্রেটারীর বরাবরে অথবা শিলমোহর যুক্ত রশিদ বুঝিয়া পাইয়া আদায়কারীগণের হস্তে প্রদান করিবেন। ইতি— ৭ই বৈশাখ, ১৩৬২ সাল; ২৭শে শাবান, ১৩৭৪ হিঃ।

আরযমন্দ—

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী,
প্রেসিডেন্ট।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান (বি, এ, বি, টি),
সেক্রেটারী।
পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছ।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—
সেক্রেটারী, পূর্বপাক-
জম্‌ঈয়তে আহলে-হাদীছ
পোঃ ও যিলা, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

উদীয়মান পাকিস্তানী জাতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুখী পরিবার গঠনের কাজে অপরিহার্য্য ঃ—

১। ভিটাকম ঃ দুর্বলতা, রক্তহীনতা এবং ভিটামিন এর অভাব সংক্রান্ত যাবতীয় রোগে অব্যর্থ উপকারী। ইহাতে অন্যান্য শক্তিশালী ও তেজস্কর জিনিষের সাথে ভিটামিন বি কম্‌-প্লেক্‌স্‌ আছে। ডাক্তারগণ ইহার প্রভূত প্রশংসা করিতেছেন এবং প্রেসক্রিপ্‌সন দিতেছেন।

২। হেপাটোন— শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের লিভার এবং যাবতীয় পেটের পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। অল্পদিনের ব্যবহারেই রোগ নিরাময় এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ হয়।

৩। অশোক কর্ডিয়াল— (এডরুক) অনিয়মিত ঋতু, বাধক-বেদনা, প্রদর রোগ ইত্যাদি যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ। জীবনের প্রতি হতাশ মা ভগ্নীগণের জন্য আশার আনন্দ ভরা নেয়ামত।

৪। কুইনোভিনা— নূতন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ত্রাহিক জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি যত কঠিন এবং যত দিনের পুরাতন জ্বরই হউক না কেন এই ঔষধ সেবন করিলে আরোগ্য হইবেই হইবে।

৫। সিরাপ তুলসী কম্পাউণ্ড (কোডিন সহ) সর্দি, কাশি, নাক দিয়া অনবরত পানি পড়া, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধি মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে সুমিষ্ট গলার সুর আনয়ন করে।

প্রস্তুতকারক—এডরুক লেবরেটরী, পাবনা। (ই, পি)

বিভিন্ন লেখকের সৎগ্রন্থরাজি

মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ
গোর যিয়ারত
ছয় আনা

মওলবী মুজীবর রহমান
আদর্শ দীক্ষিকাত
পাঁচ সিকা

মওলানা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ
নামায শিক্ষা
আট আনা

মওলানা আহমদ আলী
সৎসার পথে
আট আনা

ছালাতে মোস্তফা
পাঁচ সিকা

তাহারৎ
আট আনা

নিয়ত ও দরূদ সমস্যা
আট আনা

মওলানা মুনতাছের আহমদ রহমানী
রামাযানের সাধনা
পাঁচ সিকা

আমলে হজ্জ
এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

জাতির খেদমতে—

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের

দুইটী নবতম অবদান

১। তারাবীহ

তারাবীহর নেমায, জামাআত, ও রাকআত সম্পর্কিত মছআলার বিশদ আলোচনা, বিচার ও মীমাংসা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

কোরআন মজীদ, ১৮ খানা হাদীছগ্রন্থ, ৯ খানা হাদীছের ভাষ্যগ্রন্থ, ৪ খানা অভিধান ও তফছীরগ্রন্থ, ৫ খানা চরিতাভিধান, ১০ খানা ফত্ওয়া ও ফিক্হের গ্রন্থ, ৩ খানা অছুলে হাদীছেরগ্রন্থ ও ১ খানা অছুলে ফিক্হের গ্রন্থ মন্থন করিয়া বিশুদ্ধ দলীল ও অকাট্য যুক্তিসহ প্রমাণিত করা হইয়াছে :

রামাযানের রাত্রে জামাআতের সহিত তারাবীহপড়া কি ও কেন

এবং

রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত মোতাবেক তারাবীহর রাক্আত সংখ্যা কত ?

২। মুছাফাহা।

ইছলামী অভিবাদনের দুই অঙ্গ—ছালাম ও মুছাফাহা। উহার উদ্দেশ্য পারস্পরিক শান্তি কামনা ও মঙ্গলাচরণ।

কিন্তু উহার শেষাঙ্গ—মুছাফাহার পদ্ধতি অর্থাৎ উহা দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, চতুর্হস্ত না কাঁচিমার্কা ইহা লইয়া মুছলিম সমাজে স্থানে স্থানে মঙ্গলের পরিবর্তে অযথা বাগ্বিতণ্ডা ও অনর্থপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

মুছাফাহার এই পদ্ধতি সম্বন্ধে মুছলমানগণের ভ্রান্তধারণা নিরসনের মহৎ উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দ্বাদশটি হাদীছ, ফিক্হগ্রন্থ এবং শরীঅতাভিজ্ঞ বিভিন্ন মযহবের ৭ জন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানের উক্তি প্রভৃতি দ্বারা—

মুছাফাহা শুধু দক্ষিণ হস্তে না উভয় হস্তে—এই বহু বিশ্রুত সমস্যার সঠিক সমাধান করা হইয়াছে।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

প্রত্যেক আলেম, ইংরাজী শিক্ষিত এবং সর্বসাধারণ মুছলমানের পড়ার, মুতালাআর এবং প্রতি গৃহে ও গ্রন্থাগারে রাখিবার মত বই

প্রাপ্তিস্থান :—আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org